শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ

# বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

## খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বার্ষিক প্রতিবেদন

# ২০১৯-২০২০

প্রকাশক
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

স্বত্ব
খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

**ডিজাইন, কম্পোজ ও সার্বিক সহযোগিতায়**
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
এবং
আইসিটি সেল
প্রশাসন অনুবিভাগ
খাদ্য মন্ত্রণালয়
www.mofood.gov.bd

**সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি**
**মন্ত্রী**
**খাদ্য মন্ত্রণালয়**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

# বাণী

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমন্বিত করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে তা জেনে আমি আনন্দিত।গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের সকল মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা এবং সেই সাথে পুষ্টি ও খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে নভেল করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রমণ দেখা দেওয়ার প্রেক্ষিতে গত ২৫.০৩.২০২০ খ্রি. তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অফিসসহ সকল স্থাপনা খোলা রেখে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিস্থিতিতে গ্রামে বসবাসরত হত দরিদ্র দুঃস্থ পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি চালু রাখা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিশেষ বিবেচনায় বছরের কর্মাভাবকালীন ০৫ মাসের অতিরিক্ত মে/২০২০ মাসেও এ কর্মসূচির চাল বিতরণ হয়। সেই সাথে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী সকল কর্মহীন মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম চালু করে ১০ টাকা কেজি দরে প্রায় ২১ লক্ষ কার্ডের মাধ্যমে পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি হারে এপ্রিল ও জুন মাসে মোট প্রায় ৬৮ হাজার মে. টন চাল বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে খাদ্য অধিদপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণও করেন।

বিগত বোরো-২০১৯ ও আমন-২০২০ সংগ্রহ মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ ধান কৃষকদের নিকট হতে সংগ্রহ করার পর বোরো-২০২০ সংগ্রহ মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ ১১,৫০,০০০ মে. টন চাল এবং ৮,০০,০০০ মে. টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ফলে কৃষকগণ স্মরণ কালের মধ্যে ধানের সর্বোচ্চ মূল্য পাচ্ছেন। কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান সংগ্রহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্যাডি সাইলো নির্মাণের একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন ও আইনের আওতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা। নব গঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তাদের সীমিত জনবলের মাধ্যমে খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষায় প্রচার-প্রচারণ পরিচালনাসহ বিভিন্ন প্রকার ভেজাল ও দুষিত খাদ্যের বিক্রয়, আমদানী বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যানের কার্যক্রম চালুসহ ০২ ফেব্রুয়ারী-২০২০, তৃতীয় বারের মত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস আড়ম্বরপূর্নভাবে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উদযাপন করা হয়েছে। এরুপে খাদ্য মন্ত্রণালয় তার দপ্তর/সংস্থা জনগণের সেবায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রেখেছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি বার্ষিক প্রতিবেদনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক**

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
**সচিব**
**খাদ্য মন্ত্রণালয়**

# বাণী

মন্ত্রণালয় এর কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন, ডকুমেন্টেশন ও সারসংক্ষেপ আকারে অপরাপর সংস্থা ও জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ করে খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সাংবিধানিক অঙ্গীকার, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০০৯ সালের খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ১৪.০০ লাখ মে.টন থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১.৫০ লাখ মে.টনে উন্নীত করা হয়েছে এবং ২০৩০ সালে ৩০ লাখ মে.টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুর্যোগ কবলিত এলাকার মানুষের খাদ্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ১৯ জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫.০০ লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আরও ৩.০০ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দূর্নীতিমুক্তভাবে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে কৃষকের অ্যাপস ব্যবহার করে আমন-২০১৯ মৌসুমে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে ও বোরো-২০২০ মৌসুমে দেশের ২৪টি উপজেলায় ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে। কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করে তাঁদেরকে উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্যাডি সাইলো নির্মাণের একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশে নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রেক্ষিতে গত ২৫.০৩.২০২০ খ্রি. তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা অনুসারে সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অফিসসহ সকল স্থাপনা খোলা রেখে গ্রামে বসবাসরত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী চালু রাখা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে বছরের নিয়মিত বিতরণকাল ৫ মাসের অতিরিক্ত মে/২০২০ মাসেও ৫০ লক্ষ পরিবারের প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের মাঝে প্রায় ১.৫ লক্ষ মে.টন চাল বিতরণসহ এ কর্মসূচিতে অর্থবছরে মোট প্রায় ৮,৮৭ লক্ষ মে. টন চাল বিতরণ করা হয় যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৯.২৩% বেশি। সেই সাথে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী সকল কর্মহীন মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম চালু করে, প্রায় ২১ লক্ষ কার্ডের মাধ্যমে ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি হারে এপ্রিল-জুন/২০২০ মাসে মোট প্রায় ৬৮ হাজার মে. টন চাল বিতরণসহ ওএমএস ও বিশেষ ওএমএস খাতে অর্থবছরে সর্বমোট প্রায় ৩.৩৭ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের ওএমএস খাতে মোট বিতরণের চেয়ে ২৭.৭৬% বেশি। অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে ৬ ধরনের অনুপুষ্টি সমৃদ্ধ করে পুষ্টিচাল বিতরণ কর্মসূচি চালু করে তা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের ১০০টি উপজেলায় বিতরণের পাশাপাশি ভিজিডি কর্মসূচিতে ১০০টি উপজেলায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, ও জেলা পর্যায়ে পদায়নের জন্য ১৩-১৬ গ্রেডের ১১৪ জন কর্মচারী ও ৯ম গ্রেডের ১০২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান, জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপন, ১টি প্রবিধিমালা প্রণয়ন, ভেজাল রোধে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যান চালুসহ বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর খাদ্য ও খাদ্য উপাদান আমদানি, মজুদ, পরিবহন ও বিক্রয় বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সাথে খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগতমান পরীক্ষণের জন্য ৬টি বিভাগে ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন সেবা ৩৩৩ চালু, রাজধানীর ৮৭টি হোটেল রেস্তোঁরা, মিষ্টির দোকান ও বেকারী-কে খাদ্যের নিরাপদতামান অনুসারে ABCD ক্যাটাগরীতে গ্রেডিং করে কঠোর মনিটরিং করা হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের চূড়ান্ত বছরের সাথে মিল রেখে "জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি-২০২০" এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) এর মনিটরিং রিপোর্ট, ২০২০ প্রণয়ন ও জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা, ২০১৫ হালনাগাদকরণের জন্য চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নসহ নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক ও দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রচার করা হয়েছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে গৃহীত, বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের বিবরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে আগ্রহী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ গবেষক, শিক্ষার্থী ও একাডেমিয়া সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

# সূচিপত্র

**২০১৯-২০২০ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন**


| বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| নির্বাহী সারসংক্ষেপ | ৮ |
| পটভূমি, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, কার্যাবলি | ৯ |
| মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব | ১১ |
| প্রশাসন অনুবিভাগ | ১২ |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা | ১৫ |
| শুদ্ধাচার | ১৬ |
| পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ | ১৬ |
| সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ | ১৬ |
| বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ | ১৮ |
| বাজেট ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও অডিট আপত্তি | ১৯ |
| খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারন ইউনিট | ২১ |
| জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, ভোগ ও পুষ্টি পরিস্থিতি | ২৪ |
| খাদ্য ক্রয়-ক্ষমতা | ২৪ |
| অনুর্দ্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি | ২৫ |
| খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম | ২৮ |
| SDG সংক্রান্ত কার্যক্রম | ২৮ |
| SDG বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ | ৩০ |
| তথ্য অধিকার নিশ্চতকরনার্থে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন | ৩১ |
| ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়ন | ৩২ |
| সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ | ৩২ |
| Modern Food Storage Facilities Project | ৩৫ |
| সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ | ৩৭ |
| Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food | ৩৯ |
| নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ | ৪০ |
| **খাদ্য অধিদপ্তর** | ৪১ |
| খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো | ৪১ |
| লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম | ৪২ |
| প্রশাসন বিভাগ | ৪৩ |
| উন্নয়নমূলক কার্যক্রম | ৪৫ |
| তদন্ত ও মামলা | ৪৬ |
| সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (PFDS) | ৪৯ |
| আর্থিক খাত | ৪৯ |

| বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি | ৪৯ |
| খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) | ৪৯ |
| অনার্থিক খাতে বিতরণ (Non-Monetized) | ৫০ |
| PFDS খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি বিতরণ (বার গ্রাফ) | ৫১ |
| ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাস ভিত্তিক গড় বাজার দরের চিত্র | ৫২ |
| খাদ্যশস্য পরিবহন, মজুদ | ৫৫ |
| পরিদর্শন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম | ৫৬ |
| বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম | ৫৯ |
| খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন | ৫৯ |
| অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ | ৬০ |
| অডিট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার তৈরী | ৬১ |
| বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগ | ৬১ |
| বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ | ৬৫ |
| রূপকল্প, অভিলক্ষ, সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যাবলি | ৬৫ |
| দায়েরকৃত মামলা, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও খাদ্য নমুনা সংগ্রহের বিবরণ | ৬৬ |
| খাদ্য স্থাপনা ও বাজার পরিদর্শনের বিবরণ | ৬৬ |
| বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগ | ৬৬ |
| প্রশিক্ষণের বিবরণ | ৬৬ |
| জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপন | ৬৭ |
| খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ | ৭৩ |

# ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

## খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

## নির্বাহী সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিকের খাদ্যের চাহিদা পূরণ এবং বর্তমান সরকার পরিচালনাকারী দল আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ৩.১৪, ৩.১৭, ৩.২১ ও ৩.২৩ নং অনুচ্ছেদে যথাক্রমে কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি, শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রম নীতি, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রদত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকার এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে লক্ষ্য রেখে খাদ্য মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের সময় সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল ১৪.০০ লাখ মে. টন; যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১.৫০ লাখ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ধারণক্ষমতা ৩০ লাখ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। এছাড়া দেশের ১৯ জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫.০০ লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও ৩.০০ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান সংগ্রহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্যাডি সাইলো নির্মাণের একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত বোরো-২০১৯ ও আমন-২০২০ সংগ্রহ মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ যথাক্রমে ৩,৯৯,৮৬২ মে.টন এবং ৬,২৬,৫৫৭ মে.টন ধান সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে সংগ্রহ করার পর বোরো সংগ্রহ-২০২০ মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ ১১,৫০,০০০ মে. টন চাল এবং ৮,০০,০০০ মে. টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ফলে কৃষকগণ স্মরণকালের মধ্যে ধানের সর্বোচ্চ মূল্য পাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ২৭,৬৯,৮৩৪ লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে; যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ১০% বেশী। বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে গত ২৫.০৩.২০২০ খ্রি. তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদানের প্রেক্ষিতে সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অফিসসহ সকল স্থাপনা খোলা রেখে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিস্থিতিতে গ্রামে বসবাসরত হত দরিদ্র দুঃস্থ পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি চালু রাখা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিশেষ বিবেচনায় বছরের কর্মাভাবকালীন ০৫ মাসের অতিরিক্ত মে/২০২০ মাসেও প্রায় ৫০ লক্ষ পরিবারের মাঝে অতিরিক্ত প্রায় ১.৫ লাখ মে.টন চাল বিতরণ হয়। এ কর্মসূচিতে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে এ খাতে ১৯.২৩% বেশী চাল বিতরণ হয়। সেই সাথে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী সকল কর্মহীন মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম চালু করে ১০ টাকা কেজি দরে প্রায় ২১ লক্ষ কার্ডের মাধ্যমে পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি হারে এপ্রিল ও জুন মাসে মোট প্রায় ৬৮ হাজার মে. টন চাল বিতরণ করা হয়। ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ওএমএস খাতে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২৭.৭৬% বেশী খাদ্যশস্য বিতরণ করা সম্ভব হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ করোনা পরিস্থিতিতে সাধারন ছুটির সময় নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে জরুরী খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্যশস্য চলাচল, গ্রহণ ও বিতরণ নিশ্চিত করেছেন। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে খাদ্য অধিদপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণও করেন।

অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে ৬ ধরনের অনুপুষ্টি মিশ্রিত পুষ্টিচাল বিতরণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিডি কর্মসূচিতেও দেশের ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল বিতরণের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। গত ২৭-২৯ আগষ্ট ২০১৯ সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত OIC এর সহায়ক সংগঠন Islamic Organization Of Food Security(IOFS) এর দ্বিতীয় Assemblyতে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে এবং তিন বছরের জন্য বাংলাদেশ IOFS এর Executive Board সদস্য রাষ্ট্র নির্বাচিত হয়।

নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, মেট্রোপলিটন ও জেলা পর্যায়ে পদায়নের জন্য ১৩-১৬ গ্রেডের ১১৪ জন কর্মচারী ও ৯ম গ্রেডের ১০২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান,করা হয়েছে। ০২ ফেব্রুয়ারি-২০২০, তৃতীয় বারের মত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস আড়ম্বরপূর্ণভাবে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উদযাপন করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ১টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও অনস্পট স্ক্রিনিং মাধ্যমে ভেজাল খাদ্য সনাক্তকরণে মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি কল্পে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। লেড ক্রোমেট পাউডার অবাধ ব্যবহারের ফলে হলুদের গুড়ায় মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে লেড (সীসা) সনাক্ত হওয়ায় তা আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ, নিরাপদ

পোল্ট্রি উৎপাদনের লক্ষ্যে ট্যানারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়নের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, কার্বনেট বেভারেজের নামে উচ্চমাত্রার ক্যাফেইনযুক্ত ক্ষতিকর এনার্জি ড্রিংক আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ, বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য বাজার হতে প্রত্যাহারপূর্বক জব্দকরণ, হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে ভোজ্যতেলের ক্ষতিকর উপাদান ট্রান্সফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রাণিজ আমিষ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে গবাদিপশু, হাস-মুরগি ও মাছের খাদ্যে মিট এন্ড বোন মিল্ক (এমবিএম) উপাদান আমদানি, মজুদ, পরিবহন ও বিক্রয় বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণসহ নকল ডিম এবং ফলমূল ও শাকসবজিতে ফরমালিন প্রয়োগ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগতমান পরীক্ষণের জন্য ০৬টি বিভাগে ল্যাবরেটরি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন সেবা ৩৩৩ চালু করা হয়েছে এবং খাদ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে রাজধানীর ৮৭টি হোটেল রেস্তোঁরা, মিষ্টি দোকান ও বেকারী-কে ABCD ক্যাটাগরীতে গ্রেডিং করে কঠোর মনিটরিং করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম সারাদেশে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির বিবেচনায় বাংলাদেশ বিগত তিন দশকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। তবে এখনো অপুষ্টির নানা চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার পথে যেতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের চূড়ান্ত বছরের সাথে মিল রেখে "জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি-২০২০" এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) এর মনিটরিং রিপোর্ট, ২০২০, জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা, ২০১৫ এর হালনাগাদকরণের চূড়ান্ত খসড়া, ত্রৈমাসিক Bangladesh Food Situation Report, Fortnightly Food Grain Outlook এবং দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতির প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সেইসাথে FAO এর সরাসরি কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত Meeting the Undernutrition Challenge (MUCH) প্রকল্পের আওতায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ৬টি গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

**পটভূমি:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ করে খাদ্য মন্ত্রণালয় কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন, ডকুমেন্টেশন ও সারসংক্ষেপ আকারে অপরাপর সংস্থা ও জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাচ্ছে। সাংবিধানিক অঙ্গীকার, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে পরিমিত, নিরাপদ এবংপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। মানুষের নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব সকল নাগরিকের খাদ্যের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। সরকারের কার্যবিধি অনুযায়ী জাতির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। এতদ্ব্যতিত, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ। রাষ্ট্রীয়ভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু হয় গত শতাব্দির চল্লিশের দশকে। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা মফস্বল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সাপ্লাই নামে খাদ্য বিভাগ কর্মকান্ড পরিচালিত করে। ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে সিভিল সাপ্লাই বিভাগ অবলুপ্ত করা হয়। তাতে করে দেশে খাদ্যের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯৫৬ সালে খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সিভিল সাপ্লাইয়ের অনুরূপ খাদ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে নামকরণ করা হয় খাদ্য ও বেসরকারি সরবরাহ মন্ত্রণালয়।

৬ মে ২০০৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় নামে নামকরণ করা হয়। ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে ‘খাদ্য বিভাগ’ এবং ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ’ নামে দুটি বিভাগে রূপান্তর করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে দুটি বিভাগকে আলাদা করে দুটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃস্টি করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয় আত্মপ্রকাশের পর থেকেই জনগণের খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে আসছে।

'রুলস অফ বিজনেস' অনুসারে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূলত দায়িত্ব হচ্ছে দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশল প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন, নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি, খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দেশের খাদ্যশস্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, খাদ্যশস্য (চাল-গমসহ দানা জাতীয় শস্য) সংগ্রহ ও বিতরণ, রেশনিংব্যবস্থাপনা, আমদানি ও রপ্তানিকৃত খাদ্যশস্যের পরিদর্শন ওবিশ্লেষণ এবং গুণগতমান পর্যবেক্ষণ, সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সংগ্রহ ও বিতরণ, মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, খাদ্যশস্যের চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুদ রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যশস্যের বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যশস্যের পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ এবং নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর সফল বাস্তবায়ন।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সরকার ২০১৩ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। উক্ত আইনের আওতায় ২০১৫ সালে সরকার "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠা করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত আইন সফলভাবে বাস্তাবয়নের লক্ষে আইনের আওতায় ১০টি বিধিমালা ও প্রবিধানমালা ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষে জেলা পর্যায় অফিস স্থাপনের জন্য জনবল কাঠামো অনুমোদন করে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে।

**রূপকল্প (Vision):**

**সবার জন্য পর্যাপ্ত , নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য**

**অভিলক্ষ্য (Mission):**

**সমন্বিত নীতি কৌশল এবং সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবার জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।**

**কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):**

**১.৩.১ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

১. খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুদ এবং কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য নিশ্চিতকরণ;
২. দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনসাধারণের (বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের) জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা সহজলভ্যকরণ;
৩. নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন;
৪. খাদ্যনীতি, কৌশল ও ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
৫. খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ।

## কার্যাবলি (Functions)

১. দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশল প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন
২. নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
৩. সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি এবং আমদানি-রপ্তানিকৃত খাদ্যশস্যের পরিদর্শন ও বিশ্লেষণ এবং গুণগতমান পর্যবেক্ষণ;
৪. খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৫. সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের (চাল-গমসহ দানা জাতীয় শস্য) সংগ্রহ, বিতরণ ও রেশনিং ব্যবস্থাপনা;
৬. সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের চলাচল, সংরক্ষণ ও মজুদ রক্ষণাবেক্ষণ;
৭. দেশের খাদ্যশস্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ;
৮. সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সংগ্রহ ও বিতরণ মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন;
৯. খাদ্যশস্যের বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা;
১০. খাদ্যশস্যের পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ;
১১. নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ বাস্তবায়ন।

**মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব**

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ Allocation of Business অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পণ করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রধানত খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিগত সহায়তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সমন্বয় সাধন ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

Allocation of Business অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলি:

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশল প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন;
- জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন;
- নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের উৎসাহ মূল্য প্রদান এবং ভোক্তাদের মূল্য সহায়তা প্রদানের জন্য ধান, চাল, গম, ভুট্টা সরাসরি ক্রয়, মজুদ এবং পিএফডিএস এর মাধ্যমে বণ্টন;
- আমদানি ও রপ্তানিকৃত খাদ্যশস্যের গুণগত মান ও আদর্শ বজায় রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের উৎসাহিতকরণ;
- বেসরকারি খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের বাজার অবকাঠামো সুবিধা প্রদান;
- খাদ্য উৎপাদন, খাদ্যের সহজ লভ্যতা (availability), খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) এবং খাদ্যের মজুদ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথ্যের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা;
- খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ;
- বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার ও কারিগরি সার্ভিস এর কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক কর্মকান্ড তদারকি এবং মূল্যায়ন;
- খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ;
- খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ;
- খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ;
- রেশনিং ব্যবস্থাপনা;
- খাদ্য গুদাম নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন;
- খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ;
- মজুদ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা;
- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর সফল বাস্তবায়ন।

## খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলি

**প্রশাসন অনুবিভাগ:**

**ক. প্রশাসন-১ অধিশাখা:** ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রশাসন-১ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যবলি নিম্নরূপ:
(i) **অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখা:**

**মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কাজ:** অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখা হতে মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের জনবল ব্যবস্থাপনা, নিয়োগ ও পদোন্নতি, বদলী/পদায়ন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, শৃঙ্খলা, ছুটি নগদায়ন, অবসর, পেনশন ও জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত বিষয়াদির নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদন করা হয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখাসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন এ অনুবিভাগ হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে এ শাখার সম্পাদিত **গুরুত্বপূর্ণ / উল্লেখযোগ্য** কার্যাবলি নিম্নরূপ:

**(১)। পদোন্নতি ও সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদ পূরণ:**
**(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ:** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১ জনকে "গবেষণা কর্মকর্তা" পদ হতে "সহযোগী গবেষণা পরিচালক" পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। এছাড়া ১ জনকে "অফিস সহায়ক" পদ হতে "অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষারিক" এবং ১ জনকে "অফিস সহায়ক" পদ হতে "দপ্তরী" পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

**(খ) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ:** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৯ম গ্রেডে ৫ জন (গবেষণা কর্মকর্তা ৩ জন, ডকুমেন্টেশন অফিসার ১ জন এবং সহকারী প্রোগ্রামার ১ জন) কে এবং ১০ম গ্রেডে ৩ জন (প্রশাসনিক কর্মকর্তা) কে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়।

**(গ) শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ:** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ৪টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১টি এবং অফিস সহায়ক ৫টি মোট ১০টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

**(ঘ) শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত পিএসসিতে চাহিদাপত্র প্রেরণ:** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত নেটওয়ার্ক ম্যানেজার ১টি, ডাটাবেজ ম্যানেজার ১টি, সহ: মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার ১টি ও সহকারী প্রোগ্রামার ১টি মোট ৪টি এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১টি সর্বমোট ০৫টি পদে নিয়োগের নিমিত্তে পিএসসিতে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়।

**২। মানবসম্পদ উন্নয়ন :**
**(ক) ইন-হাউস প্রশিক্ষণ:** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত মোট ১৪১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৫৮৫৯ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**(খ) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ১০-২০ তম গ্রেডের মোট ৭৫ জনকে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিয়াম ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার এ ৩টি ব্যাচে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৩০০০ ঘন্টা সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া আরপিএটিসি, ঢাকায় ১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ১১৫২ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ৬ জন অফিস সহায়ক-কে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতির নিমিত্ত কম্পিউটার বিষয়ক দক্ষতা অর্জনের জন্য বেনবেইস'এ ৪৩২ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**(গ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ৯ম গ্রেডভুক্ত ও তদুর্দ্ধ পর্যায়ের মোট ৪০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে আমেরিকা, কানাডা, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং থাইল্যান্ডে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৩৫১২ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

**৩। পিআরএল মুঞ্জুর ও ছুটি নগদায়ন:** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের মোট ২ জনকে পিআরএল মুঞ্জুর ও ছুটি নগদায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়।

**৪। পেনশন প্রদান :** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের মোট ১১ জনকে ব্যক্তিগত পেনশন ও পারিবারিক পেনশন প্রদান করা হয়।

**৫। ই-নথি ব্যবস্থাপনা :** খাদ্য মন্ত্রণালয়ে APA এর লক্ষমাত্রা অর্জন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এ শাখা হতে ই-নথিতে ৪৭০ টি এবং হার্ড ফাইলে ৫৪৪ টি পত্র জারী করা হয়।

(ii) **অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-২ শাখা:** অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-২ শাখা হতে মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল, ভবিষ্য তহবিল, বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারের সদস্য ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ও তথ্য প্রেরণ, গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরি, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে কর্মরতদের বাসা বরাদ্দসহ নানাবিধ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিগত ০১.০৭.২০১৯ হতে ৩০.০৬.২০২০ তারিখ পর্যন্ত সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের তথ্য নিম্নরূপ:

| ক্র: নং | কাজের বিবরণ | সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে বরাদ্দকৃত ১০.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি | ২১৭ জন ও ১টি প্রতিষ্ঠান | মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ১ টি প্রতিষ্ঠান ও ২১৭ জন গরীব ও দুঃস্থ অসহায় ব্যক্তিকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; |
| ২ | মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত বাসা খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মরতদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান | ২১৭ জন ও ১টি প্রতিষ্ঠান | খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরতদের অনুকূলে ১১টি বাসা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; |
| ৩ | ই নথিতে পত্র জারি | ৮৪% | ই নথিতে দ্রুততম গতিতে কার্যক্রম নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থবছরে মোট ৬৫টি পত্র ই নথিতে জারি করা হয়েছে। |

**খ. প্রশাসন-২ অধিশাখা:** ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রশাসন-২ অধিশাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

| ক্র: নং | কাজের বিবরণ | সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি | ১১ জন | |
| ২ | খাদ্য অধিদপ্তরে ৯ম গ্রেড ও তদুর্দ্ধ পর্যায়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে কর্মরতদের অবসর উত্তর ছুটি প্রদান ও লাম্প এমাউন্ট মঞ্জুরি | ৩৮ জন | |
| ৩ | খাদ্য অধিদপ্তরে ৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ পর্যায়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে কর্মরতদের পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরি | ৩৬ জন | |
| ৪ | খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক পদে বদলী/পদায়ন | ৩৫ জন | |
| ৫ | খাদ্য অধিদপ্তরে ৯ম গ্রেড ও তদুর্দ্ধ পর্যায়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে কর্মরতদের অর্জিত (বহি:বাংলাদেশ) ছুটি মঞ্জুরি | ৫১ জন | |
| ৬ | খাদ্য অধিদপ্তরে ৯ম গ্রেড ও তদুর্দ্ধ পর্যায়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে কর্মরতদের বকেয়া টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড/উচ্চতর গ্রেড মঞ্জুরি | ০১ জন | |
| ৭ | ৩৭তম বিসিএস এর মাধ্যমে (খাদ্য ক্যাডার) সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী পদে নিয়োগ প্রদান | ১ জন | |
| ৮ | ৩৭ তম বিসিএস এর মাধ্যমে (নন-ক্যাডার) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ প্রদান | ৪৬ জন | |
| ৯ | খাদ্য অধিদপ্তরের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান পদে পদোন্নতি প্রদান | ২৭ জন | |
| ১০ | খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ১টি পদ ৩য় থেকে ২য় গ্রেডে এবং পরিচালকের ৭টি পদ ৪র্থ হতে ৩য় গ্রেডে উন্নীতকরণ | ০৮ জন | |

**গ. সেবা অধিশাখা:** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় ষ্টেশনারী সামগ্রী নিয়মিত সরবরাহের পাশাপাশি অফিস কক্ষ বরাদ্দ ও সজ্জিতকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ব্যবস্থাপনা এ শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ০২ টি ল্যাপটপ, ১১ টি কম্পিউটার, ৬ টি প্রিন্টার এবং আইসিটি শাখার জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় পূর্বক সরবরাহ ও সংযোজন করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের টিওএন্ডইভুক্ত দীর্ঘ দিনের পুরাতন ১৪ (চৌদ্দ) টি গাড়ি অকেজো ঘোষণা করা হয়।

**ঘ. সমন্বয় ও সংসদ <u>অধিশাখায়</u>** <u>২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপ:</u>

- খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সংসদে ০৮টি প্রশ্নোত্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।তাছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদে **৮৬টি** প্রশ্নোত্তর ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ বিধি অনুযায়ী মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক পঠিত নোটিশের উপর মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর উত্তরমূলক সংক্ষিপ্ত লিখিত ০৩টি বিবৃতি প্রস্তুত করে জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির **০৩টি** সভার কার্যপত্র প্রস্তুতসহ সভা অনুষ্ঠানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০ সালের ১১তম জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা-২০১৯ প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

- অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ০৪টি কর্মশালা, ৪টি নৈতিকতা কমিটির সভা ও ০১টি অংশীজনের সভা অনুষ্ঠানসহ শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্বিক সমন্বয় করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- সচিব সভা ও মন্ত্রিপরিষদ সভায় খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অত্র অধিশাখা হতে সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ০৯টি সভা আহবান করে ০৭টি প্রতিশ্রুতি ও ১৯টি নির্দেশনা বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ এর সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রতিমাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
  সম্পাদিত মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রতিমাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিভাগীয় মামলা সংক্রন্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ৪টি প্রতিবেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এ অধিশাখা হতে প্রকাশ করা হয়েছে।
- অর্থ র্বছরে মোট ১২০টি পত্র ই নথিতে জারি করা হয়েছে।
- এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তর হতে বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্যাদি, মাসিক/ত্রৈমাষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ চাহিত তথ্যাদি অত্র অধিশাখা হতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

**ঙ. তদন্ত শাখা:** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত শাখায় মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত সকল প্রকার অভিযোগ বিষয়ে, খাদ্য সংগ্রহ/ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগ বিষয়ে বা অন্য যে কোনভাবে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের তদন্ত পরিচালনা করা হয়। সাধারণত অভিযোগগুলো অনলাইনে অথবা ডাকযোগে পাওয়া যায়। জুন/১৯ হতে জুলাই/২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তির সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নবর্ণিত "ছকে" দেয়া হ'ল:

| মাসের নাম | প্রাপ্ত অভিযোগ | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ |
|---|---|---|
| জুলাই/১৯ | ০৪টি | ২টি |
| আগস্ট/১৯ | ০৩টি | এ মাসে কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়নি |
| সেপ্টেম্বর/১৯ | ০৬টি | ৬ |
| অক্টোবর/১৯ | ০২টি | ৮ |
| নভেম্বর/১৯ | ০৩টি | ৩ |
| ডিসেম্বর/১৯ | ০৬টি | ৬ |
| জানুয়ারি/২০ | ০৪টি | ৩ |
| ফেব্রুয়ারি/২০ | ০৬টি | ২ |
| মার্চ-জুন/২০ | এ সময়ে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি | এ মাসে কোন অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়নি |
| মোট | ৩৪ | ৩০ |

জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা ৩৪টি, নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩০টি এবং অনিষ্পন্ন রয়েছে ০৪টি।

**আইসিটি সেল:** সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলে নিম্নরূপ কার্যবালি সম্পাদন করা হয়েছে:

- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে;
- মোট ১২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই ফাইলিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৮৩১টি ই পত্র জারী করা হয়েছে;

- তিনটি ইজিপি টেন্ডারের মাধ্যমে ১১টি কম্পিউটার ও ৬টি প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে;
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ACR Digitization (Development of Annual Confidential Report Management System) চালু করা হয়েছে। বর্ণিত সিস্টেমের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের (১ম থেকে ১৬তম গ্রেডের) কর্মকর্তা/কর্মচারী Online এ তাঁর বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন দাখিল করতে পারবেন। এ সিস্টেম থেকে পদোন্নতি বা যে কোন প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের নোটিশে যে কোন ধরনের রিপোর্ট প্রস্তুত করা যাবে। সিস্টেমটি ব্যবহারের জন্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ৯৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ল্যাব ACR Digitization বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কয়েকজন কর্মকর্তা

## বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনাঃ

**রূপকল্প** (Vision): সবার জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য।

**অভিলক্ষ্য** (Mission): সমন্বিত নীতি কৌশল এবং সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবার জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

বিগত ২৩.০৭.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ স্বাক্ষরিত হয়।

**চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:**

১. খাদ্যনীতি, কৌশল ও ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
২. কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যশস্যের নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা;
৩. নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন;
৪. সামাজিক নিরাপত্তা খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ জোরদারকরণ;
৫. খাদ্য সংরক্ষণাগার আধুনিকায়ন ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
৬. খাদ্যশস্যের (ধান, চাল ও গম) বাজারমূল্য স্থিতিশীল ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।

**আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:**

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
২. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ; এবং
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মোট ৭৩ (তিয়াত্তর)টি কর্মসম্পাদন সূচক গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ৫৮টি সূচকে পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে, ৯টি সূচকে আংশিক এবং ৬টি সূচকে কোন পয়েন্ট অর্জন করেনি। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ৯৫.৬৩ নম্বর অর্জন করে।

অপরদিকে গত ১২.০৬.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ স্বাক্ষরিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক মূল্যায়নে ৮৬.১৬ নম্বর অর্জন করে। এছাড়া,গত ১২.০৬.২০১৯ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় এর সাথে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ স্বাক্ষরিত হয় এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক মূল্যায়নে ৮৭.৫৫ নম্বর অর্জন করে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট এপিএ বাস্তবায়ন কমিটি রয়েছে।

**শুদ্ধাচারঃ**

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ৯৭.৩৪% নম্বর অর্জিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত মূল্যায়ন চলমান আছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১-১০ম গ্রেডভুক্ত ক্যাটাগরিতে ০১ (এক) জন জনাব মোঃমোবারক হোসেন, সহকারী প্রোগ্রামার এবং ১১-২০ গ্রেডভূক্ত ক্যাটাগরীতে ০১ (এক) জন জনাব মোঃজহিরুল ইসলাম, অফিস সহায়ক-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

**পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ:** বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা ২০২১ সালের মধ্যে ২৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং রূপকল্প ২০২১ এর সাথে সমন্বয় করে দেশে আধুনিক খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর ফলে বর্তমানে দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের বিদ্যমান ধারণক্ষমতা প্রায় ২১.৮০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে আরও প্রায় ৬.০০ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পবাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), রূপকল্প ২০৪১ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (প্রণয়নাধীন) অনুযায়ী খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন এবং বিদ্যমান খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ:**

**ক. অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা:** অর্থবছরে বোরো-২০১৯ সংগ্রহ মৌসুমে ৩,৯৯,৮৬২ মে.টন ধান, ৯,৯৯,৯৮৭ মে.টন সিদ্ধ চাল, ১,৪৯,৯৯০ মে.টন আতপ চাল এবং ৪৪,১৫৮ মে.টন গম সংগ্রহ করা হয় যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ। এছাড়া আমন-২০২০ সংগ্রহ মৌসুমে ৬,২৬,৫৫৭ মে.টন ধান, ৩,৩৭,৪০৭ মে.টন সিদ্ধ চাল এবং ৪৩,৪০১ মে.টন আতপ চাল সংগ্রহ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ। কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভায় বোর-২০২০ সংগ্রহ মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ ১১,৫০,০০০ মে. টন চাল এবং ৮,০০,০০০ মে. টন ধান ও ৭৫,০০০ মে. টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে কৃষকগণ স্মরণকালের মধ্যে ধানের নায্য মূল্য পাচ্ছেন।

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযান সফল করতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব খাদ্য গুদাম পরিদর্শন।

**খ. সরবরাহ-১ শাখা:**

**১।** জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খসড়া কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনার লক্ষ্যে "খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা" ক্লাস্টারভুক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ৯(নয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সভা ৩(তিন) মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে সকল সদস্য মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি এ শাখা হতে মনিটরিং করা হয়।

০২। স্বল্প মূল্যে রেশনঃ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ওএমএস, এলইআই (চা- বাগানের শ্রমিক), সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশবাহিনী, বিজিবি, আনসার, জেলখানা, ক্যাডেট কলেজে স্বল্প মূল্যে রেশন প্রদান অনুমোদন করা হয়।

৩। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ৫০ লাখ হতদিরদ্র পরিবারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং বছরে কর্মাভাবকালীন ৬ মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর এবং মার্চ, এপ্রিল ও জুন মাসে প্রতিকেজি ১০/- টাকা মূল্যে প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৮,৮৬,৮৯৯ লাখ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ২৪টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে তা ১০০টি উপজেলায় উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পুষ্টিচাল বিষয়ক সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম আরো ৫০টি উপজেলায় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটি পুষ্টিচাল সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বয় এ শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

৪। খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস)ঃ এ কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্যের বাজারমূল্যের উর্দ্ধগতির প্রবণতা রোধ এবং নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠিকে মূল্য সহায়তা প্রদানের জন্য ওএমএস কর্মসূচীতে চাল ও আটা বিক্রয় করা হয়। এটিও মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মসূচী। বর্তমানে ওএমএস কর্মসূচীতে ৩০ টাকা কেজি দরে চাল এবং ১৮ টাকা কেজি দরে আটা বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রম ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৬৯,৮০৬ মে. টন চাল বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়। ময়দা মিলের মাধ্যমে গম ভাঙ্গিয়ে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় করা হয়ে থাকে । এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলা শহর পর্যায়ে আটা বিক্রয় করা হয়।

০৫। করোনা পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গত এপ্রিল, মে এবং জুন/২০২০ মাসে বিশেষ ওএমএস কার্যক্রমে প্রতি কেজি ১০/- (দশ) টাকা দরে চাল বিক্রি করা হয়েছে। বর্ণিত ০৩ মাসে প্রায় ২১ লক্ষ কার্ডের মাধ্যমে মোট প্রায় ৬৮ হাজার মে.টন চাল দেশের সকল সিটি করপোরেশন ও পৌর এলাকায় দু:স্থ ও অতি দরিদ্রের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

০৬। ময়দা মিল তালিকাভূক্তি ও পেষণ ক্ষমতা নির্ধারণঃ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৫টি ময়দাকলের তালিকাভূক্তির অনুমোদন করা হয় এবং মিলের বিপরীতে গম বরাদ্দ দেয়া হয়।

**ঘ. সরবরাহ-২ শাখা**: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরবরাহ-২ শাখা উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপ:
১) খুলনা জেলার রুপসা উপজেলাধীন আলাইপুর এলএসডিতে নতুন গুদাম নির্মাণ করার লক্ষ্যে ১.৮৩ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন।

২) খুলনা ও মহেশ্বরপাশা সিএসিড'র রেল সাইডিং মেরামত কাজ বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী এর মাধ্যমে অর্পিত ক্রয়কার্য হিসেবে সম্পন্ন করার প্রশাসনিক অনুমোদন।

৩) খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন এলএসডি/সিএসিড/সাইলোতে ব্যবহারের জন্য ১০০০ টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র (Moisture Meter) সরাসির ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণে ক্রয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন।

৪) রাজবাড়ী জেলার নবগঠিত কালুখালী উপজেলায় খাদ্য গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ০.৯১ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন।

৫) চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ ও মোংলা সাইলোর জন্য রাবার কনভেয়ার বেল্ট ও বাকেট এলিভেটর বেল্ট ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন।
৬) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন চট্টগ্রাম সাইলো জেটিতে স্থাপনের লক্ষ্যে ঘন্টায় ২০০ মে. টন খালাস ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ (এক) টি নতুন Rail Mounted Mobile Pneumatic Ship Unloader এবং উক্ত সাইলোতে ভিগ্যান-১ আনলোডার আপগ্রেডেশন এর জন্য Spareparts/components/Units সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণে ক্রয়ের প্রশাসিনক ও আর্থিক অনুমোদন।
৭) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন গুদামে খামালজাতকরণের উদ্দেশ্যে উন্নতমানের সিজনকৃত গর্জন কাঠের তৈরি ২ মি.x১ মি. সাইজের ডানেজ বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) পিস ডানেজ সর্বমোট ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকায় ক্রয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন।

৮) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঝালকাঠি দপ্তরের অফিস, বাসভবন ও পরিদর্শন বাংলো নির্মাণের লক্ষ্যে ১.০০ (এক) একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন।

৯) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলায় ৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে ১.০০ (এক) একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন।

১০) ৫০ কেজি ও ৩০ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৯,০০,০০,০০০ (নয় কোটি) পিস ( ৫০ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৪,১০,০০,০০০ পিস ও ৩০ কেজি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৪,৯০,০০,০০০ পিস) নতুন বস্তা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন।
১১) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন এলএসডি/সিএসডি/সাইলোত ব্যবহারের জন্য ১,০০০ (এক হাজার) পিস গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়ের আর্থিক অনুমোদন প্রদান।

১২) খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলায় নতুন গুদাম নির্মাণের লক্ষ্যে ১.৫১ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন।
১৩) বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে "অর্পিত ক্রয়কার্য" হিসেবে দেওয়ানহাট সিএসডি ও চট্টগ্রাম সাইলো এর রেল সাইডিং মেরামত ও সংস্কার কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন।

## বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ:

এ অনুবিভাগ বাজেট ব্যবস্থাপনায় সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (Mid-Term Budgetary Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় কাজ করছে। তাছাড়া উপযোজনের স্বীকৃতি, পুন:উপযোজন, খাদ্য অধিদপ্তরের অনুকূলে অর্থ ছাড়সহ যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে একজন যুগ্ম সচিব/অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে বাজেট অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট প্রণয়ন, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নে ও সংশোধিত বাজেট

প্রণয়নে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মোট ০৫টি বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা এবং অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং গ্রুপের ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**নিরীক্ষা :**

সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্য ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহি: নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা মূলত: খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে একজন অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বহি: নিরীক্ষা বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন দপ্তর যথা বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সিভিল অডিট অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও বহি: অডিট আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তির/তদারকির কাজ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বাজেট ও অডিট এর নেতৃত্বে (উইং প্রধান) অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কাজ হয়ে থাকে।

**অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা :**

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশের নিরীক্ষা কার্যক্রম শুধু বহি:নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ের বহি:নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রধানত: স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে।

**অডিট আপত্তি :**

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। অডিট কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের পর মাঠ পর্যায় হতে এর ব্রডশীট জবাব খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ হয়। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম শ্রেণিভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মূখ্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (Principal Accounting Officer) তথা মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপর জারি হয় এবং উক্ত আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে এনে মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। অগ্রিম, খসড়া ও সংকলণভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নরুপ :

**অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)**

| ক্র. নং | মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ |
| ১ | খাদ্য মন্ত্রণালয় | ১ | ৪০১৬৫৭ | - | - | - | ১ | ৪০১৬৫৭ |
| ২ | খাদ্য অধিদপ্তর | ১৮৩৮৬ | ৪৭১৮৬৬০০০০০ | ৩৯ | ৮৭১ | ৭০৫২০০০০০ | ১৭৫১৫ | ৪৬৪৮১৪০০০০০ |
| ৩ | বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ | ১৭ | ২১২৮১২০০৪ | ১৪ | - | - | ১৭ | ২১২৮১২০০৪ |

**দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি :**

**দ্বি-পক্ষীয় সভা :**

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন আঠারো হাজার আপত্তির অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এ ধরনের আপত্তিসমূহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সবোর্চ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ৭ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সভাপতিত্বে নিয়মিতভাবে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ শ্রেণির নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ চলছে।

**ত্রি-পক্ষীয় সভা :**

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

**আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর দপ্তরের জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্য**

| দ্বি-পক্ষীয় সভা | | | ত্রি-পক্ষীয় সভা | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সভা | আলোচিত আপত্তির | সুপারিশকৃত আপত্তির সংখ্যা | সভা | আলোচিত আপত্তির সংখ্যা | সুপারিশকৃত আপত্তির সংখ্যা | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | | | | | |
| ৩৫ | ৭৮০ | ৬২৮ | ১৩ | ২৬৩ | ২০২ | |

**ক.অডিট-১ ও ২শাখা: ২০১৯-২০ অর্থবছরে অডিট-১ ও ২ শাখার সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো;-**

| ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
| **০১.** | খাদ্য অধিদপ্তর | ১৮,১৫৭ | ৪,৩১৪.৮৮ | ৩৯ | ৮৭১ | ৭০.৫২ | ১৭,৫১৫ | ৪,৬৪৮.১৪ |
| | বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ | ১৭ | ২১.২৮ | ১৪ | ১৪ | ১৯.৯৪ | ৩ | ১.৩৪ |
| **সর্বমোট** | | ১৮,১৭৪ | ৪,৩৩৬.১৬/ | ৫৩ | ৮৮৫ | ৯০.৪৬/ | ১৭,৫১৮ | ৪,৬৪৯.৪৮/ |

**খ. হিসাব শাখা:** ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে হিসাব শাখার গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপ:

১। মন্ত্রণালয়ের ৮৩ জন (১ম ও ২য় শ্রেণি) কর্মকর্তার বেতন প্রদানে সহায়তা ও ৫০ জন কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদির আয়ন ও ব্যয়ন এর দায়িত্ব পালন করা হয়েছে;

২। মন্ত্রণালয়ের ৫০ জন কর্মচারীর ডিসেম্বর/১৯ হতে অন-লাইনে বেতন নির্ধারণ, প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;

৩। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বৈদেশিক ভ্রমণ বিল, অভ্যন্তরীন ভ্রমণ বিল,আনুষাঙ্গিক বিল, আপ্যায়ন বিলসহ অন্যান্য সকল বিল প্রস্তুত করণ, প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;

৪। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বিলের হিসাব সংরক্ষণ ও সংকলন, ক্যাশ বই ও অন্যান্য রেজিষ্টার লিখন, প্রত্যয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;

৫। মন্ত্রণালয়ের ৫০ জন কর্মচারীর চাকরী বই লিখন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে;

৬। মন্ত্রণালয়ের ৫০ জন কর্মচারীর ছুটির হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে;

৭। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ২টি অডিট আপত্তির জবাব প্রদান করা হয়েছে;

৮। প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তার (সিএও) এর দপ্তরের সঙ্গে হিসাবের সংগতিসাধনসহ হিসাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয়াবলি সম্পাদন করা হয়েছে;

৯। গেজেটেড/নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়েছে।

## আইন কোষ:

ক) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩১২৯/২০১৯, ৬৪৯১/২০১৭ ২টি রীটমামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে;

খ) ২৭ টি রীট পিটিশন এবং ০৪ টি এটি মামলা এর জবাব প্রস্তুত করে সলিসিটর উইং এ প্রেরণ করা হয়েছে;

(গ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২টি গুরুত্বপূর্ণ The food (special courts) Act-1956, এবং Food Grains Supply ( Preventions of Prejudicial Activity) Ordinance-1979. আইন ২টি যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(ঘ) আরবিট্রেশন মিস কেইস নং ৫৫৭/২০১৩ মামলা পরিচালনায় আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে;

(ঙ) নিম্নলিখিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি, নীতিমালাসমূহে মতামত প্রদান করা হয়েছে;

(১) খসড়া "জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা-২০১৯;
(২) খসড়া 'বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৯;
(৩) প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ কৃষি জিনোমিক্স ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯;
(৪) সররকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড্রোন (Drone)নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা-২০১৯;
(৫) "ভূমির ব্যবহারস্বত্ব গ্রহণ আইন, ২০২০

(৬) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধিত) আইন, ২০১৯;
(৭) সংশোধিত "বালাইনাশক বিধিমালা" ।

## খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) এর কার্যাবলি:

## ১. খাদ্য পরিস্থিতি (২০১৯-২০)

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে টেকসইভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান তিনটি উপাদান/নিয়ামক যথা খাদ্যের প্রাপ্যতা (Food Availability), জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগ তথা ক্রয় ক্ষমতা (Access to Food) এবং পুষ্টি অবস্থার (Nutritional Status) উল্লেখযোগ্য উন্নয়নসাধিত হয়েছে যা অনুকরণীয়। পুষ্টিহীনতার প্রবণতা বা 'ক্ষুধা' পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত সূচকের হার ১৯৯৯-২০০১ সময়ে গড়ে ২০.৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-২০১৮ সময়ে গড়ে ১৪.৭% এ উপনীত হয়েছে। একইভাবে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার ২০০৪ সালে ৫১%, কৃশতার হার ১৫% এবং কম ওজনের শিশুর হার ৪৩% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে যথাক্রমে ৩১%, ৮% এবং ২২% হয়েছে (বিডিএইচএস ২০১৭-১৮, নিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)।

উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরও দেশে অপুষ্টিসহ খাদ্য নিরাপত্তায় কতিপয় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে; যেমন: জনসংখ্যা ও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ফলে কৃষি শ্রমিকের সংকট বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনশীলতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নগরায়ন বৃদ্ধির ফলে নগরবাসীর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বাজার শৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। এসব চ্যালেঞ্জকে হিসাবে নিয়ে দেশের আপামর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2) ২০১৬-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অগ্রযাত্রায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি ২০৩০) সাথে মিল রেখে বাংলাদেশ সরকার 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০' এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যা বিশেষত: অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিবছর জাতীয় খাদ্যনীতি কর্মপরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়ে থাকে। মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৯ প্রকাশ ও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং রিপোর্ট ২০২০ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

## ১.১ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতি:

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল সর্বমোট ৩৯৯.৬৯ লাখ মে. টন (চাল ৩৮৭.২৪ লাখ মে. টন এবং গম ১২.৪৫ লাখ মে. টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বি.বি.এস) চূড়ান্ত প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালের আকারে আউশ ২৭.৭৫ লাখ মে. টন, আমন ১৪০.৫৫ লাখ মে. টন, বোরো ১৯৫.৬১ লাখ মে.টন, সর্বমোট চালের আকারে ৩৬৩.৯১ লাখ মে.টন। অপরদিকে গমের উৎপাদন হয়েছে ১০.১৭ লাখ মে.টন । এ হিসাবে দেশে সর্বমোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৩৭৪.০৮ লাখ মে.টন।

### সারণী- অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদন

| চাল/গম | ২০১৯-২০ | | ২০১৮-১৯ | |
|---|---|---|---|---|
| | কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা | | বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত প্রাক্কলিত | |
| | আবাদ (লাখ হেক্টর) | উৎপাদন (লাখ মেঃ টন) | আবাদ (লাখ হেক্টর) | উৎপাদন (লাখ মেঃ টন) |
| আউশ | ১১.৫৩ | ২৯.৩০ | ১১.০৫ | ২৭.৭৫ |
| আমন | ৫৮.৭৯ | ১৫৩.৫৭ | ৫৬.২২ | ১৪০.৫৫ |
| বোরো | ৪৮.৬৬ | ২০৪.৩৭ | ৪৭.৮৮ | ১৯৫.৬১ |
| **মোট চাল** | **১১৮.৯৮** | **৩৮৭.২৪** | **১১৫.১৫** | **৩৬৩.৯১** |
| গম | ৩.৫১ | ১২.৪৫ | ৩.৩০ | ১০.১৭ |
| **মোটা খাদ্যশস্য (চাল ও গম)** | **১২২.৪৯** | **৩৯৯.৬৯** | **১১৮.৪৫** | **৩৭৪.০৮** |

সূত্রঃ ১) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।

২) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা ।

লেখচিত্র-৩.১: ২০১৯-২০ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে পাই চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

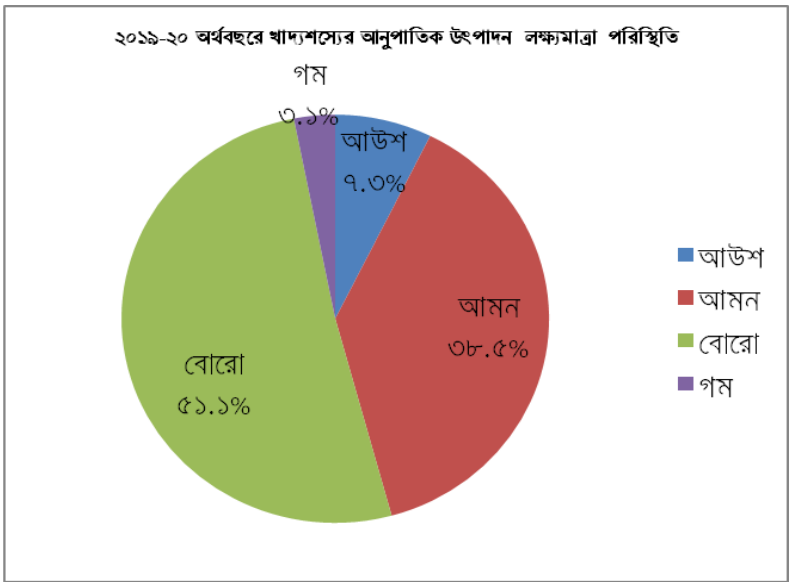


উৎস: কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা ।

## ১.২ খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি:

### ১.২.১ অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি;

২০১৯-২০ অর্থবছরে (জুলাই/২০১৯-জুন/২০২০) অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী জাতীয় গড় মূল্য জুলাই/২০১৯ এর তুলনায় জুন/২০২০ এ উভয় ক্ষেত্রেই যথাক্রমে ৩২.৯৭% ও ৩৯.৯৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই/২০১৯ হতে মার্চ/ ২০২০ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বাজারে মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী জাতীয় গড় মূল্য সহনীয় পর্যায়ে থাকলেও এপ্রিল /২০২০ মাস হতে COIVD-১৯ এর জন্য মূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং জুন /২০২০ পর্যন্ত এ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। অপরদিকে, জুলাই মাসে খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী মূল্য কিছুটা কম থাকলেও পরবর্তীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের চাল ও গমের জাতীয় গড় মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য নিচের সারণীদ্বয়ে দেখা যেতে পারে।

সারণী: মোটা চাল, গম ও আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

| মাসের নাম | মোটা চাল (টাকা/কেজি) | | গম (টাকা/কেজি) | | খোলা আটা (টাকা/কেজি) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | খুচরা | পাইকারী | খুচরা | পাইকারী | খুচরা | পাইকারী |
| জুলাই/১৯ | ২৯.০২ | ২৬.৫৬ | ২৬.৮০ | ২৪.২৪ | ২৬.৫১ | ২৪.০৫ |
| আগস্ট/১৯ | ২৮.৯৯ | ২৬.৫১ | ২৬.৮৭ | ২৪.২৪ | ২৬.৬৫ | ২৪.২১ |
| সেপ্টেম্বর/১৯ | ২৮.৮৮ | ২৬.৩৭ | ২৭.১৩ | ২৪.৭৫ | ২৭.১৬ | ২৪.৭৩ |
| অক্টোবর/১৯ | ২৮.২৪ | ২৫.৭৫ | ২৭.৬৪ | ২৪.৯৮ | ২৭.১৪ | ২৪.৬৯ |
| নভেম্বর/১৯ | ২৮.৫৯ | ২৬.০২ | ২৭.৯০ | ২৫.০৫ | ২৭.৩৯ | ২৫.৭০ |
| ডিসেম্বর/১৯ | ২৯.০৮ | ২৬.৫৮ | ২৭.৮৮ | ২৪.৮১ | ২৭.৩৮ | ২৫.০৯ |
| জানুয়ারি/২০ | ২৯.২০ | ২৬.৬৩ | ২৭.৯৪ | ২৪.৮৬ | ২৭.৬০ | ২৫.০৫ |
| ফেব্রুয়ারি/২০ | ৩০.৪৬ | ২৭.৭৬ | ২৭.৭৯ | ২৪..৮০ | ২৭.৪৮ | ২৪.৯৩ |
| মার্চ/ ২০ | ৩১.৪৬ | ২৯.০৮ | ২৭.৪৪ | ২৪.৫৩ | ২৭.২৩ | ২৪.৭২ |
| এপ্রিল /২০ | ৩৯.৮৯ | ৩৭.৩৩ | ২৮.৫৭ | ২৪.৯৬ | ২৭.৩২ | ২৪.৬৭ |
| মে /২০ | ৩৮.৪০ | ৩৬.০০ | ২৯.০০ | ২৭.৫০ | ২৭.৪০ | ২৪.৮৪ |
| জুন /২০ | ৩৮.৫৯ | ৩৭.১৭ | ২৯.০০ | ২৭.৪০ | ২৭.২৬ | ২৪.৮৩ |
| গড় | ৩১.৫৩ | ২৯.১০ | ২৭.৭৩ | ২৫.১ | ২৭.১৭ | ২৪.৭৪ |

সূত্র : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কৃষি মন্ত্রণালয়)। * এপ্রিল-জুন/২০২০ মাসের খুচরা ও পাইকারী জাতীয় গড় মূল্য সাময়িক হিসাবে

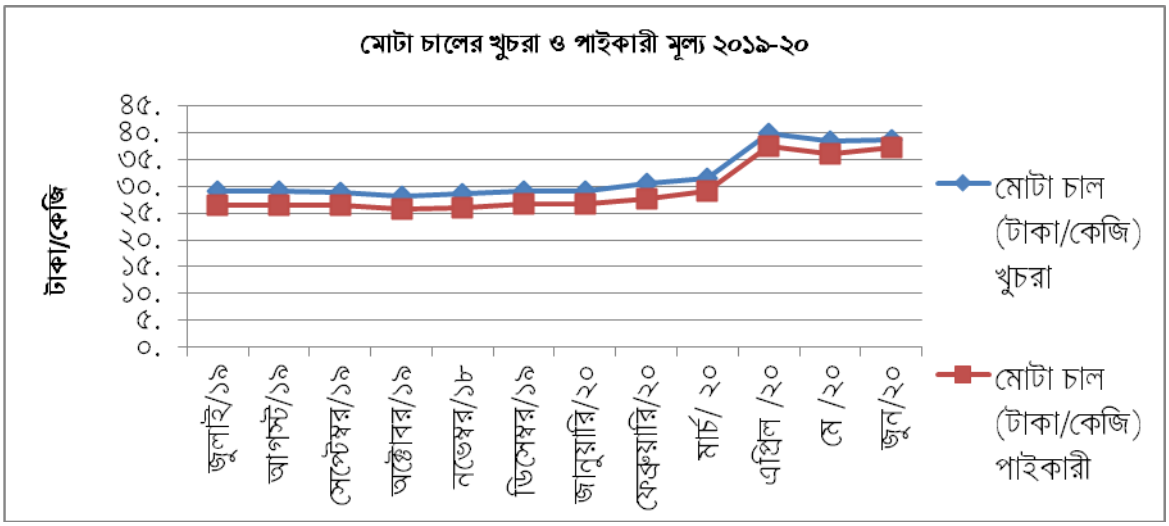


লেখচিত্র: মোটা চালের খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

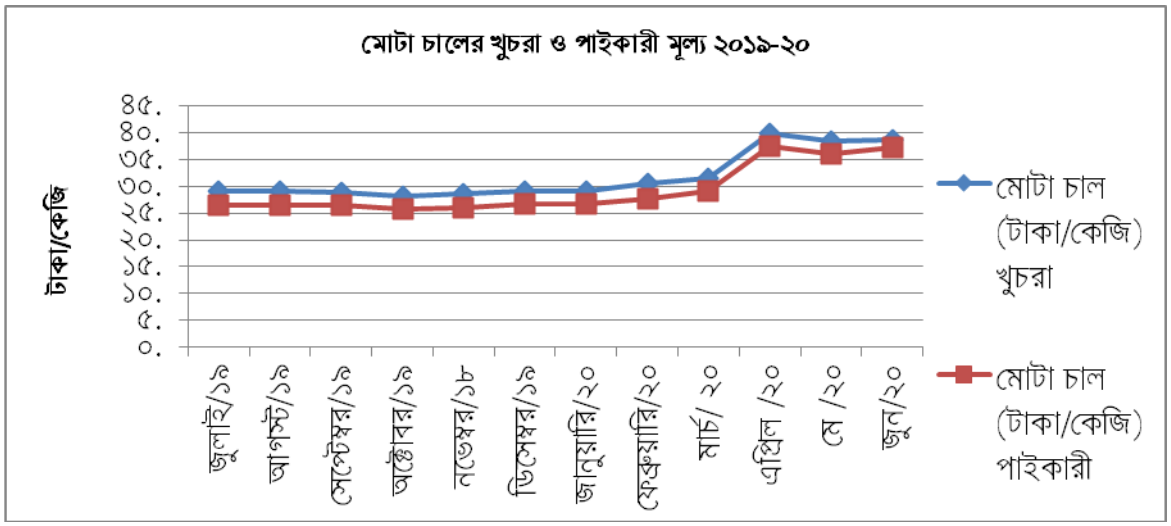


লেখচিত্র-: খোলা আটার খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে জাতীয় গড় মূল্য

## ১.২.২ আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি;

বিগত এক বছরে (জুলাই/১৯-জুন/২০) আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের রপ্তানি মূল্য রপ্তানিকারক দেশ ও প্রকারভেদে বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তবে ভারতীয় সিদ্ধ (৫% ভাঙ্গা) চালের মূল্য হ্রাস পেয়েছে। গত জুলাই/১৯ মাসের তুলনায় জুন/২০ মাসে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও পাকিস্তানে যথাক্রমে প্রায় ৩০%, ৩১% ও ২২% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতীয় সিদ্ধ (৫% ভাঙ্গা) চালের মূল্য ৩% হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের (লাল নরম গম) , ইউক্রেন ও রাশিয়ার গমের রপ্তানি (এফ.ও.বি) মূল্য যথাক্রমে প্রায় ০.৫০%,৫% ও ৭% হ্রাস পেয়েছে।

### সারণী : আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

| মাস | চাল (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য) | | | | গম (টন প্রতি মার্কিন ডলারে রপ্তানি মূল্য) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | থাই ৫% সিদ্ধ চাল (এফ.ও.বি ব্যাংকক) | ১৫% আতপ চাল (ভিয়েতনাম) | ৫% সিদ্ধ চাল (ভারত) | ৫% সিদ্ধ চাল (পাকিস্তান) | ইউএস নং-২ লাল নরম গম (এফওবি গালফ) | ইউক্রেনীয় মিলিং গম (এফওবি ব্ল্যাক সি) | রাশিয়ান মিলিং গম (এফওবি ব্ল্যাক সি) |
| জুলাই/১৯ | ৩৮৯ | ৩৩২ | ৩৮১ | ৩৮৬ | ২০২ | ১৯৭ | ১৯৫ |
| আগস্ট/১৯ | ৪০৬ | ৩৩৬ | ৩৭৬ | ৩৭৭ | ১৯৭ | ১৯৪ | ১৯৫ |
| সেপ্টেম্বর/১৯ | ৩৯৮ | ৩১৬ | ৩৭১ | ৩৯১ | ২০০ | ১৮৬ | ১৮৭ |
| অক্টোবর/১৯ | ৩৯১ | ৩৩৮ | ৩৬৪ | ৩৭৯ | ২১২ | ২০০ | ২০২ |
| নভেম্বর/১৯ | ৩৮৭ | ৩৪১ | ৩৬৩ | ৩৭২ | ২২৩ | ২০৭ | ২০৯ |
| ডিসেম্বর/১৯ | ৩৯৫ | ৩৪৪ | ৩৬৩ | ৩৭১ | ২৩৭ | ২১২ | ২১৫ |
| জানুয়ারি/২০ | ৪২৩ | ৩৪৪ | ৩৭১ | ৩৮৬ | ২৪৯ | ২২১ | ২২৪ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারি/২০ | ৪২৪ | ৩৬২ | ৩৭১ | ৩৯৬ | ২৪০ | ২১৯ | ২২১ |
| মার্চ/২০ | ৪৬৫ | ৩৯০ | ৩৬২ | ৪০৩ | ২২৭ | ২১০ | ২১২ |
| এপ্রিল/২০ | ৫৩৭ | ৪৪৭ | ৩৭৩ | ৪৫২ | ২২৯ | ২২৪ | ২২৬ |
| মে/২০ | ৪৯১ | ৪৫৬ | ৩৭৫ | ৪৪৭ | ২১২ | ২২৫ | ২২৭ |
| জুন/২০ | ৫০৭ | ৪৩৬ | ৩৬৯ | ৪৭১ | ২০৩ | ২০৭ | ২০৯ |
| গড় (২০১৯-২০) | ৪৩৪ | ৩৭০ | ৩৭০ | ৪০৩ | ২১৯ | ২০৯ | ২১০ |

সূত্র: Live Rice Index, www.fao.org and agrimarket.info

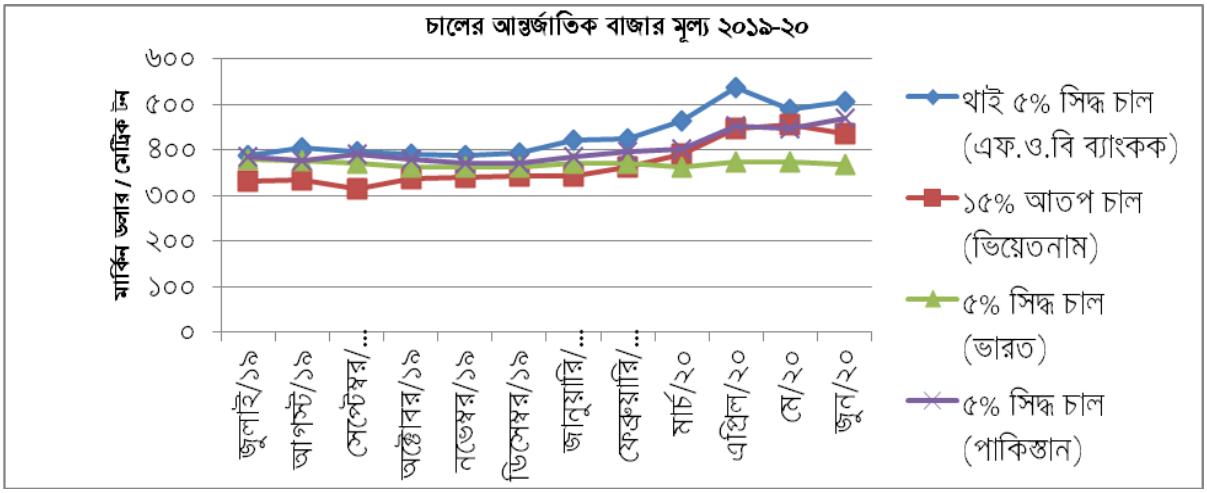


লেখচিত্র : চালের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

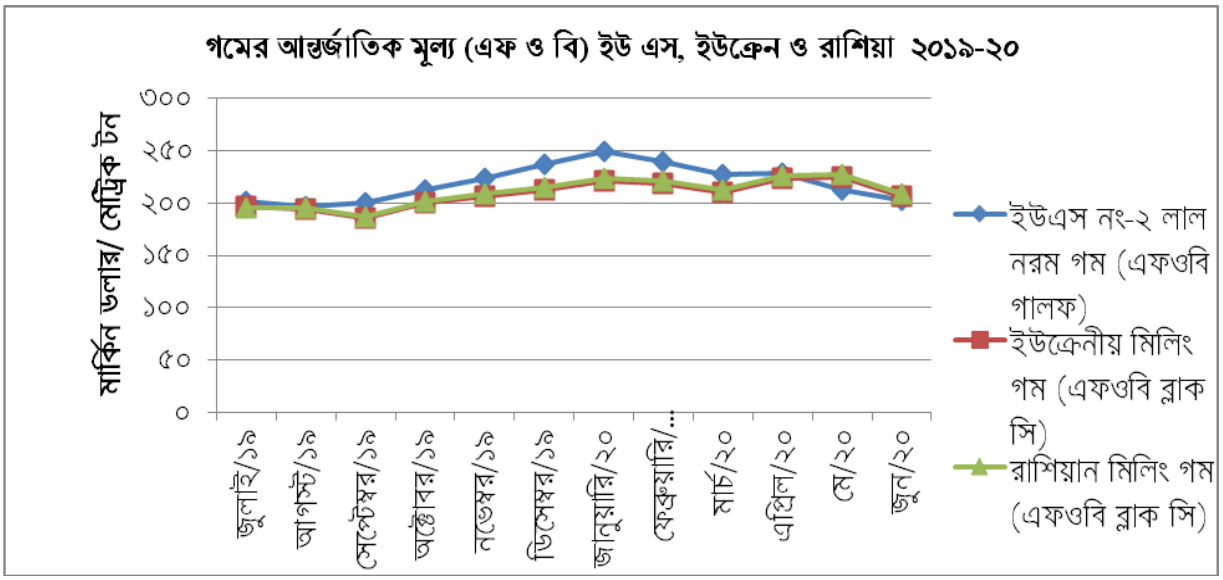


লেখচিত্র : গমের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে ধান ও গম উৎপাদনকারী দেশসমূহে অনুকূল আবহাওয়া, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি ও মূল্য সহনীয় মাত্রায় থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে ২০১৯-২০ অর্থবছরের গড় মূল্য পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যার প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও পড়েছিল।

## ১.৩ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা ও পুষ্টি পরিস্থিতি:

### ১.৩.১ খাদ্য ক্রয়-ক্ষমতা

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য বা Staple food এর মূল্য স্থিতিশীল থাকায় এবং দেশের মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবিএস থেকে প্রকাশিত হাউসহোল্ড ইনকাম এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ২০১০ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের দারিদ্রের হার ২০০৫ সালে ৪০% থেকে ২০১০ এ ৩১.৫% এ নেমে এসেছিল। বিবিএসের হাউসহোল্ড

ইনকাম এক্সপেন্ডিচার সার্ভে ২০১৬ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩%। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫% (বিবিএস এর প্রক্ষেপণ)। খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিসহ সরকারের নানা গণমুখী সময়োপযোগী এবং বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণের ফলে এ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে যেখানে ১ দিনের মজুরি দিয়ে ৪-৫ কেজি চাল কেনা যেত সেখানে ২০১৮ সালে ১ দিনের কৃষি মজুরি দিয়ে প্রায় ১১ কেজি মোটা চাল কেনা যায় (সূত্রঃ বিবিএস)।

### ১.৩.২ বাংলাদেশের অনুর্দ্ধ ৫ বয়সী শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি ;

খাদ্য নিরাপত্তার ৩টি ধাপের মধ্যে বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যের লভ্যতা এবং প্রাপ্যতার দিক দিয়ে অনেক উন্নতি লাভ করলেও খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার ও পুষ্টির দিক দিয়ে এখনো আরো উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের অনুর্দ্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুদের দীর্ঘমেয়াদী অপুষ্টি বা খর্বতার (stunting) হার ২০০৪ সনে ৫১% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ সনে ৩১% হয়েছে। কম ওজন (underweight) সম্পন্ন অনুর্দ্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুদের হার ২০০৪ সনে ৪৩% থেকে কমে ২০১৭-১৮ সনে ২২% এ নেমে এসেছে। এছাড়া অনুর্দ্ধ ৫ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী অপুষ্টি বা কৃশকায়তার (wasting) হার ২০০৪ সনে ১৫% থেকে কমে ২০১৭-১৮ সনে ৮% এ নেমে এসেছে। তবে এসডিজি টার্গেট অনুযায়ী অপুষ্টির হার আরো কম হওয়া উচিত।

ছক- বাংলাদেশের অনুর্দ্ধ ৫ বয়সী শিশুদের পুষ্টি পরিস্থিতি

| **সূচক** | **২০১৭-১৮** | **২০০৪** |
|---|---|---|
| খর্বতার (stunting) হার (%) | ৩১ | ৫১ |
| কম ওজন (underweight) এর হার (%) | ২২ | ৪৩ |
| কৃশকায়তার (wasting) হার (%) | ৮ | ১৫ |

সূত্রঃ বিডিএইচএস ২০১৭-১৮, নিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

## ২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম:

### ২.১ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী;

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভাপতি মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের সার্বিক খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও আমদানী), মজুদ, বিতরণ পরিস্থিতি, খাদ্যশস্যের মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
২০১৯-২০ অর্থবছরে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ হ'ল:

**৩১/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ**

- দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বাজার মূল্য সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- চালের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার হিসেবে চালভিত্তিক বিভিন্ন প্রসেসড ফুডের প্রচলন বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় /বিভাগের সমন্বিত প্রচেষ্টা নিতে হবে ।
- সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদস্তর সর্বদা সন্তোষজনক পর্যায়ে বজায় রাখা।
- চাল আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক কর হার বৃদ্ধির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হ'ল।
- দেশে ভুট্টার উৎপাদন ও আমদানির তথ্য খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) এর সভায় উপস্থাপন করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হ'ল।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারিভাবে আমন সংগ্রহ মৌসুমে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬.০০ লাখ মে. টন আমন ধান, ৩.৫০ লাখ মে. টন আমন সিদ্ধ চাল ও ৫০ হাজার মে. টন আমন আতপ চাল (সর্বমোট চালের আকারে ৮ লাখ মে. টন) সংগ্রহ করা হবে। তবে, খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয়তা/ বাস্তবতার নিরিখে আমন ফসল সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমন ধানের সরকারি সংগ্রহ মূল্য হবে কেজি প্রতি ২৬.০০ (ছাব্বিশ) টাকা, আমন সিদ্ধ চালের সরকারি সংগ্রহ মূল্য হবে কেজি প্রতি ৩৬ (ছত্রিশ) টাকা ও আমন আতপ চালের সরকারি সংগ্রহ মূল্য হবে কেজি প্রতি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা ।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমন ধানের সরকারি সংগ্রহ মূল্য হবে কেজি প্রতি ২৬.০০ (ছাব্বিশ) টাকা, আমন সিদ্ধ চালের সরকারি সংগ্রহ মূল্য হবে কেজি প্রতি ৩৬ (ছত্রিশ) টাকা ও আমন আতপ চালের সরকারি সংগ্রহ মূল্য হবে কেজি প্রতি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা ।

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমন ধান সংগ্রহের সময়সীমা হবে ২০ নভেম্বর, ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. এবং আমন চাল সংগ্রহের সময়সীমা হবে ০১ ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত। তবে, খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয়তার/ বাস্তবতার নিরিখে আমন ফসল সংগ্রহের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমন ধান সংগ্রহ কার্যক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয়/কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রকৃত কৃষকের তালিকা যাচাই করে উপজেলা সংগ্রহ কমিটি সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই জনসম্মুখে স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশ করবে। কোন এলাকায় সংগৃহীতব্য ধানের পরিমাণের তুলনায় কৃষকের সংখ্যা বেশি হলে লটারি করে প্রকৃত কৃষক বাছাই করা হবে। সরকারি সংগ্রহ কার্যক্রমে অধিক সংখ্যক কৃষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে আমন মৌসুমে যে সকল কৃষক ধান সরবরাহ করবেন তাঁদের চেয়ে অন্য সকল কৃষক বোরো মৌসুমে ধান সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।
- বিগত ২০১৯ সনের বোরো সংগ্রহ মৌসুমে বর্ধিত সময়সীমাসহ অতিরিক্ত ২.৫০ লাখ মে. টন বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হ'ল ।
- সরকার ঘোষিত "মুজিব বর্ষ" উপলক্ষে ২০২০ সালে ০৭ মাস ব্যাপী (মার্চ/২০ থেকে মে/২০ এবং সেপ্টেম্বর/২০ থেকে ডিসেম্বর/২০ সময়কালে) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে ।
- গ্রাম পুলিশ (চৌকিদার ও দফাদার) কে খাদ্যভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তামূলক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবার সমূহকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার পরামর্শ প্রদান করা হ'ল।

**৩০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ**

- দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বাজার মূল্য সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদস্তর সর্বদা সন্তোষজনক পর্যায়ে বজায় রাখা।
- খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০ সালে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৭৫ হাজার মে. টন গম সংগ্রহের পরিমাণ নির্ধারণ করার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হলো। তবে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় গম সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।
- খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০ সালে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গমের সরকারি সংগ্রহ মূল্য কেজি-প্রতি ২৮ (আটাশ) টাকা নির্ধারণ করার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হলো।
- খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০ সালে সরকারিভাবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গম সংগ্রহের সময়সীমা ১৫ এপ্রিল, ২০২০ থেকে ৩০ জুন , ২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারণ করার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হলো। তবে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় গম সংগ্রহের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে ।
- খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০ সালে বোরো ফসল থেকে ৮.০০ লাখ মে. টন বোরো ধান, ১০.০০ লাখ মে. টন বোরো সিদ্ধ চাল, ১.৫০ লাখ মে. টন বোরো আতপ চাল সংগ্রহের পরিমাণ নির্ধারণ করার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হলো। তবে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় বোরো (ধান/চাল) ফসল সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবে ।
- খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০ সালে বোরো ধানের সরকারি সংগ্রহ মূল্য কেজি-প্রতি ২৬ (ছাব্বিশ) টাকা, বোরো সিদ্ধ চালের সরকারি সংগ্রহ মূল্য কেজি-প্রতি ৩৬ (ছত্রিশ) টাকা এবং বোরো আতপ চালের সরকারি সংগ্রহ মূল্য কেজি-প্রতি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা নির্ধারণ করার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হলো ।
- বোরো ধান ২৬ এপ্রিল, ২০২০ থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ এবং বোরো চাল ০৭ মে/২০২০ ৩১ আগস্ট/২০২০ পর্যন্ত সংগ্রহের সময়সীমা খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণ করার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করে। তবে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় বোরো (ধান/চাল) ফসল সংগ্রহের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।
- কৃষি মন্ত্রণালয় ০৭.০৫.২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রকৃত কৃষকদের তালিকা জারী করবে।
- দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবার সমূহকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবটি অর্থ মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে পর্যালোচনা/মূল্যায়ন করবে।

## ২.২ খাদ্য নিরাপত্তায় দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2) মনিটরিং;

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার মত জটিল ও বহুমাত্রিক বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্বস্ব কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি উন্নয়নের জন্য পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2 2016-21) প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2 2016-21) এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (CIP2 2016-21) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০২০ (ইংরেজি সংস্করণ) মন্ত্রণালয়/এফপিএমইউ এর ওয়েব সাইটে (www.mofood.gov.bd/www.fpmu.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে।

### ২.৩ পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো;

যে সকল প্রতিষ্ঠান খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি তৈরি, পরিকল্পনা ও প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে জড়িত আছে যেমন, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি), থিমেটিক টিম (টিটি), খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ (FPWG) ইত্যাদি তাদেরকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। এফপিএমইউ প্রাথমিকভাবে থিমেটিক টিমের সভা এবং অনানুষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং তথ্য উপাত্ত বিনিময় শক্তিশালী করার কাজে নিযুক্ত থাকে।

উপরোল্লিখিত অবস্থায় 'খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ'-এর নির্দেশনায় থিমেটিক দলসমূহ জাতীয় খাদ্য নীতি কর্মপরিকল্পনা ও সিআইপি-২ মনিটরিং করে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা থেকে আর্থিক উপাত্ত এবং সিআইপি'র লক্ষ্য ও ফলাফল সূচকের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বার্ষিক মনিটরিং রিপোর্ট প্রণয়নে সহায়তা করে। এছাড়াও থিমেটিক টিমসমূহ অংশীদারদের নিয়ে পরামর্শমূলক সভার মাধ্যমে মনিটরিং রিপোর্টের খসড়া প্রণয়ন করে এবং এর ফলাফল পর্যালোচনা করে থাকে। এই সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকরীভাবে সমন্বয় এবং সফলভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করার একটি সুন্দর পদ্ধতি হিসেবে এটি (এফপিএমইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

### ২.৪ নীতি উন্নয়ন কর্মসূচি;

নতুনভাবে ও দ্রুত জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ এফপিএমইউ-তে নেয়া হয়েছে। প্রথমেই বিভিন্ন পর্যায়ের ৭টি কমিটি (৫টি কারিগরি উপকমিটিসহ) করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে এতদসংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালা, কৌশলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা সমাপ্ত হয়েছে। কয়েকটি আন্ত:মন্ত্রণালয় বৈঠক, উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে বৈঠক এবং ৫টি কারিগরি উপকমিটির বৈঠকসহ ৭টি বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি ২০২০ এর খসড়া নিয়ে বিভাগীয় পরামর্শমূলক সভা করা হয়েছে। সর্বোপরি খাদ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করে উল্লিখিত নীতির খসড়া করা হয়েছে। খসড়া প্রণীত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। সকলের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০ এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

এফপিএমইউ-এর উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার কারণে থিমেটিক টিম (টিটি) সদস্যদের সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্তের সংগ্রহ নিশ্চিতকরণসহ মনিটরিং রিপোর্টের গুণগতমান এবং ব্যবহৃত আর্থিক তথ্য-উপাত্তের গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হচ্ছে। টিটি ও 'খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং 'খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ইস্যুতে কার্যকর মতবিনিময় এবং তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ কার্যক্রম' খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সঠিক গতি প্রকৃতি উপস্থাপনে ফলপ্রসূভাবে সহায়তা করে আসছে। এছাড়া, টিটি সদস্যদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ মনিটরিং ডাটাবেজ হালনাগাদকরণে সহায়তা করে, যা পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। টিটি সদস্যগণ সিআইপি-এর আর্থিক উপাত্তসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে সংগ্রহ করে যাচাই বাছাই-পূর্বক পরিবীক্ষণ কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে সরবরাহ করে আসছে। উপরন্তু, 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর আর্থিক তথ্য উপাত্ত পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের 'বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক 'প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন' -এর সাথে মিলিয়ে সত্যায়ন করা হয়।

## ৩. এফপিএমইউ (FPMU)-এর বর্ধিত ভূমিকা:

এফপিএমইউ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে বহুমুখী (multi-sectoral) নীতি পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তার অবস্থানকে অনেক শক্তিশালী করেছে। এর মধ্যে সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং নীতি প্রণয়ন বিষয়ক সহায়তা কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ে এফপিএমইউ-এর অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা-২। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তামূলক গভর্নেন্স প্রক্রিয়াসমূহ, যেমন: নব-প্রবর্তিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমে এফপিএমইউ নিয়মিতভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও এফপিএমইউ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে এসডিজি'র লক্ষ্য-২ "ক্ষুধা দূরীকরণ খাদ্য নিরাপত্তা এবং উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন" এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জড়িত আছে।

### ৩.১ তথ্য ব্যবস্থাপনা;

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি

সংক্রান্ত ইনফরমেশন সিস্টেম (Food Security and Nutrition Information System) স্থাপন করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (FPMU) এর ওয়েবসাইটে www.mofood.gov.bd/ www.fpmu.gov.bd) হালনাগাদ ডাটাবেইজ সকলের জন্য (Publicly) উন্মুক্ত করা হয়েছে।

## ৩.২ প্রকাশনা কার্যক্রম;

এফপিএমইউ কর্তৃক নিয়মিতভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা, মজুদ তথা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়াদির তথ্যাদি ও বিশ্লেষণমূলক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) পরিবীক্ষণ (Monitoring) প্রতিবেদনসহ চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন সময়ে গবেষণা এবং জনকল্যাণমূলক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশিকা/পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। দৈনিক প্রতিবেদনে খাদ্যশস্য পরিস্থিতি, সরকারি অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং সরকারি বিতরণ এর একটি চিত্র থাকে। সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে দৈনিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্যসমূহের এক সপ্তাহের তূলনামূলক চিত্র বা পরিবর্তন তুলে ধরা হয়। পাক্ষিক প্রতিবেদন (Fortnightly Foodgrain Outlook)-এ মূলতঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের মূল্যের পাক্ষিক পরিবর্তন, Trade prospect ও খাদ্য পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করা হয়। ত্রৈমাসিক বাংলাদেশ খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন (Bangladesh Food Situation Report) এ বছর জুড়ে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিবরণসহ আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস প্রদান করা হয়ে থাকে। CIP পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে (Monitoring Report) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র প্রতিফলিত হয়।

গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি নিম্নের ছকে দেখা যেতে পারে।

সারণী-: ২০১৯-২০ অর্থবছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এফপিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যাদি

| প্রতিবেদন/ প্রকাশনার নাম | ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকাশিত সংখ্যা |
|---|---|
| দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ২৩২ টি |
| সাপ্তাহিক খাদ্যশস্যের তূলণামূলক বিবরণী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য) | ৪৯ টি |
| পাক্ষিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ১৯ টি |
| ত্রৈমাসিক বাংলাদেশ খাদ্যশস্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন | ৪ টি |
| দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০২০ (অর্থবছর ২০১৮-১৯) ইংরেজি সংস্করণ | ১ টি |

## খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম:

মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম গঠন করার পর স্ব স্ব কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ২ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। যার একটি হলো- ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রি। অন্যটি হলো ওএমএস মোবাইল এ্যাপ তৈরি। বর্তমান অর্থবছরে (২০১৯-২০) দুটি উদ্ভাবনি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ দুটি হলো: শ্রমঘন স্থানে ওএমএস আটা বিক্রি এবং প্যাকেট জাত ওএমএস আটা বিক্রি রেপ্লিকেশন (আজিমপুর ও মতিঝিল কলোনি)। শ্রমঘন স্থান হিসেবে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ওএমএস আটা বিক্রি পাইলটিং কার্যক্রম নেয়া হয়েছে কিন্তু প্যাকেটজাত ওএমএস আটা বিক্রি রেপ্লিকেশন কার্যক্রমটি করোনা ভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করায় গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া মন্ত্রণালয়ে দুটি সেবা সহজীকরণের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। একটি হলো ময়দা কল তালিকাভূক্তি অনুমোদন সহজীকরণ- এতে করে পূর্বের তুলনায় ময়দাকল তালিকা ভূক্তির আবেদনকারীর প্রায় ১৩৫ দিন সময় কম ব্যয় হচ্ছে এবং যাতায়াত ও জনবল খরচ হ্রাস পেয়েছে। অন্যটি হলো এসিআর ডিজিটালাইজেশন- এসিআর ডিজিটালাইজেশন এর কারনে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা দ্রুত এসিআর দাখিল করতে পারেন। অন লাইনে ডাক্তারের প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়া এ পদ্ধতিতে এসিআর হারিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা নেই। বর্তমানে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিষয়ে এসিআর দেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে।

### খাদ্য মন্ত্রণালয়ের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা Sustainable Development Goals(SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০) সমন্বয় করে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত SDG Mapping অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের SDG কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে SDG কর্মপরিকল্পনার আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

**(ক) SDG বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলীঃ** পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত SDG Mappingঅনুযায়ী ১টি টার্গেট (Target 12.3) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় Lead Ministry ও ৩টি টার্গেট (Target 2.1, 2.2ও Target 2.c)বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় Co-Lead Ministryহিসেবে কাজ করছে। এছাড়া, ১২টি টার্গেট (Target-1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 5.4, 6.2, 6.3, 8.4, 12.1, 17.18)বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় Associate Ministryহিসেবে কাজ করছে।

**খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যসংশ্লিষ্ট ৭টি SDG Goalএর ১৬টি Target এবং ২৫টি Indicatorনিম্নরূপ:**

| Role of Ministry of Food | Related Goals of SDG (7 goals) | Related Targets of SDG (16 targets) | Related indicators of SDG (25 indicators) |
|---|---|---|---|
| Ministry of Food as Lead Ministry | Goal 12 | Target 12.3 | 12.3.1 |
| Ministry of Food as Co-Lead Ministry | Goal 2 | Target 2.1, 2.2, 2.c | 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.c.1 |
| Ministry of Food as Associate Ministry | Goal 1, Goal 2, Goal 5, Goal 6, Goal 8, Goal 12, Goal 17 | Target 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 5.4, 6.2, 6.3, 8.4, 12.1, 17.18 | 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 2.3.1, 2.4.1, 5.4.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 8.4.1, 8.4.2, 12.1.1, 17.18.1, 17.18.2, 17.18.3 |

**(খ) Lead এবং Co-Lead Ministryহিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট Performance Measurement Indicator সমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ**

**A. Ministry of Food as Lead Ministry (Target 12.3)**

| SDG Targets | Global Indicators for SDG Targets | Lead/Co-Lead Ministries/Division | Associate Ministries/ Division |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Target 12.3. By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses | 12.3.1 Global Food Loss Index (GFLI) | *Lead:* **Ministry of Food** (MoF)<br>*Co-Lead:*<br>MoA | MoInf; MoC;<br>MoFL; SID; |

**B. Ministry of Food as Co-Lead Ministry (Target 2.1, 2.2, 2.c)**

| SDG Targets | Global Indicators for SDG Targets | Lead/Co-Lead Ministries/Division | Associate Ministries/ Division |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round | 2.1.1 Prevalence of under-nourishment | *Lead:*<br>MoA;<br>*Co-Lead:*<br>MoFL<br>*Co-Lead:*<br>**Ministry of Food (MoF)** | MoDMR;<br>MoHFW;<br>MoInd;<br>MoWCA;<br>MoInf; MoE;<br>MoPME; SID; |
| | 2.1.2 Prevalence of population with moderate or severe food insecurity, based on the Food Insecurity Experience Scale (FIES) | *Lead:*<br>MoA;<br>*Co-Lead:*<br>MoFL<br>*Co-Lead:*<br>**Ministry of Food (MoF)** | MoDMR;<br>MoHFW;<br>MoInd;<br>MoWCA;<br>MoInf; MoE;<br>MoPME; SID |

| SDG Targets | Global Indicators for SDG Targets | Lead/Co-Lead Ministries/Division | Associate Ministries/ Division |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Target 2.2. By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons. | 2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2 *SD from the median of the WHO Child Growth Standards) among children under five years of age. | *Lead:* MoHFW *Co-Lead:* **Ministry of Food (MoF)** | MoA; MoDMR; MoFL; MoInd; MoSW; MoWCA; MoInf; MoE; MoPME; SID |
| | 2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for height >+2 or <-2 *SD from the median of the WHO Child Growth Standards) among children under five, disaggregated by type (wasting and overweight) | *Lead:* MoHFW *Co-Lead:* **Ministry of Food (MoF)** | MoA; MoDMR; MoFL; MoInd; MoSW; MoWCA; MoInf; MoE; MoPME; SID |
| Target 2.c. Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility | 2.c.1 Indicator of (food) Price Anomalies (IPA) | *Lead:* MoC *Co-Lead* **Ministry of Food (MoF)** | MoInf; MoPA; SID |

**(গ)টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলিঃ**

- দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে SDGকর্মপরিকল্পনার আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন এবং বিদ্যমান খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- SDG-2 (Zero Hunger) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনার আলোকে সমগ্র দেশে অতি দরিদ্র ৫০ লাখ পরিবারের মধ্যে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি চালু রয়েছে। অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে ১০০টি উপজেলায় ফর্টিফাইড রাইস বিতরণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এছাড়া, স্বল্প আয়ের জনগণ যাতে কম মূল্যে খাদ্যশস্য পায় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খোলা বাজারে খাদ্যশস্য কর্মসূচি (ওএমএস) কার্যক্রম চালু রয়েছে। তাছাড়া, খাদ্য মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর সাথে সমন্বয়ে করে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (VGD, VGF etc.) বাস্তবায়ন করছে।
- দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজির সাথে সমন্বয় রেখে দ্বিতীয় জাতীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা বা সিআইপি-২ (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে SDG-2 বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭টি প্রবিধানমালা এবং ৩টি বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।
- SDG Target 12.3 (By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেইজলাইন স্টাডি সম্পন্ন করার জন্য FAO এর Technical Cooperation Programme (TCP) হতে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে ইআরডিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে FAO এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ফুড লস এর বেইজলাইন স্টাডি সম্পন্ন করার জন্য FAO এর কারিগরি সহায়তায় একটি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- সরকারী পর্যায়ে খাদ্য গুদামের ফুড লস হ্রাসের লক্ষ্যে Assessment of current grain losses and identifying reducing them স্টাডির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালনাধীন দেশের ১০টি জেলায় নির্বাচিত খাদ্য গুদামে বোরো এবং আমন রাইসের Loss estimation এর বিষয়ে IFPRIকাজ করেছে। ১৫ মাসব্যাপী Sampleগোডাউনে স্টোর করে নির্দিষ্ট সময় পর পর খাদ্যশস্যের ওজন এবং গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত খসড়া প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে Online workshop/meeting-এ শেয়ার করা হয়েছে।
- খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্য সংশ্লিষ্ট SDG Implementation Review (SIR)Report 2020প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন এসডিজি টার্গেটসমূহের [Leadহিসেবে ১টি (12.3), Co-Lead হিসেবে ৩টি(2.1, 2.2, 2.c)এবং Associateহিসেবে ১২টি] হালনাগাদ অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়েছে।
- এসডিজি অভীষ্ট-১২ (পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন)]SDG-12 (Sustainable Consumption and Production)] বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত কনসাল্টেশন ওয়ার্কশপ ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার এর মতামত এবং টার্গেটভিত্তিক লিড মন্ত্রণালয়সমূহের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক SDG-12 এর সমন্বিত Voluntary National Review (VNR)প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

**তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণার্থে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ণ:**

বর্তমান সরকার নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছেন। এই আইনের ০৪ ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই আইনে তথ্য সরবরাহের পক্ষে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য ০১জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করার বিধান রাখা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কার্যক্রমের তথ্য নাগরিকদের অবহিত হওয়ার সুবিধার্থে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৯ প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের সার্বিক আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে জনগণের জ্ঞাতার্থে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রতিদিন ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়।

**তথ্য অধিকার বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা:**

| কর্মকর্তার নাম ও পদবী | ঠিকানা | মোবাইল ও অফিস নম্বর | ই-মেইল |
|---|---|---|---|
| **জনাব মোছা: কামার জাহান**<br>যুগ্ম সচিব (তদন্ত) | খাদ্য মন্ত্রণালয়<br>বাংলাদেশ সচিবালয়<br>ঢাকা। | ০১৭২০৮১৮৮২১<br>+৮৮০২৯৫৪৯০২২ | jsinquiry@mofood.gov.bd |

**বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা:**

| কর্মকর্তার নাম ও পদবী | ঠিকানা | মোবাইল ও অফিস নম্বর | ই-মেইল |
|---|---|---|---|
| ড. মুনিরা সুলতানা,<br>উপসচিব (অডিট-২) | খাদ্য মন্ত্রণালয়<br>বাংলাদেশ সচিবালয়<br>ঢাকা। | ০১৭১৫-০৩৩৬৫৯<br>+৮৮০২৯৫৪০৮৮২ | dsaudit2@mofood.gov.bd |

**আপিল কর্তৃপক্ষ**

| কর্মকর্তার নাম ও পদবী | ঠিকানা | মোবাইল ও অফিস নম্বর | ই-মেইল |
|---|---|---|---|
| **ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম**<br>সচিব | খাদ্য মন্ত্রণালয়<br>বাংলাদেশ সচিবালয়<br>ঢাকা। | ০১৭০৭০৭৮০৩৮<br>+৮৮০২৯৫৪০০৮৮ | secretary@mofood.gov.bd |

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে তথ্য সরবরাহের জন্য ০২টি আবেদন পাওয়া যায় এবং তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ০২টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ০১টি আপীল আবেদন পাওয়া যায় এবং শুনানীর মাধ্যমে আপীল আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়।

## ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়ন:

### (১) সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ

সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৯৫.৮৮কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ৮টি বিভাগে ৫৪টি জেলার ১৩১টি উপজেলায় নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মেঃ টনের ৪৮টি ও ৫০০ মেঃ টনের ১১৪টি) নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আছে।প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ১০০০ মে.টনের ২৪টি এবং ৫০০ মে.টনের ৮৫টিসহ মোট ৬৬,৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১০৯টি খাদ্য গুদাম খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।২০১৯-২০অর্থবছরে মোট ২৩০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৩৪টি নতুনখাদ্য গুদাম (১০০০ মে.টনের ১২টি এবং ৫০০ মে.টনের ২২টি) নির্মাণ করে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে।৭০০০ মে:টনের আরও ১০টি (১০০০ মে:টনের ৪টি এবং ৫০০ মে:টনের ০৬টি) খাদ্য গুদাম হস্তান্তরের জন্য অপেক্ষমান আছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৭%।জুন ২০২০ পর্যন্তসময়েপ্রকল্পের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

| প্যাকেজ নং | বিভাগের নাম | জেলার নাম | উপজেলা | এলএসডি/সিএসডির নাম | নির্মাণ কাজ সমাপান্তে হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম | ১০০০ মে:টন ক্ষমতার খাদ্য গুদাম | মোট হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা |
| ১ | ঢাকা | টাঙ্গাইল | সখিপুর | সখিপুর এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ২ | | | মধুপুর | মধুপুর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৩ | | জামালপুর | জামালপুর | সিংহজানী এলএসডি | ১টি | ১টি | ২টি |
| ৪ | | নেত্রকোনা | বাউশি | বাউশি এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৫ | | | ঠাকুরকোনা | ঠাকুরকোনাএলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৬ | | | মোহনগঞ্জ | মোহনগঞ্জএলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৭ | | ময়মনসিংহ | মুক্তাগাছা | মুক্তাগাছা এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৮ | | | ফুলবাড়ীয়া | ফুলবাড়ীয়াএলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৯ | | ঢাকা | সূত্রাপুর | কলতাবাজার | ২টি | | ২টি |
| ১০ | | মানিকগঞ্জ | হরিরামপুর | ঝিটকা এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ১১ | | | সাটুরিয়া | সাটুরিয়া এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ১২ | | | সিংগাইর | সিংগাইরএলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ১৩ | | নারায়ণগঞ্জ | বন্দর | নারায়ণগঞ্জ সিএসডি | | ১টি | ০১টি |
| ১৪ | | | | নারায়ণগঞ্জসিএসডি | | ১টি | ০১টি |
| | **ঢাকা বিভাগের উপমোট =** | | | | **১১টি** | **৫টি** | **১৬টি** |
| ১৫ | রাজশাহী | রাজশাহী | দুর্গাপুর | দুর্গাপুর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ১৬ | | | তানোর | তানোর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ১৭ | | | তানোর | কামারগাঁও এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ১৮ | | | বাঘা | বাঘা এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ১৯ | | বগুড়া | আদমদীঘি | সান্তাহার সাইলো | ১টি | | ১টি |
| ২০ | | নওগাঁ | পত্নীতলা | নাজিরপুর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ২১ | | | বদলগাছি | বদলগাছি এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ২২ | | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ২৩ | | | নাচোল | নাচোল এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ২৪ | | | ভোলাহাট | ভোলাহাট এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ২৫ | | পাবনা | ঈশ্বরদী | মুলাডুলি এলএসডি | ৩টি | | ৩টি |
| | **রাজশাহী বিভাগের উপমোট =** | | | | **১৩টি** | | **১৩টি** |
| ২৬ | রংপুর | ঠাকুরগাঁও | পীরগঞ্জ | ভোমরাদহ এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ২৭ | | পঞ্চগড় | বোদা | পাঁচপীর বাজার এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ২৮ | | দিনাজপুর | বিরামপুর | চরকাই এলএসডি | ১টি | | ১টি |

| প্যাকেজ নং | বিভাগের নাম | জেলার নাম | উপজেলা | এলএসডি/সিএসডির নাম | নির্মাণ কাজ সমাপান্তে হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম | ১০০০ মে:টন ক্ষমতার খাদ্য গুদাম | মোট হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা |
| ২৯ | | | গোয়াইনঘাট | রানীগঞ্জ এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৩০ | | | চিরিরবন্দর | চিরিরবন্দর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৩১ | | | পার্বতীপুর | আমবাড়ী এলএসডি | ২টি | | ২টি |
| ৩২ | | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ | মহিমাগঞ্জ এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৩৩ | | | | কামদিয়াএলএসডি | ২টি | | ২টি |
| ৩৪ | | | সুন্দরগঞ্জ | সুন্দরগঞ্জএলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৩৫ | | রংপুর | মিঠাপুকুর | সঠিবাড়ীএলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৩৬ | | নীলফামারী | জলঢাকা | মীরগঞ্জহাটএলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৩৭ | | | নীলফামারীসদর | নীলফামারীসদরএলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৩৮ | | | ডোমার | ডোমারএলএসডি | ২টি | | ২টি |
| ৩৯ | | লালমনিরহাট | পাটগ্রাম | পাটগ্রামএলএসডি | | ১টি | ১টি |
| | **রংপুর বিভাগের উপমোট =** | | | | **১১টি** | **৬টি** | **১৭টি** |
| ৪০ | **খুলনা** | সাতক্ষীরা | সাতক্ষীরা সদর | সাতক্ষীরা সদর এলএসডি | ৪টি | ১টি | ৫টি |
| ৪১ | | | তালা | পাটকেল ঘাটা এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৪২ | | | কলারোয়া | কলারোয়া এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৪৩ | | ঝিনাইদহ | শৈলকূপা | শৈলকূপা এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৪৪ | | | হরিনাকুন্ড | হরিনাকুন্ড এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৪৫ | | | কালিগঞ্জ | কালিগঞ্জ এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৪৬ | | চুয়াডাঙ্গা | চুয়াডাঙ্গা সদর | চুয়াডাঙ্গা সদর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৪৭ | | | চুয়াডাঙ্গা সদর | সরোজগঞ্জ এলএসডি | ২টি | | ২টি |
| ৪৮ | | | জীবননগর | জীবননগর এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৪৯ | | কুষ্টিয়া | কুষ্টিয়া সদর | জগতী এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৫০ | | | ভেড়ামারা | ভেড়ামারা এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৫১ | | | মিরপুর | মিরপুর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৫২ | | মেহেরপুর | মেহেরপুর সদর | মেহেরপুর সদর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৫৩ | | | মেহেরপুর সদর | আমঝুপি এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| | | | | **খুলনা বিভাগের উপমোট=** | **১৫টি** | **৪টি** | **১৯টি** |
| ৫৪ | | বরিশাল | বাবুগঞ্জ | বাবুগঞ্জ এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৫৫ | | ভোলা | বোরহানউদ্দিন | বোরহানউদ্দিন এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৫৬ | | | লালমোহন | লালমোহন এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৫৭ | | পটুয়াখালী | দুমকি | দুমকিএলএসডি | | ১টি | ১টি |
| | | | | **বরিশাল বিভাগের উপমোট=** | **৩টি** | **১টি** | **৪টি** |
| ৫৮ | **চট্টগ্রাম** | চট্টগ্রাম | ডাবলমুরিং | দেওয়ানহাট সিএসডি | ৩টি | | ৩টি |
| ৫৯ | | | বাঁশখালী | চাঁদপুর ঘাট | ১টি | | ১টি |
| ৬০ | | খাগড়াছড়ি | পানছড়ি | পানছড়ি এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৬১ | | চাঁদপুর | চাঁদপুর সদর | চাঁদপুর সিএসডি | ১টি | ৫টি | ৬টি |
| ৬২ | | কুমিল্লা | ব্রাহ্মনপাড়া | ব্রাহ্মণপাড়া এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৬৩ | | | দাউদকান্দি | দাউদকান্দি এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৬৪ | | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | বিজয়নগর | চাঁন্দুরা এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৬৫ | | | আখাউড়া | আখাউড়া এলএসডি | ১টি | | ১টি |

| প্যাকেজ নং | বিভাগের নাম | জেলার নাম | উপজেলা | এলএসডি/সিএসডির নাম | নির্মাণ কাজ সমাপান্তে হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ৫০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম | ১০০০ মে:টন ক্ষমতার খাদ্য গুদাম | মোট হস্তান্তরিত খাদ্য গুদামের সংখ্যা |
| ৬৬ | | | সরাইল | সরাইল এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৬৭ | | | কসবা | কসবা এলএসডি | | ১টি | ১টি |
| ৬৮ | | | ব্রাহ্মনবাড়িয়া | ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| | **চট্টগ্রাম বিভাগের উপ মোট =** | | | | **১০টি** | **৮টি** | **১৮টি** |
| ৬৯ | | | বানিয়ারচং | বানিয়ারচং এলএসডি | ২টি | | ২টি |
| ৭০ | | | নবীগঞ্জ | নবীগঞ্জ এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৭১ | | হবিগঞ্জ | মাধবপুর | মাধবপুর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৭২ | | | বাহুবল | বাহুবল এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৭৩ | | | নোয়াপাড়া | নোয়াপাড়াএলএসডি | ১টি | | ০১টি |
| ৭৪ | | | বড়লেখা | বড়লেখা এলএসডি | ২টি | | ২টি |
| ৭৫ | | মৌলভীবাজার | কমলগঞ্জ | ভানুগাছ এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৭৬ | | | শ্রীমঙ্গল | শ্রীমঙ্গল এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৭৭ | **সিলেট** | | রাজনগর | রাজনগর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৭৮ | | | বালাগঞ্জ | তাঁজপুর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৭৯ | | | জকিগঞ্জ | জকিগঞ্জ এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৮০ | | | গোয়াইনঘাট | গোয়াইনঘাট এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৮১ | | সিলেট | কোম্পানিগঞ্জ | কোম্পানিগঞ্জ এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৮২ | | | সিলেট সদর | সিলেট সদর এলএসডি | ১টি | | ১টি |
| ৮৩ | | | বালাগঞ্জ | বালাগঞ্জ এলএসডি | ২টি | | ২টি |
| ৮৪ | | সুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জ | মল্লিকপুর এলএসডি | ৪টি | | ৪টি |
| | **সিলেট বিভাগের উপ মোট =** | | | | **২২টি** | | **২২টি** |
| | **সর্বমোট =** | | | | **৮৫টি** | **২৪** | **১০৯টি** |
| নির্মাণ কাজ সমাপান্তে ৬৬,৫০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার মোট ১০৯টি খাদ্য গুদাম (৫০০ মে. টনের ৮৫টি এবং ১০০০ মে. টনের ২৪টি) খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। | | | | | | | |

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার চাঁদপুঘাট খাদ্য গুদাম ( জেলা: চাঁদপুর)

## (২) Modern Food Storage Facilities Project

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" প্রকল্পটি ১৯১৯.৯৭ কোটি (জিওবি ৩.৩৫ কোটি + IDA Loan১৮৭৬.৬২ কোটি + সুবিধাভোগী কর্তৃক প্রদেয় ৪০.০০ কোটি) টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে (চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং মহেশ্বরপাশা) মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মে. টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ করা হবে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মে.টন), ময়মনসিংহ (৪৮,০০০ মে.টন) ও মধুপুর (৪৮,০০০ মে.টন) সাইটে মোট ২,০১,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে এ ৩টি সাইটের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৬৫%।

প্রকল্পের আওতায় দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় সর্বমোট ৫ লক্ষ  পারিবারিক সাইলো বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিতরণকৃত সাইলোসমূহ উপকারভোগীগণ ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন। এ কম্পোনেন্টের Lessons Learning হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি ও দুর্যোগপ্রবণ জনগোষ্ঠির নিরাপদ খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ৩ লক্ষ হাউজ হোল্ড সাইলো বিতরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন চালুর লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস/স্থাপনায় ১৬৭৪টি হার্ডওয়্যার সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অদ্যাবধি ১৩০০টি হার্ডওয়্যার সরবরাহ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি স্থাপনায় Digital Track Weigh Bridgeস্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত খাদ্য নীতি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%।

অবশিষ্ট ৫টি ষ্টীল সাইলো (ঢাকা, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, খুলনার মহেশ্বরপাশা এবং চট্টগ্রাম) এবং আইসিটি কম্পোনেন্টসহ প্রকল্পটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপিমোট৩৫৬৮.৯৪ কোটি (জিওবি ৬৫.০০ কোটি, প্রকল্প সাহায্য

৩৪৯৯.৯৪ কোটি এবং উপকারভোগী কর্তৃক প্রদেয় ৪.০০ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৪ হতে অক্টোবর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে, যা একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ময়মনসিংহে নির্মাণাধীন আধুনিক স্টীল সাইলোর নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন

মধুপুরে নির্মাণাধীন আধুনিক স্টীল সাইলো

আশুগঞ্জে নির্মাণাধীন আধুনিক স্টীল সাইলো

ডিজিটাল ট্রাক ওয়ে ব্রিজ

৩) **সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ:**সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য মজুদের কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য। প্রকল্পটি মোট ৩৫৫.৫২৯৭ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) ব্যয়ে জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় দেশের ৬২টি জেলায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২৩৪টি স্থাপনায় প্রায় ৪.৫৬ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৩৩টি খাদ্য গুদামসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮২,৫০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ১৫৮টি (৫০০ মে.টনের ১৫১টি ও ১০০০ মে.টনের ০৭টি) খাদ্যগুদাম, ১১১টি আবাসিকভবন, ৮৫টি অনাবাসিক ভবন, ২৫,৭৪০ মিটার সীমানা প্রাচীর ও ৫৫,৬০০ বঃ মিঃ অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪০%।

খাদ্য গুদাম মেরামত কাজ সম্পন্ন (লালমোহন এলএসডি, জেলা-ভোলা)

খাদ্য গুদাম মেরামত কাজ সম্পন্ন (টেকেরহাট এলএসডি, জেলা-মাদারীপুর)

অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত কাজ (তেজগাঁও সিএসডি, ঢাকা)

## (8) Institutionalization of Food Safety in Bangladesh for Safer Food

প্রকল্পটি USAIDএর অর্থায়নে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় ৭টি প্রবিধানমালা এবং ৩টি বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে:

- নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিকদূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭
- খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭
- খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭
- মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭
- নিরাপদ খাদ্য (স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৮
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮
- নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য স্পর্শক) প্রবিধানমালা, ২০১৯
- নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য দ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪
- নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯।

এছাড়া, Food Safety (Obligation of Food Business Operators) Regulations এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত একটি Food Testing মোবাইল ল্যাবরেটরী ভ্যান গত ০৩/১২/২০১৯ তারিখে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে FAO কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে FAO কর্তৃক Mobile Food Safety Laboratory বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়

**(৫) নতুন অনুমোদিত প্রকল্প: খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ:** দরিদ্র জনসাধারণের পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে **"খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ"** শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং একনেক অনুবিভাগ হতে গত ১৭/০২/২০২০ তারিখে অনুমোদন আদেশ জারি করা হয়েছে। তদানুযায়ী মন্ত্রণালয় হতে গত ১৯/০২/২০২০ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬.৭৭৮০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- ✓ খাদ্যশস্যের পুষ্টির মান বৃদ্ধিকরা;
- ✓ দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনসাধারণের পুষ্টি নিশ্চিত করা;
- ✓ পুষ্টিচাল উৎপাদন এবং মজুদের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করা; এবং
- ✓ পুষ্টি সমৃদ্ধ চালের মজুদ বৃদ্ধি করা এবং জরুরি প্রয়োজনে তা দুস্থ ও হত দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করা।

কোভিড-১৯ এর উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হবে।

### এডিপিবহির্ভূত প্রকল্প:Food and Nutrition Security Program for Bangladesh

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থা (USAID, DFID) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন"Food and Nutrition Security Program for Bangladesh 2015" শীর্ষক কারিগরি প্রোগ্রামের আওতায় ৩টি Componentরয়েছে [Component-1

(MUCH), Component-2 (*SUCHANA)*এবং Component-3 (Call for Proposal)]। উক্ত প্রোগ্রামের **Component-1** *(Improved national Food and Nutrition Security Policy framework, including institutional capacities for a multi-sectoral approach*) এর আওতায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংক্রান্ত পলিসি প্রণয়ন কার্যক্রমের আওতায় Country Investment Plan, 2016-2020) for Nutrition Sensitive Food Systems প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বর্তমানে মনিটরিং করা হচ্ছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **Component-2** (Incidence of stunting reduced amongst children in two districts of Sylhet Division-SUCHANA) এর আওতায় সিলেট বিভাগের সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় *stunting (খর্বতা) reduce* এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমে যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক সাহায্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান DFID ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগী ডেভেলপমেন্ট পার্টনার হিসেবে কাজ করছে।

এছাড়া, **Component-3** (Innovative, resilient and scalable nutrition governance pro-poor models locally implemented and validated within the framework of the Government's policies-CfP) এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলা এবং দেশের উত্তরাঞ্চলের ৬টি জেলায় (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, জামালপুর ও শেরপুর) স্থানীয় পর্যায়ে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির মান উন্নয়নের সরাসরি কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন INGO/NGO এর মাধ্যমে সরাসরি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, সম্প্রতি উপকূলীয় বাগেরহাট জেলায় এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন নারী, শিশু-কিশোরসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, উঠান বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে সক্ষমতা/সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, পুষ্টিকর শাক-সব্জি, ফলমূল এবং মৎস্য উৎপাদনের জন্য সীমিত পর্যায়ে ইনপুট (Seeds, Chicks, Fingerlings) সরাসরি উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

- **নতুন উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ:**

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান গুদামের ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখাসহ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

(ক) কৃষকদেরকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে সমগ্র দেশব্যাপী ধান শুকানো ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ দেশের ২০০টি লোকেশনে প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ প্রকল্পের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ডিপিপি'র ওপর পিইসিসভার সুপারিশ অনুযায়ী পাইলটিং আকারে বাস্তবায়নের জন্য ৩০টি সাইলোর লোকেশন/সাইট নির্বাচনের বিষয়টি খাদ্য অধিদপ্তরে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পিইসি সভার নির্দেশনার আলোকে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে নীতিগতভাবে অনুমোদিত PDPP অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দরিদ্র জনসাধারণের পরিবার পর্যায়ে খাদ্যশস্যের নিরাপদ ও টেকসই সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৩ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণের প্রস্তাব সম্বলিত একটি প্রকল্প মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন আদেশ জারীর অপেক্ষায় রয়েছে।

(গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমন্বিত রাইস মিল নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদন এবং তদানুযায়ী ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি Public-Private Partnership(PPP)-তে গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঘ) নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বর্তমানে পরিমার্জন/পুনর্গঠন করা হচ্ছে।

(ঙ) দেশের জনসাধারণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য ফুড সেফটি রেফারেন্স ল্যাবরেটরী স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) দেশের উত্তরাঞ্চলের নওগাঁ জেলা এবং রংপুর জেলায় একটি করে সিএসডি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নওগাঁ জেলায় সিএসডি নির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ চলমান রয়েছে।

(ছ) এছাড়া, খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমগ্র দেশব্যাপী নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ এবং আধুনিকায়ন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের আনুষংগিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

# খাদ্য অধিদপ্তর

**সাংগঠনিক কাঠামোঃ**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (Great Bengal Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, সংগ্রহ, চলাচল ও সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামোতে পুনঃবিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে প্রশিক্ষণ বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নতুনভাবে প্রশাসনিক বিভাগ ও উপজেলা সৃষ্টি হওয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারিত হয়। মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালকের অধীনে ১জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে সহায়তা করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক সহায়তা করে থাকেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মহাপরিচালকের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারাদেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল উপজেলায় কমপক্ষে ১টি এলএসডি, গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

**সারণী ঃ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা**

| ক্রমিক নং | পদ নাম | পদ সংখ্যা |
|---|---|---|
| ০১। | মহাপরিচালক | ১ |
| ০২। | অতিঃ মহাপরিচালক | ১ |
| ০৩। | আইন উপদেষ্টা | ১ |
| ০৪। | পরিচালক | ৭ |
| ০৫। | প্রধান মিলার | ১ |
| ০৬। | অতিঃ পরিচালক | ৮ |
| ০৭। | প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা | ১ |
| ০৮। | আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক | ৬ |
| ০৯। | সাইলো অধীক্ষক | ৬ |
| ১০। | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক/উপ-পরিচালক/উপ-পরিচালক(কারিগরী)/সহঃ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিনিয়র প্রশিক্ষক | ১০২ |
| ১১। | রক্ষণ প্রকৌশলী | ৬ |
| ১২। | সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ইন্সট্রাক্টর/ম্যানেজার সিএসডি/নির্বাহী কর্মকর্তা(মিল)/প্রশাসনিক কর্মকর্তা(সাইলো) | ৭১ |
| ১৩। | সহঃ রক্ষণ প্রকৌশলী/সহঃ পরিচালক/ম্যানেজার পিইউপি/সহঃ প্রধান মিলার | ২৪ |
| ১৪। | সিস্টেম এনালিস্ট | ১ |
| ১৫। | প্রোগ্রামার | ১ |
| ১৬। | সহঃ প্রোগ্রামার | ৩ |
| ১৭। | রসায়নবিদ | ১ |
| ১৮। | সহকারী রসায়নবিদ | ৮ |
| ১৯। | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান | ৬৩৭ |
| ২০। | আরএমই | ৬ |
| ২১। | ২য় শ্রেণী (গ্রেড-১০) | ১,৭৫৭ |
| ২২। | ৩য় শ্রেণী (গ্রেড-১১-১৬) | ৫,৪১৬ |
| ২৩। | ৪র্থ শ্রেণী (গ্রেড-১৬-২০) | ৫,৬১০ |
| | মোট জনবল | ১৩,৬৭৬ |

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম**

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

- জরুরী গ্রাহকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা (খাদ্যশস্য আমদানি ও রেশন);
- আপৎকালীন মজুত গড়ে তোলা (নিরাপত্তা মজুদ);
- খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা (অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ);
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর চাহিদা সৃজন করা (ভিজিডি, ভিজিএফ, কাবিখা ও টিআর);
- মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন করা (ওএমএস);
- কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য সংগ্রহ,সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা;
- কৃষক এবং ভোক্তা-বান্ধব খাদ্য মূল্য কাঠামো অর্জন;
- কার্যকর ও যুগোপযোগী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন;
- খরা ও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলার সফল ব্যবস্থাপনা;
- দরিদ্র ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগণকে খাদ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
- খাদ্য নিরাপত্তা নীতিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বিতকরণ;
- লক্ষ্যভিত্তিক খাতে জনসাধারণের কাছে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো; এবং
- পেশাদারী, সক্ষম এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।

**কার্যক্রমঃ**

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ও তা পরিচালনা করা;
- জাতীয় খাদ্য নীতির কলাকৌশল বাস্তবায়ন করা;
- নির্ভরশীল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা;
- নিরবিচ্ছিন্ন খাদ্যশস্যের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
- খাদ্য খাতে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- দেশে খাদ্যশস্য ও খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বিতরণ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন- চিনি, ভোজ্য তেল, লবণ ইত্যাদির সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির উপর নজর রাখা;
- রেশনিং এবং অন্যান্য বিতরণ খাতে খাদ্যশস্যের বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- খাদ্যশস্যের বাজার দরের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- গুণগত মানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্যের মজুত ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ এবং খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- উৎপাদকগণের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের উৎসাহ মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

## ৩.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

### ৩.১ প্রশাসন বিভাগঃ

#### ৩.১.১ সংস্থাপন শাখাঃ

**খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:**

খাদ্য অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ১৩,৬৭৬টি পদের মঞ্জুরী রয়েছে। মঞ্জুরীকৃত পদের মধ্যে অকার্যকর বিভিন্ন স্থাপনায় পদের সংখ্যা ২০৮০। কার্যকর স্থাপনায় মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা ১১,৫৯৬, যার বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ৭৬৬৫ জন। নিম্নের ছকে খাদ্য অধিদপ্তরের মঞ্জুরীকৃত, কর্মরত ও শূন্য পদের তথ্য প্রদত্ত হলো:

| পদের শ্রেণী | মঞ্জুরীকৃত পদ | মঞ্জুরীকৃত পদের মধ্যে অকার্যকর স্থাপনায় পদের সংখ্যা | কার্যকর স্থাপনায় মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | কর্মরত | কার্যকর স্থাপনায় শূন্য পদ |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম শ্রেণি ক্যাডার ও আইন উপদেষ্টা (২য় হতে ৯ম গ্রেড) | ২৩৬ | ০ | ২৩৬ | ৯৬ | ১৪০ |
| প্রথম শ্রেণি: নন-ক্যাডার (৫ম হতে ৯ম গ্রেড) | ৬৫৭ | ১৯ | ৬৩৮ | ৫৩৪ | ১০৪ |
| দ্বিতীয় শ্রেণি (১০ম গ্রেড) | ১৭৫৭ | ৩৪৬ | ১৪১১ | ১০৮৯ | ৩২২ |
| তৃতীয় শ্রেণি (১১তম থেকে ১৬তম গ্রেড) | ৫৪১৬ | ৩৭৪ | ৫০৪২ | ২১৭৫ | ২৮৬৭ |
| চতুর্থ শ্রেণি (১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড) | ৫৬১০ | ১৩৪১ | ৪২৬৯ | ৩৭৭১ | ৪৯৮ |
| মোট= | ১৩৬৭৬ | ২০৮০ | ১১৫৯৬ | ৭৬৬৫ | ৩৯৩১ |

**ছক: খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য।**

১ম শ্রেণির ক্যাডার পদসমূহে খাদ্য অধিদপ্তর/খাদ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের চাহিদার প্রেক্ষিতে ১ম শ্রেণির ক্যাডার পদে ৩৮তম বিসিএস এর মাধ্যমে ০৫ জন কর্মকর্তাকে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদে নিয়োগের জন্য পিএসসি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। ৩৭তম বিসিএস (নন-ক্যাডার ) হতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান (১ম শ্রেণি) পদে ৫২ জনকে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক সুপারিশের প্রেক্ষিতে ৪৬ জনকে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তম্মধ্যে ৪১ জন যোগদান করেছেন। ৩৭ তম বিসিএস থেকে খাদ্য পরিদর্শক/সমমান (২য় শ্রেণি) পদে ৫৫ জন এবং সুপারভাইজার (২য় শ্রেণি) পদে ৩ জন কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও খাদ্য পরিদর্শক পদে আরো ০১ জন এবং সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক পদে ০১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৩৮তম, ৪১ তম ও ৪২ তম বি.সি.এস থেকে ১ম শ্রেণির ক্যাডার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছেঃ

| পদের শ্রেণী | ১ম শ্রেণির **সাধারণ (ক্যাডার)** | ১ম শ্রেণির ক্যাডার **কারিগরী** | ২য় শ্রেণির নন-ক্যাডার |
|---|---|---|---|
| ৩৮ তম বি.সি.এস | ৫ টি | - | - |
| ৪১ তম বি.সি.এস | ৬টি | ২টি | - |
| ৪২ তম বি.সি.এস | ৬টি | ৯টি | - |
| মোট= | ১৭ টি | ১১ টি | |

খাদ্য অধিদপ্তরের সরাসরি কোটায় ৩য় শ্রেণীর ১১৩৯ টি এবং ৪র্থ শ্রেণী ২৭ টিসহ মোট ১১৬৬টি শূন্য পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণি ক্যাডার, ১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণি এবং ৩য় শ্রেণির বিভিন্ন পদে ১৯৮ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

**২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণী নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণী এবং ৩য় শ্রেণির পদোন্নতির তথ্যঃ**

| ক্র. নং | যে পদ হতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল) | যে পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে (পদের নাম ও বেতন স্কেল) | পদোন্নতির সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. | আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান<br>৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- | পরিচালক<br>৫০,০০০-৭১,২০০ | ২ |
| ২. | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান<br>৩৫,০০০-৬৭,০১০ | আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান<br>৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- | ২ |
| ৩. | সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান<br>২২,০০০-৫৩,০৬০/- | জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান<br>৩৫,০০০-৬৭,০১০ | ৭ |
| ৪. | খাদ্য পরিদর্শক ও সমমান/প্রধান সহকারী ও সমমান/সুপারভাইজার<br>বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০/- | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান<br>বেতন স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০/- | ২৭ |
| ৫. | সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক<br>বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- | উপ-খাদ্য পরিদর্শক<br>বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- | ২১ |
| ৬. | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর<br>বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- | উচ্চমান সহকারী/অডিটর/ হিসাবরক্ষক কাম ক্যাশিয়ার/ সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর / সমমান<br>বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০/- | ১২৬ |
| ৭. | সিনিয়র মেকানিক/ ভেহিক্যাল মেকানিক/ মেকানিক/ সহকারী মিলরাইট/ রোল গ্রোভার/ টার্নার/ শিফট ফোরম্যান/ সমমান<br>বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- | প্রধান মেকানিক/ সহকারী ফোরম্যান/ ওয়েল্ডার/ মিলরাইট<br>বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ /- | ১৩ |
| | মোট | | ১৯৮ |

এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদকে গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-২ এ এবং পরিচালক পদসমূহকে গ্রেড-৪ হতে গ্রেড-৩ এ উন্নীত করা হয়েছে। সারাদেশে বিভিন্ন স্থাপনা/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়/পদ সৃজনের কাজও গ্রহণ করা হয়েছে।

**২০১৯-২০ অর্থবছরে যে সকল স্থাপনাসমূহের পদ সৃজনের কার্যক্রম করা হয়েছে সে সকল স্থাপনাসমূহের নামের তালিকা:**

| ক্র. নং | স্থাপনার নাম | প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা | সমন্বয়/স্থানান্তর | নতুন সৃজনের জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | মোংলা সাইলো, খুলনা | ১৭৫ | ১৭৩ | ০২ |
| ০২ | মেইনটেইনেন্স ইউনিট | ৫৯ | ৪২ | ১৭ |
| ০৩ | আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ | ১৩ | ০ | ১৩ |
| ০৪ | সান্তাহার সাইলো, সান্তাহার, বগুড়া | ১৩১ | ১২৪ | ০৭ |
| ০৫ | পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, ঢাকা | ১৫৩ | ৯৯ | ৫৪ |
| ০৬ | কেন্দ্রীয় আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার ও আঞ্চলিক আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার-ডিউটি স্টেশনে ০৬ (ছয়) টি ডিভিশনাল ল্যাবরেটরী | ৬৮ | - | ৬৮ |
| ০৭ | Modern Food Storage Facilities শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরাধীন স্থাপনায় আইসিটি খাতে পদ সৃজন | ২৭৯ | - | ২৭৯ |
| ০৮ | ০৮টি স্টীল সাইলো (ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ, মহেশ্বরপাশা, মধুপুর, আশুগঞ্জ ও নারায়নগঞ্জ) | ৭১৮ | - | ৭১৮ |
| ০৯ | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ | ০৪ | - | ০৪ |
| | **সর্বমোট** | **১৬০০** | **৪৩৮** | **১১৬২** |

### ৩.১.১.১ শুদ্ধাচার বিষয়কঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০১৯-২০ খাদ্য অধিদপ্তরের ০২/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখের ১১০৩ স্মারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের সংস্থাপন শাখা হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়র্টারের শুদ্ধাচার প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৭ এর নীতিমালার আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের খাদ্য ভবনে কর্মরত ১ম থেকে ১০ম গ্রেডভুক্ত ও ১১তম হতে ২০তম গ্রেডভুক্ত এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/ আঞ্চলিক পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ১৬ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে আইইডিবি ভবনে খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মাননীয় সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মাননীয় সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন।

### ৩.১.১.২ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ

- মহাপরিচালকের অফিস কক্ষে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন এবং নতুন আসবাবপত্র ক্রয়।
- খাদ্য অধিদপ্তরের সপ্তম তলায় সভাকক্ষে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, চেয়ার টেবিলসহ আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- ২য় তলায় সভা কক্ষে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, নতুন কনফারেন্স টেবিল ও চেয়ার ক্রয় এবং স্থাপন।
- খাদ্য অধিদপ্তরের ২য় তলায় সভা কক্ষে নতুন সাউন্ড সিস্টেম ক্রয় এবং স্থাপন।
- ২য় তলায় ডেকোরেশনসহ সেবা ডেস্ক স্থাপন এবং ২য় তলায় মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকের কার্যালয়ে এক্সেস কন্ট্রোল ডোর স্থাপন।
- খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতি তলায় ডিজিটাল হাজিরা সিস্টেম স্থাপন।
- খাদ্য ভবনের প্রতি তলায় বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার স্থাপন।
- খাদ্য অধিদপ্তরের নীচ তলার সন্মুখ হতে ৭ম তলা পর্যন্ত সিসিটিভির আওতায় আনয়ন।
- ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন।
- কম্পিউটার ল্যাব ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন।
- ওয়েটিং রুম স্থাপন।

### ৩.১.২ তদন্ত ও মামলা শাখাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের তদন্ত ও মামলা শাখা হতে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা' ২০১৮ সহ অন্যান্য আইন ও বিধিমালার আলোকে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর হতে ৮৯ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ০৯ জনকে অব্যাহতি, ২১ জনকে লঘুদন্ড এবং ০১ জনকে গুরুদন্ড প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্য মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয় হতে ১১তম গ্রেড হতে ২০ তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে লঘুদন্ডের আতওতায় বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা।

### ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আনীত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ

| প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|
| | অব্যাহতি | লঘুদন্ড প্রাপ্ত | গুরুদন্ড প্রাপ্ত |
| ৮৯ | ০৯ | ২১ | ০১ |

### ৩.১.৩ বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখাঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ (পিপিটি) শাখা হতে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ১ম শ্রেণি (ক্যাডার/নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্বেচ্ছায় অবসর, জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরকরণ, উচ্চতরগ্রেড, সম্মানীভাতা, আর্থিক ক্ষমতা প্রদান, ভ্রমন বিল অনুমোদন, বকেয়া বেতনভাতা এবং কল্যাণ তহবিলে আর্থিক অনুদানের আবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিপিটি শাখা হতে ২৭ জন কর্মচারীর পিআরএল ও স্বেচ্ছায় অবসর মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ২৮ জন কর্মকর্তার পিআরএল মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ১০ জন কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে ও ৪৫ জন কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুরীর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও ১২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুর, ৩৬টি ভ্রমণ বিল অনুমোদন, ২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী না দাবী সনদ প্রদান, ২৮ জন কর্মকর্তাকে আহরণ-ব্যয়ন ক্ষমতা প্রদান, ৩৫০৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্মানীভাতা প্রদান ও ১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর আর্থিক অনুদানের আবেদন কল্যাণ তহবিলে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ হতে পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরীর তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

### ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তরের পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরীর তথ্যাদিঃ

| পি আর এল মঞ্জুরী | | পেনশন মঞ্জুরী | |
|---|---|---|---|
| অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর | মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ | অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর | মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ |
| ৮৫ জন | ৬৭ জন | ১০৫ জন | ৩৮ জন |

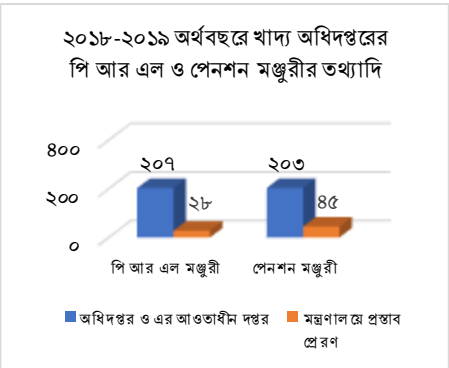

### ৩.২ প্রশিক্ষণ বিভাগঃ

প্রশিক্ষণ বিভাগ ধারাবাহকিভাবে খাদ্য অধদিপ্তরে র্কমরত র্কতর্কতা/র্কমচারীদরে প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে প্রশিক্ষণ বিভাগের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিম্নরূপঃ-

| ক্রমিক নং | কর্মসূচি | অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১. | কারিগরি খাদ্য পরিদর্শকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৯, ১টি ব্যাচে | ১৯ (উনিশ) জন |
| ২. | অফিসের কর্ম ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স, ২০১৯<br>৪টি ব্যাচে (৩৪+২৩+২৯+৩০) | ১১৬ (একশত ষোল) জন |
| ৩. | মাইক্রোসফট অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০১৯, ১টি ব্যাচে | ৫১ (একান্ন) জন |
| ৪. | বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, ২০১৯, ১টি ব্যাচে | ২২ (বাইশ ) জন |
| ৫. | খাদ্য পরিদর্শকদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ২০১৯, ২টি ব্যাচে (৩০+২০) | ৫০ (পঞ্চাশ) জন |
| ৬. | অডিট ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০২০, ১০ টি ব্যাচে | ৩৪৫ (তিনশত পঁয়তাল্লিশ) জন |
| ৭. | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সমমানের কর্মকর্তাদের (গ্রেড-৯) এক মাসব্যাপী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ২০২০, ১ টি ব্যাচে | ৪১ (একচল্লিশি) জন |
| ৮. | কৃষকের অ্যাপ ও মিলারদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২০, ৫টি ব্যাচে | ১৬৩ (একশত তেষট্টি) জন |
| | **মোট =** | **৮০৭ (আটশত সাত) জন** |

প্রশিক্ষণ বিভাগ ২০১৯-২০ র্অথ বৎসরে বিভিন্ন কোর্সে খাদ্য বিভাগের ৮০৭ (আটশত সাত) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ২৫ টি ব্যাচে ৩৪৬২৭ জনঘন্টা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্স/কর্মসূচিতে ৪৭ (সাতচল্লিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে খাদ্য অধিদপ্তরের দক্ষতা, গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদশে বিনির্মান ও SDG অর্জনের পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে ।

## ৪.০ সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা

### ৪.১ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

### ৪.১.১ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) কর্তৃক প্রতি কেজি সিদ্ধ চালের মূল্য ৩৬/- টাকা নির্ধারণপূর্বক ৬.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে আরো দুই দফায় ১.০০ লাখ ও ১.০০ লাখ মে:টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে আমন ২০১৮-১৯ মৌসুমে মোট চালের লক্ষ্যমাত্রা দাড়ায় ৮.০০ লাখ মে:টন। নির্ধারিত সংগ্রহের মেয়াদ ৭ই মার্চ, ২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৭,৯৯,৯৬৭ মে:টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহ করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে গম সংগ্রহ মৌসুমে এফপিএমসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কেজি গমের মূল্য ২৮/- টাকা নির্ধারণপূর্বক ৫০,০০০ মে: টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। গম সংগ্রহ ২০১৯ মৌসুমে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত ৩৯,০৪৪ মে: টন গম সংগৃহীত হয়। উল্লেখ্য, গম সংগ্রহের মেয়াদ নির্ধারিত ছিল ১৫/০৭/২০২০ খ্রি: পর্যন্ত। ১৫/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৪৪,১৫৮ মে: টন গম সংগৃহীত হয়েছিল।

এফপিএমসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে গম সংগ্রহ, ২০২০ মৌসুমে (১৫/০৪/২০২০ থেকে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি:) প্রতিকেজি ২৮/- টাকা মূল্যে ৭৫,০০০ মে: টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। গম সংগ্রহ, ২০২০ মৌসুমে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৬৪,৪২৫ মে: টন গম সংগৃহীত হয়।

গত ০২/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখে এফপিএমসির সভায় ২০১৯ সালের বোরো মৌসুমে (২৫/০৪/২০১৯ থেকে ৩১/০৮/২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত) প্রতি কেজি ২৬/- টাকা মূল্যে ১.৫০ লাখ মে:টন ধান, প্রতি কেজি ৩৬/- টাকা মূল্যে ১০.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল ও

প্রতি কেজি ৩৫/- টাকা মূল্যে ১.৫০ লাখ মে:টন আতপ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে ধানের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১.৫০ লাখ মে:টন থেকে আরো ২.৫০ লাখ মে:টন বাড়িয়ে ধানের মোট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় ৪.০০ লাখ মে:টন। বোরো সংগ্রহ ২০১৮ মৌসুমে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত ৮৩,৬৫১ মে:টন ধান, ৫,৯৬,৪১৯ মে:টন সিদ্ধ চাল ও ৫৯,৮১৫ মে:টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আমন মৌসুমে এফপিএমসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০/১১/২০১৯ খ্রি: থেকে ০৫/০৩/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রতি কেজি ২৬/- টাকা মূল্যে ৬.০০ লাখ মে:টন ধান, প্রতি কেজি ৩৬/- টাকা মূল্যে ৩.৫০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল ও প্রতি কেজি ৩৫/- টাকা মূল্যে ৫০,০০০ মে:টন আতপ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে সিদ্ধ ও আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রদত্ত উপজেলাওয়ারী বিভাজনে যে সমস্ত উপজেলাসমূহে সিদ্ধ ও আতপ চালকল নেই সে সমস্ত উপজেলার প্রদত্ত সিদ্ধ ও আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রার মোট ১৮,৪৮২ মে:টন (সিদ্ধ ১২,৩৮২ মে:টন ও আতপ ৬,১০০ মে:টন) চালকে ধানে রুপান্তরিত ২৬,৯৯১ মে:টন ধানের লক্ষ্যমাত্রা ৬.০০ লাখ মে:টন ধানের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সমন্বয় করা হয়। এতে ধানের স্থিরকৃত লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৬,২৬,৯৯১ মে:টন, সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৩৭,৬১৮ মে:টন ও আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা ৪৩,৯০০ মে:টন। আমন ২০১৯-২০ মৌসুমে ৫/০৩/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৬,২৬,৬৪৮ মে:টন ধান, ৩,৩৭,৪০৭ মে:টন সিদ্ধ চাল ও ৪৩,৪০২ মে:টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে এফপিএমসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২০ সালের বোরো মৌসুমে (২৬/০৪/২০২০ খ্রি: থেকে ৩১/০৮/২০২০ খ্রি: পর্যন্ত) প্রতি কেজি ২৬/- টাকা মূল্যে ৬.০০ লাখ মে:টন ধান, প্রতি কেজি ৩৬/- টাকা মূল্যে ১০.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল ও প্রতি কেজি ৩৫/- টাকা হিসেবে ১.৫০ লাখ মে:টন আতপ চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে ধানের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৬.০০ লাখ মে:টন থেকে আরো ২.০০ লাখ মে:টন বাড়িয়ে ধানের মোট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় ৮.০০ লাখ মে:টন। বোরো ২০২০ মৌসুমে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৬৮,৮৮৫ মে:টন ধান, ২,৫৪,৯৬৭ মে:টন সিদ্ধ চাল ও ৩৩,২৮২ মে:টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে।

### ৪.১.২ বৈদেশিক সংগ্রহ/সরকারি আমদানি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব অর্থে .১৫ লাখ মে:টন চাল এবং ৫.৫০ লাখ মে:টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী সরকারের নিজস্ব অর্থে ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে ৩.৮০ লাখ মে:টন গম এবং ১৪.৬৭৮ মে:টন চাল বিদেশ হতে আমদানির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। বাজেটে ৫.৫ লাখ মে:টন গমের মধ্যে জিটুজি পদ্ধতিতে ১.০০ লাখ মে:টন এবং আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে প্রায় ৭০,০০০ মে:টন সর্বমোট ১.৭০ লাখ মে: টন গম চুক্তি মোতাবেক খালাসের অপেক্ষায় রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে নিজস্ব অর্থে .০১ লাখ মে: টন চাল এবং ৪.১৩ লাখ মে: টন গম বিদেশ থেকে আমদানির সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী সরকারের নিজস্ব অর্থে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩.৬৭ লাখ মে:টন গম বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। অর্থবছরে কোন চাল আমদানি করা হয়নি। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিটুজি পদ্ধতিতে ২.০০ লাখ মে:টন গম আমদানির জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয় যা তৎপরবর্তী অর্থবছরে প্রাপ্ত হবে।

### ৪.১.৩ বেসরকারি আমদানি

২০১৯-২০ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৬৬.২৮ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়, যার মধ্যে ০.০৪ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ৬৬.২৪ লাখ মেট্রিক টন গম।

**সারনী: সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৭-১৮) চাল ও গম আমদানির তুলনামূলক চিত্র**

| আমদানির পর্যায় | | ২০১৯-২০ (লাখ মেট্রিক টন) | | ২০১৮-১৯ (লাখ মেট্রিক টন) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | চাল | গম | চাল | গম |
| সরকারি আমদানি | নিজস্ব অর্থে | ০.০০ | ৩.৬৮ | ০.১৫ | ৩.৮১ |
| | বৈদেশিক সাহায্য | ০.০০ | ০.৬৯ | ০.৫৫ | ০.৯৩ |
| বেসরকারি আমদানি | | ০.০৪ | ৬১.৮৭ | ৩০.০৭ | ১.৩৫ |
| সর্বমোট আমদানি | | ০.০৪ | ৬৬.২৪ | ৩৮.৯৩ | ২.০৫ |

উৎসঃ সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

**৪.১.৪ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর**

চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন এখনও চাহিদার নিচে রয়েছে। বর্তমানে দেশে যে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় তার মধ্যে অধিকাংশই গম। সরকারি পর্যায়ে আমদানি করতে যে সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় তাতে আমদানি কার্যক্রম বেশ বিলম্বিত হয়। সরকারি পর্যায়ে দরপত্রের মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য যেসব সরবরাহকারী সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, তাদের অনেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়ে গেলে চুক্তি অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অপরদিকে, অনেক রপ্তানিকারক দেশ অস্থিতিশীল মূল্য পরিস্থিতিতে তাদের রপ্তানি কার্যক্রম সীমিত বা বন্ধ করে দেয়। এধরণের পরিস্থিতিতে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা তৈরি হয়। এরূপ বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্য নির্বিঘ্নে ও দ্রুততম সময়ে যাতে চাল ও গম আমদানি করা যায়, তার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে খাদ্য মন্ত্রণালয় সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে। গম আমদানির জন্য ইউক্রেন ও রাশিয়া এবং চাল আমদানির জন্য মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

## ৪.২ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থাঃ পিএফডিএস

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সংগ্রহ ও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং পিএফডিএস খাতে সরবরাহ করে খাদ্যশস্যের বাজার দর স্থিতিশীল রাখা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পিএফডিএস খাত প্রধানতঃ আর্থিক ও অনার্থিক খাতে বিভক্ত।

### ৪.২.১ আর্থিক খাতঃ

আর্থিক খাতে স্বল্পমূল্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ওএমএস, এলইআই (চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য) এবং ভর্তুকি মূল্যে সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি, আনসার, জেলখানা, ক্যাডেট কলেজে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।

#### ৪.২.১.১ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিঃ

নিরন্ন মানুষের বিষন্ন মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত নিয়েই খাদ্য অধিদপ্তরের পথ চলা। সে লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভালবাসায় সিক্ত 'খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ- ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ।' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ০৭/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়।

এই কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবার অর্থাৎ দেশের প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৬ সাল থেকে ব্র্যান্ডিং কর্মসূচি হিসাবে দেশের পল্লি অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা দেয়ার জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে কর্মাভাবকালীন (সাধারণত যে সময় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে) ৫ মাস (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও মার্চ-এপ্রিল) প্রতিমাসে ৩০ কেজি হারে প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে মে/২০২০ মাসে অতিরিক্ত ১ মাসসহ মোট ৬ মাস খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে চাল বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১০.৬০ লাখ মে.টন চালের বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং এখাতে ৭ মাস (সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং মার্চ, এপ্রিল ও মে) উপকারভোগীদের মাঝে চাল বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ কর্মসূচিতে ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত ২৬.১৩ লাখ মেঃ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য যথা সময়ের আগেই অর্জনের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে বলে খাদ্য অধিদপ্তর মনে করে।

#### ৪.২.১.২ খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস):

খাদ্যশস্যের বাজার দরে উর্দ্ধগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্নআয়ভূক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ওএমএস কর্মসূচিতে চাল ও আটা বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলতঃ দরিদ্র ও নিম্নআয়ভূক্ত শ্রেণীর মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য সহায়তা লাভ

করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় ও জেলা সদরে চাল বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৬৫৩ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে এবং বিশেষ ওএমএস কার্যক্রমে ৬৮,৩৮২ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

ময়দা মিলের মাধ্যমে গম ভাঙ্গিয়ে ওএমএস ডিলারের মাধ্যমে খোলাবাজারে আটা বিক্রয় খাদ্য বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা মহানগর, শ্রমঘন জেলা, অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলা শহর পর্যায়ে আটা বিক্রয় করা হয়। এ কার্যক্রমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২.১৫ লাখ (২.৬৯ মে.টন গমের বিপরীতে) মে.টন আটা বিতরণ করা হয়েছে।

### ৪.২.১.৩ করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে বিশেষ ওএমএস কার্যক্রমে চাল বিক্রি :

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ বাংলাদেশও ছড়িয়ে পড়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এতে স্বল্প আয়ের মানুষ যেমন দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, রিকশা-ভ্যান চালক, হকার শ্রমিক ইত্যাদি কর্মহীন হয়ে পড়ে। এ ধরনের মানুষদের খাদ্য সহায়তা দেওয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে ঢাকা মহানগর, অন্যান্য মহানগর, জেলা শহর এবং জেলা সদর বহির্ভূত ক, খ ও গ শ্রেণির পৌরসভা সমূহে ৫ এপ্রিল ২০২০ বিশেষ ওএমএস চালু করা হয়। প্রত্যেক এলাকার নির্দিষ্ট ওএমএস কমিটির দ্বারা তালিকাভুক্ত ডিলারের মাধ্যমে পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি করে প্রতি কেজি ১০/- টাকা দরে চাল বিতরণ করা হয়।

ক্রেতা সামাজিক দুরুত্ব বজায় না রাখায় প্রথম পর্যায়ের বিশেষ ওএমএস বাতিল হয়ে যাওয়ার পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি এলাকার নির্দিষ্ট ওএমএস কমিটি স্বল্প আয়ের পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করে এবং তাদেরকে ওএমএস কার্ড বিতরণ করা হয়। এই কার্ডের বিপরীতে প্রত্যেকটি পরিবারকে ১০/- টাকা প্রতি কেজি দরে মাসিক ২০ কেজি হারে বিক্রি করা হয়।

প্রতি জেলার আয়তন ও জনসংখ্যার ঘনত্বের ভিত্তিতে বিশেষ ওএমএস এর চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। মে'২০২০ মাসে বিশেষ ওএমএস কার্যক্রমে ১২ লক্ষ ৮১ হাজার পরিবারের মধ্যে ২৫,৬২৪ মে. টন চাল বিক্রি করা হয়। জুন' ২০২০ মাসে এ কার্যক্রমে ১৭,৭৮,৮৫০ পরিবারের মধ্যে ৩৫,৫৭৭ মে.টন চাল বিক্রি করা হয়েছে।

### ৪.২.১.৪ এলইআইঃ

বাংলাদেশ চা-সংসদের আওতাভূক্ত চা-বাগানসমূহে কর্মরত গরিব ও দুঃস্থ শ্রমিকদের মাঝে বছরে ৬ মাস চাল এবং ৬ মাস গম ওএমএস দরে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪,৫৪৩ **মে. টন** চাল ও ৯,৮২৯ মে.টন গম বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ খাতে ২২ হাজার মে.টন গমের বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

## ৪.২.২ অনার্থিক খাতে বিতরণ (Non-Monetized):

অনার্থিক খাতে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অন্তর্ভূক্ত ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, কাবিখা, টিআর, স্কুল ফিডিং অনার্থিক খাত হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দারিদ্র মোচনকে অন্যতম সমস্যা বিবেচনা করে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। দেশের সকল মানুষের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। আয় বর্ধন, কর্মসৃজন, শ্রম বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করে থাকে।

বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পিএফডিএস-এ খাতভিত্তিক খাদ্যশস্য বিতরণের হিসাব নিম্নে দেখানো হলোঃ

## পিএফডিএস খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ

হিসাবঃ মেঃ টনে

| খাতসমূহ | | প্রাক্কলিত বাজেট | | | ০১ জুলাই'১৯ হতে ৩০ জুন'২০ পর্যন্ত মোট বিতরণ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | চাল | গম | মোট | চাল | গম | মোট |
| আর্থিক খাত | বিশেষ জরুরী (ইপি) | ২১৭,২০২ | ১৩৯,৩৭৭ | ৩৫৬,৫৭৯ | ২০৫,২৫৭ | ১৩২,৩৭৬ | ৩৩৭,৬৩৩ |
| | অন্যান্য জরুরী (ওপি) | ১৯,২৭১ | ৩,১৯৪ | ২২,৪৬৫ | ১৯,০৮২ | ৩,১৯৩ | ২২,২৭৫ |
| | এলইআই | ১০,৮০০ | ১০,৮০০ | ২১,৬০০ | ৪,৫৪৩ | ৯,৮২৯ | ১৪,৩৭২ |
| | ওএমএস | ৮০,০০০ | ৩০০,০০০ | ৩৮০,০০০ | ৭০,০৩৫ | ২৬৯,২৯৯ | ৩৩৯,৩৩৪ |
| | খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি | ৮৯২,০০০ | ০ | ৮৯২,০০০ | ৮৮৭,৯৪৫ | ০ | ৮৮৭,৯৪৫ |
| **উপ-মোট =** | | **১,২১৯,২৭৩** | **৪৫৩,৩৭১** | **১,৬৭২,৬৪৪** | **১,১৮৬,৮৬২** | **৪১৪,৬৯৭** | **১,৬০১,৫৫৯** |
| অনার্থিক খাত | কাবিখা (ত্রাণ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) | ১০০,০০০ | ১৮০,০০০ | ২৮০,০০০ | ৯৮,৫৩৬ | ১১৯,৮৫৩ | ২১৮,৩৮৯ |
| | কাবিখা (ভূমি মন্ত্রণালয়) | ৪৭,০০০ | ০ | ৪৭,০০০ | ৯,৬২৯ | ০ | ৯,৬২৯ |
| | ভিজিডি | ৩৭৪,৪০০ | ০ | ৩৭৪,৪০০ | ৩৭৩,৭৫৯ | ০ | ৩৭৪,৮৫৪ |
| | টিআর | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২১৩ |
| | জিআর | ৩২৫,০০০ | ০ | ৩২৫,০০০ | ২৩৬,৮৯৯ | ০ | ২৩৬,৬৯৩ |
| | ভিজিএফ (ত্রাণ) | ৩৫২,১৯৭ | ২,০৩০ | ৩৫৪,২২৭ | ২৪৭,৮৪৪ | ২,০৩০ | ২৪৮,৭৭৬ |
| | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক (টিআর) | ৫০,০০০ | ৩০,০০০ | ৮০,০০০ | ৪৯,৯০০ | ২৯,৯৭৬ | ৭৯,৮৭৩ |
| **উপ-মোট =** | | **১,২৪৮,৫৯৭** | **২১২,০৩০** | **১,৪৬০,৬২৭** | **১,০১৬,৫৬৭** | **১৫১,৮৫৯** | **১,১৬৮,৪২৫** |
| **মোট =** | | **২,৪৬৭,৮৭০** | **৬৬৫,৪০১** | **৩,১৩৩,২৭১** | **২,২০৩,৪২৯** | **৫৬৬,৫৫৬** | **২,৭৬৯,৯৮৫** |

এফডিএস খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের খাদ্যশস্যের বাজেট ও বিলি-বিতরণ (বার গ্রাফ)

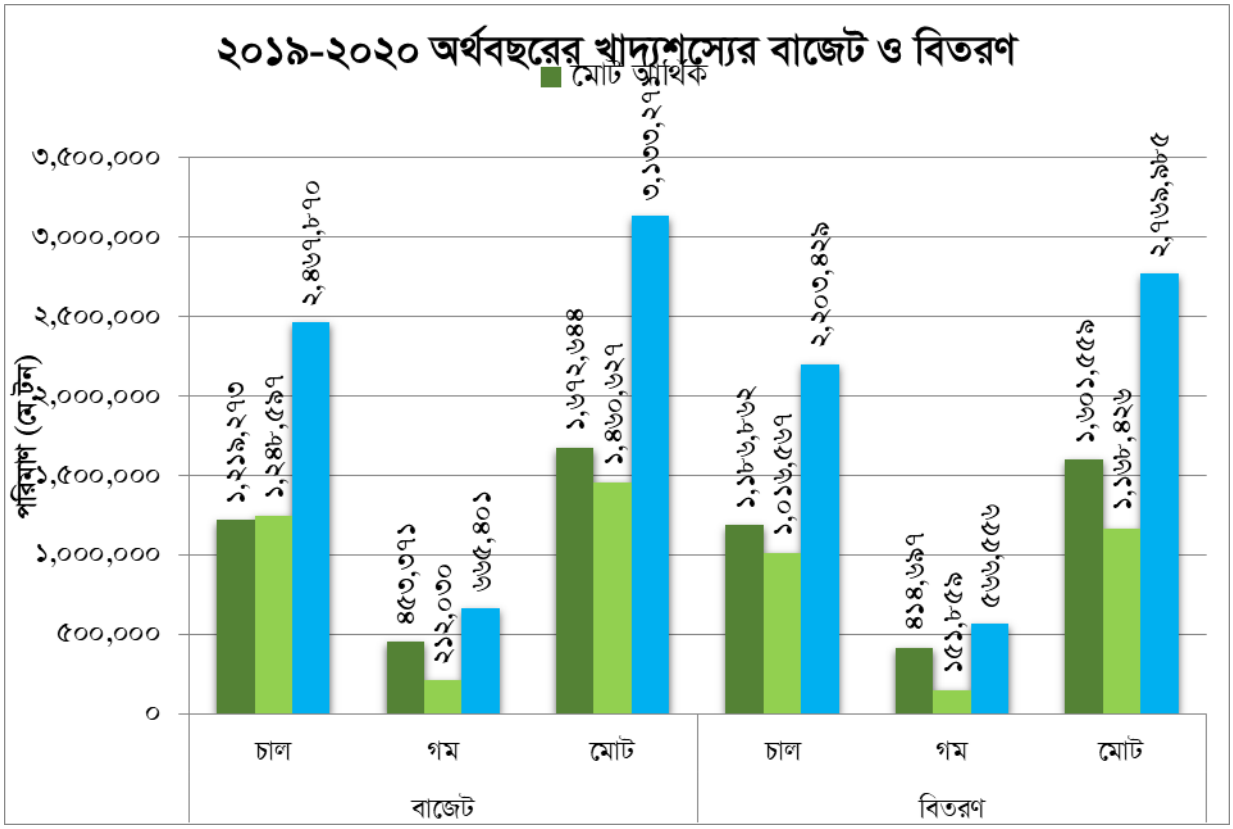


### ৪.২.২.১ মাসভিত্তিক চাল ও আটার বাজার দরঃ

সুপরিকল্পিতভাবে ২০০৯-২০১৯ সালে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার (পিএফডিএস) খাতসমূহে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ, বিলি-বিতরণ এবং তদারকি ও মনিটরিং এর ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের চাল ও আটার মাস ভিত্তিক গড় বাজার মূল্য নিম্নে দেখানো হলোঃ

**২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর**

**হিসাবঃ টাকা/প্রতিকেজি**

| মাসের নাম | চাল | আটা |
|---|---|---|
| জুলাই/২০১৯ | ৩০.৫৫ | ২৪.৩২ |
| আগষ্ট/২০১৯ | ৩০.৫১ | ২৩.৭১ |
| সেপ্টেম্বর/২০১৯ | ৩০.৪৪ | ২৩.৭৯ |
| অক্টোবর/২০১৯ | ২৯.৩০ | ২৩.৯৪ |
| নভেম্বর/২০১৯ | ৩০.১৭ | ২৩.৯৫ |
| ডিসেম্বর/২০১৯ | ৩০.২৫ | ২৪.০৩ |
| জানুয়ারি/২০২০ | ৩০.০৯ | ২৪.২৪ |
| ফেব্রুয়ারি/২০২০ | ২৮.৩৪ | ২২.৯৯ |
| মার্চ/২০২০ | ৩৪.০০ | ২৩.০০ |
| এপ্রিল/২০২০ | ৩৬.০০ | ২৩.০০ |
| মে/২০২০ | ৩৭.০৪ | ২৩.০০ |
| জুন/২০২০ | ৩৬.৮৪ | ২৫.১৩ |

**সূত্রঃ সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর।**

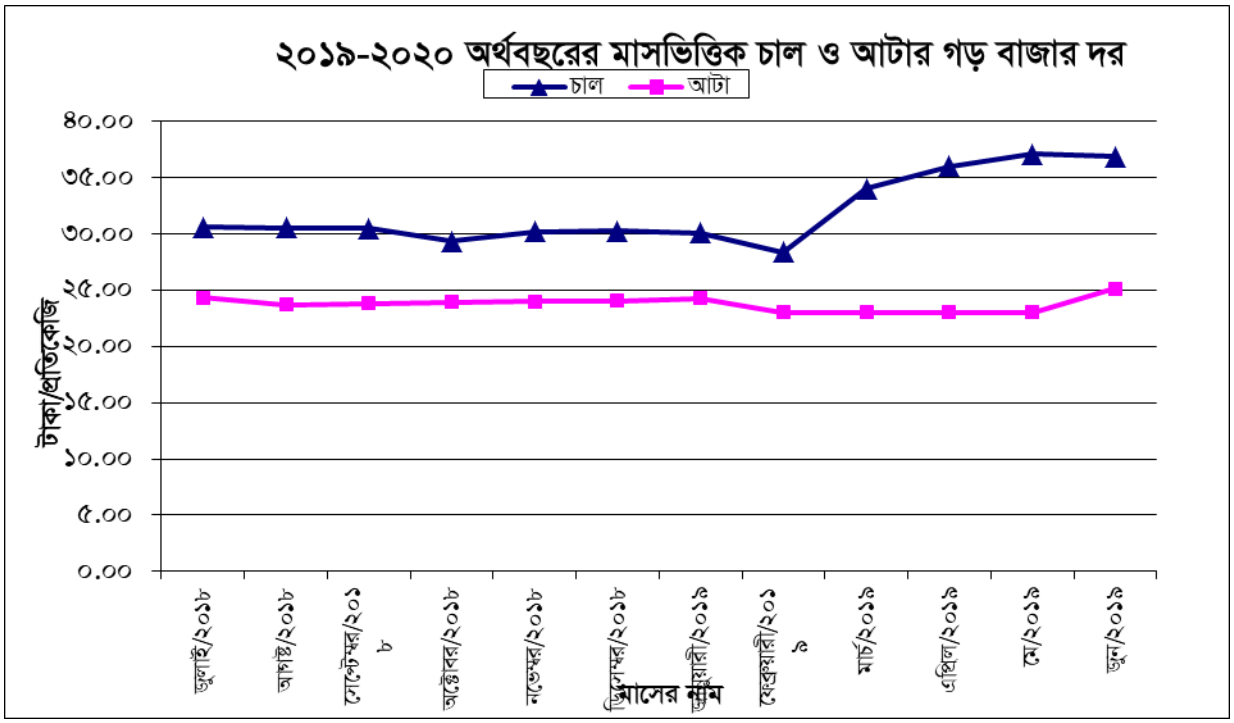


**গ্রাফঃ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মাস ভিত্তিক গড় বাজার দর।**

### ৪.৩ চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের কার্যক্রমঃ

সরকারি খাতে অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্য প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্প ব্যয়ে যথাসম্ভব সঠিক পরিমাণ, সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে মজুত ও সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলায় অভ্যন্তরীণভাবে জারীকৃত চলাচল সূচির আওতায় নিরাপদ স্থানান্তর করাই এ বিভাগের প্রধান কাজ। খাদ্যশস্য মজুত ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উদ্বৃত্ত জেলাসমূহ হতে খাদ্য ঘাটতি জেলাসমূহে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক চলাচলসূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

(ধারণক্ষমতা মে. টনে)

| ক্রঃ নং | স্থাপনা | কার্যকর স্থাপনার সংখ্যা | অকার্যকর স্থাপনার সংখ্যা | মোট স্থাপনার সংখ্যা | মোট ধারণ ক্ষমতা | মোট কার্যকরি ধারণ ক্ষমতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | এলএসডি | ৫৯৬ | ৩৮ | ৬৩৪ | ১৩০৪০৭৫ | ১২২২৪৫০ |
| ২ | সিএসডি | ১২ | ০ | ১২ | ৫৩৬০৫৪ | ৪৯৪৬৫২ |
| ৩ | সাইলো | ৫ | ১ | ৬ | ২৭৫৮০০ | ২৭৫০০০ |
| ৪ | ফ্লাওয়ার মিল | ১ | ০ | ১ | ১০০০০ | ১০০০০ |
| ৫ | ওয়্যারহাউজ | ১ | ০ | ১ | ২৫০০০ | ১৫০০০ |
| মোট = | | ৬১৫ | ৩৯ | ৬৫৪ | ২১৫০৯২৯ | ২০১৭১০২ |

**সারণি : সরকারি গুদাম ও সাইলোসমূহের ধারণক্ষমতা।**

### ৪.৩.১ খাদ্যশস্য পরিবহন:

খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য সারাদেশে মোট ২৪৬৯ জন বিভিন্ন শ্রেণির পরিবহন ঠিকাদার কর্মরত আছেন। পরিবহন ঠিকাদারগণের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী তথ্য নিম্নরূপঃ

| পর্যায় | মাধ্যম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| কেন্দ্রীয় | কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (সিআরটিসি) | ৫৯১ |
| | রেলওয়ে পরিবহন ঠিকাদার | ০৩ |
| | মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম | ০৮ |

| | | |
|---|---|---|
| | মেজর ক্যারিয়ার, খুলনা | ২৪ |
| | ডিবিসিসি (খুলনা-বরিশাল) | ৮০ |
| | ডিবিসিসি, ঢাকা | ৫১ |
| বিভাগীয় | ঢাকা বিভাগীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (ডিআরটিসি, ঢাকা) | ১১১ |
| | চট্টগ্রাম বিভাগীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (ডিআরটিসি, চট্টগ্রাম) | ৪৬৯ |
| | রাজশাহী বিভাগীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (ডিআরটিসি, রাজশাহী) | ৪১৪ |
| | খুলনা বিভাগীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (ডিআরটিসি, খুলনা) | ২৬৮ |
| | বরিশাল বিভাগীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (ডিআরটিসি, বরিশাল) | ০৩ |
| জেলা | অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (আইআরটিসি) | ৩৯২ |
| | অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ঠিকাদার (আইবিসিসি) | ৫৫ |
| | **মোট ঠিকাদারের সংখ্যা =** | **২৪৬৯** |

**সারণি: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পরিবহন ঠিকাদারের সংখ্যা।**

| **পণ্য** | **রেল** | **সড়ক** | **নৌ** | **মোট** (মে. টন) |
|---|---|---|---|---|
| চাল (মে. টন) | ৩৩০৬৪ | ৩৭৩৩৫২ | ১৮৩৯৫৬ | **৫৯০৩৭২** |
| গম (মে. টন) | ৫৯০৯৫ | ৩১৭৮২৮ | ৩৮০৫৪১ | **৭৫৭৪৬৪** |
| মোট (মে. টন) | **৯২১৫৯** | **৬৯১১৮০** | **৫৬৪৪৯৭** | **১৩৪৭৮৩৬** |
| পরিবহণের হার | **৬.৮৪%** | **৫১.২৮%** | **৪১.৮৮%** | **১০০%** |

**সারণি-: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্যশস্য পরিবহণের পরিমাণ।**

| ক্রঃ নং | জাহাজের নাম | সরবরাহকারীর নাম | বিএল পরিমাণ (মে. টন) | চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের পরিমাণ | মোংলা বন্দরে খালাসের পরিমাণ | মোট খালাসে পরিমাণ (মে. টন) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | Mv. BELEAST | M/S. Agrocorp International Pte ltd | ৪৭৩০০ | ২৮৩১৪.৮৬৭ | ১৮২৭৮.২৩৮ | ৪৬৫৯৩.১০৫ |
| ০২ | Mv. Bomar Oyster | M/S. Prodintorg Joint Stock Company | ৫২৫০০ | ৩১৪৩৬.১১৩ | ২০৪৮৪.৮৪৪ | ৫১৯২০.৯৫৭ |
| ০৩ | Mv. Akij Heritage | M/S. Prodintorg Joint Stock Company | ৫২৫০০ | ৩১৪৭৫.৮৪৩ | ২১২৪৭.০২১ | ৫২৭২২.৮৬৪ |
| ০৪ | Mv. Common Faith | M/S. Agrocorp International Pte ltd | ৫২৫০০ | ৩১৪৫১.১৪২ | ২১০৩৮.৫২৬ | ৫২৪৮৯.৬৬৮ |
| ০৫ | Mv. Thor Friendship | M/S. Swiss Singapore Overseas Enterprises pte.Ltd. | ৪৯৯০০ | ২৯৮৯৮.৬৫০ | ১৯৯৯৩.৬৮২ | ৪৯৮৯২.৩৩২ |
| ০৬ | Mv. Fools Gold | World Vision Bangladesh | ২৩০৮০ | ২৩০৬৭.৪৪০ | ০.০০০ | ২৩০৬৭.৪৪০ |
| ০৭ | Mv. Global Andes | Care Bangladesh | ৪৫৯৯০ | ৪৫৫১৩.৩৪৭ | ০.০০০ | ৪৫৫১৩.৩৪৭ |
| ০৮ | Mv. Epic Trader | M/S. Agrocorp International Pte ltd | ৫২৫০০ | ৫২৩৯০.৫৯৯ | ০.০০০ | ৫২৩৯০.৫৯৯ |
| | | **Total=** | **৩৭৬২৭০** | **২৭৩৫৪৮.০০১** | **১০১০৪২.৩১১** | **৩৭৪৫৯০.৩১২** |

**সারণি: চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বৈদেশিকভাবে আমদানিকৃত গম খালাসের তথ্য।**

**মোট আমদানিকৃত গমের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে ৭৩.০৩% ও মোংলা বন্দরে ২৬.৯৭% খালাস হয়েছে।**

**৫.৩.২ খাদ্যশস্য মজুদ:**

০১ জুলাই ২০১৯ তারিখে খাদ্যশস্যের মজুদ ছিল সর্বমোট ১৮.৩৮ লাখ **মে. টন**। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্যের মজুদ ছিল ১৯.৭৮ লাখ মে.টন (আগস্ট ২০১৯) যার মধ্যে চাল ১৫৪২৯৬৫ মে.টন, গম ৩৫০৪৩৬ মে.টন, ধান ৮৫০৯১ মে.টন (চাল আকারে) এবং সর্বনিম্ন মজুদ ছিল ১১.১৬ লাখ মে.টন (মে ২০২০) যার মধ্যে চাল ১০৩৬০৭৪ মে.টন, গম ১৯২৬১৯ মে.টন।

| মাস | চাল (মে. টন) | গম (মে. টন) | ধান (চাল আকারে) | মোট (মে. টন) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| জুলাই/১৯ | ১৪৩৮৯৭৪ | ৩১৯১৮২ | ৮০১৭৪ | ১৮৩৮৩৩০ |
| আগাষ্ট/১৯ | ১৫৪২৯৬৫ | ৩৫০৪৩৬ | ৮৫০৯১ | ১৯৭৮৪৯২ |
| সেপ্টেম্বর/১৯ | ১৪৩৭৯৩৪ | ৩৮০৫১১ | ৩৩২৮৩ | ১৮৫১৭২৮ |
| অক্টোবর/১৯ | ১২৬৩০৩২ | ৩৬৪১৭৬ | ৪১৩১ | ১৬৩১৩৩৯ |
| নভেম্বর/১৯ | ১০৬২২৫৬ | ৩২৯০৫০ | ২১৫ | ১৩৯১৫২১ |
| ডিসেম্বর/১৯ | ১০০৮১৫১ | ৩২১৩৮৯ | ৪৬৪০৫ | ১৩৭৫৯৪৫ |
| জানুয়ারি/২০ | ১১৪৪১৮৪ | ৩৩২৪৪৯ | ১৪০৫৫৯ | ১৬১৭১৯২ |
| ফেব্রুয়ারি/২০ | ১৩৭২৩৩৩ | ৩৫১৬৩৯ | ১১৪১৪৩ | ১৮৩৮১১৫ |
| মার্চ/২০ | ১২৭৭৯১৩ | ২৯১৭৩৯ | ৩৭৮৩৯ | ১৬০৭৪৯১ |
| এপ্রিল/২০ | ১০১৮০৬৩ | ২৬৫০৬৪ | ১৩৯৫৪ | ১২৯৭০৮১ |
| মে/২০ | ৭৮৬২৫৪ | ৩২১০৯২ | ৯২৩০ | ১১১৬৫৭৬ |
| জুন/২০ | ৩৮০৪৯ | ৮৫৩৭২৪ | ২২৭৮৬৮ | ১১১৯৬৪১ |

**সারণি-: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্যের মজুত বিবরণী**।

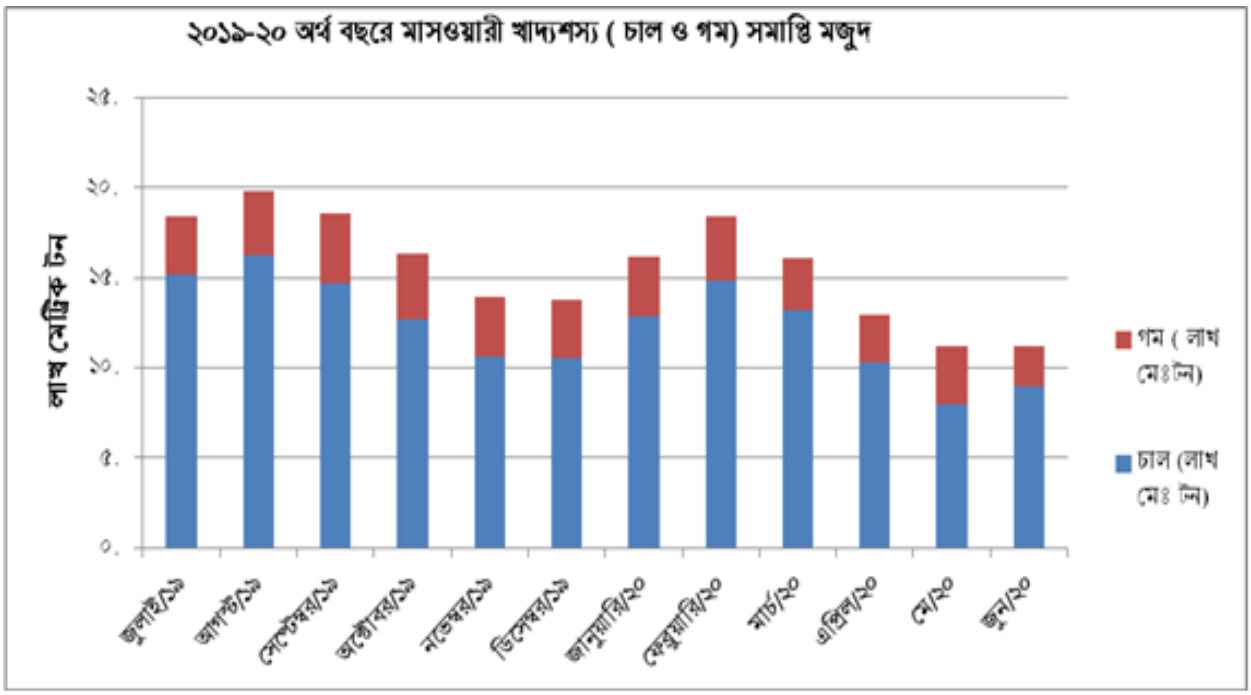


**লেখচিত্র: ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাসওয়ারী খাদ্যশস্য (চাল ও গম) মজুদ**

### ৪.৩.৩ গুদাম ভাড়া প্রদানঃ

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে গুদাম ভাড়া নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (কক্সবাজার), WFP, TCB, ACF, প্রত্যাশা বাংলাদেশ ও CARE BANGLADESH সহ মোট ০৮(আট)টি প্রতিষ্ঠানের নিকট খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অব্যবহৃত গুদাম ভাড়া বাবদ সর্বমোট মাসিক রাজস্ব অর্জন-১৩,৭২,২৩১.৬৭/- (তেরো লাখ বায়াত্তর হাজার দুইশত একত্রিশ টাকা সাতষট্টি পয়সা) টাকা।

**(হিসাব মে. টনে)**

| সংস্থার নাম | গুদামের সংখ্যা (টি) | ধারণক্ষমতা (মে. টন) |
|---|---|---|
| দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | ০৫ | ৪৫০০ |
| জেলা প্রশাসন (কক্সবাজার) | ০৩ | ৩০০০ |
| বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (কক্সবাজার) | ০২ | ২০০০ |
| WFP | ১০ | ৯০০০ |
| TCB | ০৬ | ৩৫০০ |
| ACF | ০১ | ১,০০০ |
| প্রত্যাশা বাংলাদেশ | ০১ | ৫০০ |
| CARE Bangladesh | ০২ | ১,০০০ |
| **মোট=** | **৩০** | **২৪,৫০০** |

**সারণি-: বিভিন্ন সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহের তথ্য।**

### ৪.৩.৪ রেল সাইডিং মেরামতঃ

| ক্রঃনং | সংস্থাপণের নাম | কাজের ধরণ | বাজেটের পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ০১ | খুলনা সিএসডি, খুলনা | রেল সাইডিং মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য | ৮,৮০,৩৫,১৭৬.৭৩/- |
| ০২ | মহেশ্বরপাশা সিএসডি, খুলনা | | ১০,৯১,৭৫,৮১৮.২৪/- |
| ০৩ | চট্টগ্রাম সাইলো, চট্টগ্রাম | | ৮,৬২,৬৪,৪৪৫.৯৭/- |
| ০৪ | দেওয়ানহাট সিএসডি, চট্টগ্রাম | | ৬,৩৬,৯৯,৮৩২.৮৯/- |
| | | মোট= | ৩৪,৭১,৭৫,২৭৩.৮৩/- |
| কথায়ঃ চৌত্রিশ কোটি একাত্তর লাখ পঁচাত্তর হাজার দুইশত তিয়াত্তর টাকা তিরাশি পয়সা মাত্র | | | |

**সারণি: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে রেল সাইডিং মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম খাতে বরাদ্দকৃত স্থাপনাসমূহ।**

### ৪.৩.৫ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারিঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের **Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss**-শীর্ষক সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম পরিচালনাকারী পরামর্শক সংস্থা Technohaven Consortium কর্তৃক খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারির জন্য একটি Software প্রস্তুত করা করেছে। উক্ত *Least Cost Route Movement Programming and Stock in Transit* সফটওয়্যারের এর মাধ্যমে সড়ক, নৌ ও রেলপথে খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারির পাইলটিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে খাদ্যশস্য চলাচলের জন্য আগাম পরিকল্পনাকরণ সহজ হবে, পরিকল্পনার আলোকে সঠিক এবং লাগসই চলাচল সূচি প্রণয়নে সহায়ক হবে, স্বল্প ব্যয় পথ নিরূপণ করে চলাচল সূচি জারি করা সহজ হবে, পথ খাতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ জানা সহজতর হবে, খাদ্যশস্যের ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট, মাল্টিপল মুভমেন্ট, ক্রস মুভমেন্ট এবং অপ্রয়োজনীয় চলাচল পরিহার করা সম্ভব হবে, সর্বোপরি, খাদ্যশস্য চলাচল কার্যক্রমে একটি আধুনিক, দক্ষ ও মিতব্যয়ী ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হবে।

### ৪.৪ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা কার্যক্রম

পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

**খাদ্যশস্য পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণঃ**

খাদ্যশস্যের গুণগত মান যাচাই ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে ১৫৪টি এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারসমূহে ৬২২টি সহ সর্বমোট ৭৭৬টি খাদ্যশস্যের নমূনা পরীক্ষা করা হয়।

**ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ঃ**

খাদ্য শস্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন এলএসডি/সিএসডি/সাইলোতে ব্যবহারের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ ও খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে বিগত ২২/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১,০০০ (এক হাজার) টি আর্দ্রতামাপক যন্ত্র (Moisture Meter) ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সংগৃহীত Moisture Meter ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

**গ্যাস প্রুফ শীট ক্রয়ঃ**

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল সিএসডি ও এলএসডিতে  সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ধুমায়ন পদ্ধতিতে কীট নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১০০০ (এক হাজার) পিস গ্যাসপ্রুফ শীট (জিপি শীট) ক্রয়ের জন্য ০৩/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) অনুসরণে e-GP System-এ মেসার্স আল মদিনা ট্রেডার্স এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের ০৬/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতিশীঘ্রই গ্যাসপ্রুফ শীট (জিপি শীট) চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছবে।

**আনলোডার ক্রয়ঃ**

চট্টগ্রাম সাইলো জেটিতে ঘন্টায় ২০০ মেঃ টন খালাস ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি নতুন Rail mounted mobile pneumatic Ship unloader ক্রয় এবং চট্টগ্রাম সাইলো জেটিতে বিদ্যমান Vigan-1Pneumatic Ship Unloader টি Upgradation এর জন্য Vigan Engineering, S.A, Rue de I'Industric 16, B-1400 Nivelles, E.C.Belgium এর সাথে খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে ২৬/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শীঘ্রই উক্ত আনলোডারের বেলজিয়ামে PSI সম্পাদনপূর্বক চট্টগ্রাম বন্দরে Shipment করা হবে।

**যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ**

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন চট্টগ্রাম ও মোংলা সাইলোতে স্থাপিত Pneumatic Ship Unloader এর বিভিন্ন প্রকার (মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক, নিউমেটিক ও হাইড্রলিক) Spares parts ক্রয়/সংগ্রহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২(দুই) বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর ও মেসার্স আল মদিনা ট্রেডার্স এর মধ্যে ২৪/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে আনলোডারের সার্ভিসিং কার্যক্রম চলমান আছে।

**কাঠের ডানেজ ক্রয়ঃ**

গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২ মি.x১ মি. সাইজের ৫০০০ (পাঁচ হাজার) পিস উন্নতমানের সিজনকৃত গর্জন কাঠের তৈরী ডানেজ প্রতি পিস ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হিসেবে সর্বমোট ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণে সংগ্রহের জন্য গত ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ৩,৩৪৪ (তিন হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ) পিস ডানেজ বিভিন্ন খাদ্য গুদামে সরবরাহ করা হয়েছে।

**ডিজিটাল ওয়েব্রীজ এবং ডিজিটাল প্লাটফরম স্কেল ক্রয়ঃ**

মাঠ পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সঠিক ওজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন সাইলো, সিএসডি ও এলএসডি'তে ব্যবহারের জন্য ১০০০টি Digital Platform Scale (৬০০ kg Capacity) এবং ১৮টি Digital Weigh Bridge Scale (৬০ MT Capacity) সরবরাহের নিমিত্ত ও স্থাপনের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর মধ্যে ১৯/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সংগৃহীত সকল স্কেল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

**পরিদর্শন ও কারিগরী সহায়তা কার্যক্রমঃ**

**নতুন নির্মাণ ও মেরামত কাজঃ**

খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সারাদেশের জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদাম সমূহ মেরামত করে প্রতি বছর গুদামের কার্যকর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া নতুন স্থাপনা নির্মাণের আওতায় অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, ডীপ টিউবওয়েল স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত নতুন নির্মাণ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

**(ক) নতুন নির্মাণ কাজঃ** খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ কর্তৃক নতুন নির্মাণের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২৪টি নতুন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ২৪টি কাজের মধ্যে ৪টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি কাজের গড় অগ্রগতি ৪০.৮৯%। এসব কাজের মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অফিস ভবন, অন্যান্য অফিস ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, দারোয়ার কোয়ার্টার, আরসিসি রাস্তা ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

**(খ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজঃ** খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৫টি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ২৫টি কাজের মধ্যে ২১টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি কাজের গড় অগ্রগতি ৯৬.২৪%। এসব কাজের মধ্যে এলএসডি, সিএসডি, সাইলো, অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য স্থাপনা মেরামত অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

**৫.০ উন্নয়ন**

**২০১৯-২০ অর্থবছরে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ**

দেশের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তধীন ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

**(১) সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণঃ**

বর্তমান সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'সারাদেশে ১.০৫ লক্ষ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে) প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৮টি বিভাগে ৫৪টি জেলাধীন ১৩১টি উপজেলায় নতুন ১৬২টি খাদ্য গুদাম (১০০০ মেঃ টনের ৪৮টি ও ৫০০ মেঃটনের ১১৪টি) নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আছে। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ১০৯ টি গুদাম হস্তান্তরিত হয়েছে এবং ১০ টি গুদাম হস্তান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৭%।

**(২) Modern Food Storage Facilities Project:**

দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৮টি কৌশলগত স্থানে (চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং মহেশ্বরপাশা) মোট ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ৮টি আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশুগঞ্জ (১,০৫,০০০ মেঃটন), ময়মনসিংহ (৪৮,০০০ মেঃটন) ও মধুপুর (৪৮,০০০ মেঃটন) সাইটে মোট ২,০১,০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৩টি সাইটে কাজের গড় অগ্রগতি ৬৫%। প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০ মাস পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**(৩) সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ:**

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ৭২৫ টি স্থাপনায় গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৫৫২.৯৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি

অর্থায়নে) । ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ১৫৮টি গুদাম, ১১১টি আবাসিক ভবন, ৮৫টি অনাবাসিক ভবন, ২৫,৭৪০ মিটার সীমানা প্রাচীর এবং ৫৫,৬০০ বঃমি রাস্তার মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪০%।

**(৪)"খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণঃ**

প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সাইলো ক্যাম্পাসে পুষ্টিচাল বিতরণের জন্য ৬ টি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ কার্নেল উৎপাদনের জন্য একটি প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬৭৭.৮০ লক্ষ টাকা।

**৬.০ বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম**

**৬.১ বাজেট ব্যবস্থাপনা**

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budget Framework, MTBF) পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সক্ষমতা (Capacity) বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে সরকারের নীত ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা। দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়ন এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মনিটরিং, উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও প্রয়োজন মাফিক তা সংশোধন করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

**৬.১.১ খাদ্য অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপঃ**

খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনাধীন ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ নিচে দেয়া হলোঃ

| খাতের বিবরণ | ২০১৯-২০ | | |
|---|---|---|---|
| | মূল বাজেট (হাজার টাকায়) | সংশোধিত বাজেট (হাজার টাকায়) | প্রকৃত ব্যয় (হাজার টাকায়) |
| খাদ্য অধিদপ্তর | | | |
| প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | ৫৭১,৫৬,০০ | ৫৩৬,০৮,৪৩ | ৪৫৯,৭২,২৯ |
| খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ | ১৫৬৪৯,০৯,৮৭ | ১৫২২১,৬৫,৮০ | ১৩৩৬৯,৮৪,৬১ |
| মোট-অনুন্নয়ন ব্যয়: | ১৬২২০,৬৫,৮৭ | ১৫৭৫৭,৭৪,২৩ | ১৩৮২৯,৫৬,৯০ |
| উন্নয়ন ব্যয় | ৮৭০,৮৬,০০ | ৪৬১,৪৯,০০ | ২১৫,১২,০০ |
| মোট-(অনুন্নয়ন + উন্নয়ন) : | ১৭০৯১,৫১,৮৭ | ১৬২১৯,২৩,২৩ | ১৪০৪৪,৬৮,৯০ |

উৎস : হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

**সারণীঃ ব্যয় বাজেট ২০১৯-২০।**

| অধিদপ্তর/সংস্থা/অপারেশন ইউনিট | প্রাপ্তি বাজেট (হাজার টাকায়) | সংশোধিত প্রাপ্তি (হাজার টাকায়) | প্রকৃত প্রাপ্তি (হাজার টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| খাদ্য অধিদপ্তর | ২৬,৪৫,০০ | ২৬,৫৫,০০ | ২৯,১২,৯৭ |

উৎস : হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

**সারণীঃ প্রাপ্তি বাজেট (২০১৯-২০)**

**৬.১.২ খাদ্য বাজেটের আওতায় খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ/বিপণন, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ**

প্রতি অর্থবছরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০) খাদ্য বাজেটের আওতায় সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ করেছে এবং পিএফডিএস এর আওতায় তা বিতরণ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেট অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

| খাতের বিবরণ | বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | প্রকৃত অর্জন | |
|---|---|---|---|---|
| সংগ্রহ | পরিমাণ (লাখ মে: টনে) | মূল্য (কোটি টাকায়) | পরিমাণ (লাখ মে: টনে) | মূল্য পরিশোধ (কোটি টাকায়) |
| খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় বাবদ ভর্তুকি | ০ | ৩৯৯৩.৬৬ | ০ | ৩৭৩২.৭১ |
| বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানি | ০.৮৯ (চাল-০.০১ গম-০.৮৮) | ২৬৬.০৫ | ০.৬৯ (চাল-০.০০ গম-০.৬৯) | ১৬৩.৬২ |
| নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানি | ৪.১৪ (চাল-০.০১ গম-৪.১৩) | ৯৫২.০০ | ৩.৬৮ (চাল-০.০০ গম-৩.৬৮) | ৭৪৭.৫৮ |
| অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ | ২৩.৪৯ (চাল-২২.৭৪ গম-০.৭৫) | ৮৭৭৭.৯৬ | ১৮.৭২ (চাল-১৮.০৫ গম-০.৬৭) | ৭৬৩৬.১৫ |
| পরিচালন ব্যয় | ০ | ১২৩১.৯৯ | ০ | ১০৮৯.৭৯ |
| প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | ০ | ৫৩৬.০৮ | ০ | ৪৫৯.৭২ |
| মোট= | ২৮.৫২ (চাল-২২.৭৬ গম-৫.৭৬) | ১৫৭৫৭.৭৪ | ২৩.০৯ (চাল-১৮.০৫ গম-৫.০৪) | ১৩৮২৯.৫৭ |
| বিতরণ | | | | |
| মোট নগদ বিক্রয় (চাল) | ১২.০৭ | ৯৪৬.০০ | ১১.৮৭ | ১০৯৩.৭৬ |
| মোট নগদ বিক্রয় (গম) | ৪.৬৫ | ৪৮৬.০০ | ৪.১৫ | ৪২৬.১০ |
| কাবিখা (চাল) | ১.২০ | ৫২৩.০০ | ১.০৮ | ৪৭৪.৪৪ |
| কাবিখা (গম) | ১.৮০ | ৫৮৩.০০ | ১.২০ | ৩৭৬.৫০ |
| ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (চাল) | ১১.০৩ | ৪৮০৭.০০ | ৯.০৮ | ৩৯৭৫.০১ |
| ভিজিডি/টিআর/জিআর/ইত্যাদি (গম) | ০.৩০ | ৯৭.০০ | ০.৩২ | ১০০.৫৬ |
| ভর্তুকি | ০ | ৫৩৩২.০০ | ০ | ৫০৪৯.৫৩ |
| মোট | ৩১.০৫ | ১২৭৭৪.০০ | ২৭.৭০ | ১১৪৯৫.৯০ |

**উৎস:** হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

সারণী: খাদ্য বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন, ২০১৯-২০।

## ৬.২ নিরীক্ষা

### ৬.২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগঃ

সফল ও সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক কার্যসম্পাদন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত জনগুরুত্বপূর্ণ উক্ত দপ্তরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ একজন অতিরিক্ত পরিচালকের অধীনে সরাসরি মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরেরনিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধিবিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন , সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়মিতভাবে উদ্‌ঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয় মিতব্যয়িতা, যধাযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতা সহকারে নির্বাহ করার লক্ষ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/সামগ্রী লেনদেনের উপর সংরক্ষিত হিসাবের খতিয়ানসমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদ্‌ঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কাজ বর্তমানে দুই ভাবে পরিচালিত হয় যথা- বাৎসরিক নিরীক্ষা এবং বিশেষ নিরীক্ষা।

### ৬.২.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের জনবল ও নিরীক্ষা দল গঠনঃ

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত জনবল সংখ্যা ৮৮ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ২৯ জন। জনবল সংকটের কারণে খাদ্য অধিদপ্তরে মাঠমর্যায়ের ১১৭৬টি স্থাপনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সাধারণত ১ (এক) জন

সুপারিনটেনডেন্টকে প্রধান করে নিরীক্ষা দল গঠন করা হয়ে থাকে। কিন্তু ১১টি সুপারিনটেনডেন্ট ও ৩৯টি অডিটরের পদে কোন লোকবল না থাকায় প্রত্যাশিত মানের নিরীক্ষা দল গঠন ব্যাহত হচ্ছে এবং মাঠ পর্যায়ে বকেয়া নিরীক্ষার পরিমান বেড়ে যাচ্ছে।

| অর্থ বছর | মোট জেলার সংখ্যা | প্রেরিত নিরীক্ষা দলের সংখ্যা | নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত জেলার সংখ্যা | নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা সম্পাদিত সংস্থাপনার সংখ্যা | নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির সং`খ্যা | উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত টাকার পরিমাণ। (কোটি টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৯-২০ | ৬৪ | ০৬ | ১৬ | ৩১৫ | ১১৭৭ | ৪.৯৬ |

সারণি- ২০১৯-২০ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা কার্যক্রম।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন ।

| অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তি | | প্রাপ্ত ব্রডসীটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত নিরীক্ষা আপত্তি | | অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| পূর্ববর্তী বৎসরের জের ( জুলাই /১৯) = ৪১২০৬<br>২০১৯-২০২০ অর্থবৎসরের সংযোজন = ১১৭৭ | ১০৯৭.৩০<br>৪.৯৬ | ১৮৫ | ২২১১ | ০৩.০৫ | ৪০১৭২ | ১০৯৯.২১ |
| মোট = ৪২৩৮৩ | ১১০২.২৬ | | | | | |

### ৬.২.৩ অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারঃ

রুপকল্প'২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাদি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ, নিরীক্ষার অন্যান্য সকল প্রকার তথ্যাদি হালনাগাদকরণ, চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরলগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ, ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দেনা-পাওনা সমন্বয়করণ এবং সর্বোপরি যথাসময়ে নিরীক্ষা আপত্তি জবাব প্রদান ও নিষ্পত্তিকরণ ইত্যাদির লক্ষ্যে Audit Management Software তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক উত্থাপিত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ, তথ্যাদি আপলোড, রিপোর্টিং ও জবাব প্রদানের লক্ষ্যে সফটওয়ারের ব্যবহার ও অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদকরণের জন্য বিভাগ/জেলা কার্যালয় দপ্তর প্রধান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর/অডিট কাজের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । বর্তমানে অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তির তথ্য সফটওয়ারে আপলোডের কাজ চলছে।

### ৬.৩ বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগঃ

খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী অর্থ আদায়, অবলোপন ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে আপত্তি নিষ্পত্তির দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ এর অধীন অধিশাখা ও অডিট-১, অডিট-২ এবং অডিট-৩ শাখার উপর ন্যস্ত। আর্থিক অনিয়মের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্যিক অডিট আপত্তিসমূহ সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আপত্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহের জবাব মাঠ পর্যায় হতে আণয়ন করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ পাবলিক একাউন্টস কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।

২০১৯-২০২০অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

| সংস্থা/দপ্তর | নিরীক্ষার ধরণ | পূর্ববর্তী বছরের জের (০১/০৭/১৯ এর প্রারম্ভিক স্থিতি) | | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নিরীক্ষার তথ্য | | | | সমাপনী জের (৩০/০৬/২০ এর সমাপনী স্থিতি) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | আপত্তির সংখ্যা | জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা) | উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা | জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা) | আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা | জড়িত অথ্যের পরিমাণ (কোটি টাকা) | আপত্তির সংখ্যা | জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা) |
| খাদ্য অধিদপ্তর | বাণিজ্যিক নিরীক্ষা | ১৮,১৫৭ | ৪,৩১৪.৮৮ | ২২৯ | ৪০৩.৭৮ | ৮৭১ | ৭০.৫২ | ১৭৫১৫ | ৪৬৪৮.১৪ |

৬.৩.১ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অডিট কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপণার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমঃ

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত প্রায় চল্লিশ হাজার অডিট আপত্তি খাদ্য অধিদপ্তরের জন্য একটা মস্ত বড় বোঝা তৈরী করেছিল। কিন্তু অধিদপ্তরের অডিট অনু-বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা নেমে আসে প্রায় আঠার হাজারে। এই আঠার হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলন শ্রেণিভূক্ত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অনু-বিভাগ নিম্নলিখিত কাজ করে যাচ্ছে।

- □ দ্বি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধি
- □ ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি
- □ মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক ও জবাব লিখনের জন্য সভা আয়োজন
- □ প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- □ অডিট অধিদপ্তরের সাথে মত বিনিময় সভা আয়োজন

৬.৩.২ দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তিঃ

**দ্বি-পক্ষীয় সভাঃ**

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বিপরীতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন আঠার হাজার একশত সাতান্নটি আপত্তির মধ্যে ১৩,৯৮৩টি আপত্তিই সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। এধরনের আপত্তিসমূহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির পাশাপাশি দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার উপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭টি বিভাগে ৭ জন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে দ্বি-পক্ষীয় অডিট কমিটি নিয়মিতভাবে সভা করে সাধারণ অনুচ্ছেদভূক্ত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রাখছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের দ্বি-পক্ষীয় সভায় ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলুনামুলক বিবরনীঃ

| সভা | | আলোচিত আপত্তি | | সুপারিশকৃত আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৮-১৯ অর্থবছর | ২০১৯-২০ অর্থবছর | ২০১৮-১৯ অর্থবছর | ২০১৯-২০ অর্থবছর | ২০১৮-১৯ অর্থবছর | ২০১৯-২০ অর্থবছর |
| ২৮ | ৩৫ | ৭৮৪ | ৭৮০ | ৬৭৭ | ৬৪৮ |

**ত্রি-পক্ষীয় সভাঃ**

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংশ্লিষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণিভুক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে) নিষ্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পক্ষীয় অডিট কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি (অগ্রিম ও খসড়া) নিষ্পত্তির কার্যক্রম সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এতদপৃষ্ঠায় লেখচিত্রে তা উপস্থাপন করা হলো।

খাদ্য অধিদপ্তরের ত্রি-পক্ষীয় সভায় ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তুলনামুলক বিবরনীঃ

| সভা | | আলোচিত আপত্তি | | সুপারিশকৃত আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৮-১৯ অর্থবছর | ২০১৯-২০ অর্থবছর | ২০১৮-১৯ অর্থবছর | ২০১৯-২০ অর্থবছর | ২০১৮-১৯ অর্থবছর | ২০১৯-২০ অর্থবছর |
| ২১ | ১৩ | ৪৮৩ | ২৬৩ | ৩৫৭ | ২০২ |

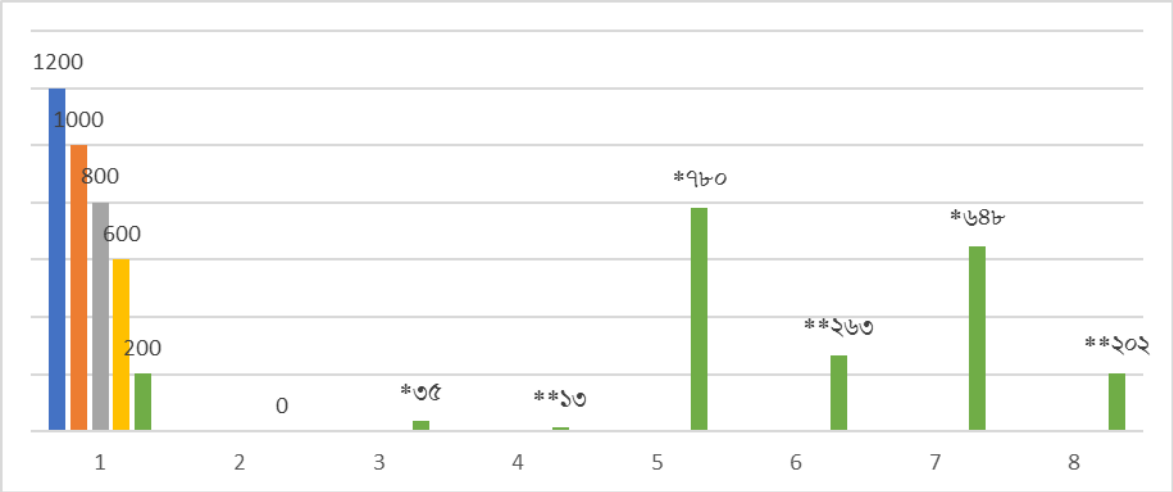


## ৭.০ আইসিটি কার্যক্রম

### ৭.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটঃ

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট কর্তক নিম্নে বর্ণিত আইসিটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ

**কম্পিউটার ল্যাব বর্ধিতকরণ**

- খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৫টি কম্পিউটার সজ্জিত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয় যা ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কম্পিউটার ল্যাবটির কলেবর বৃদ্ধি করা হয় এবং ২৮ জন অংশগ্রহণকারীর একই সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপোযোগী করা হয়।

**Movement Programming Software (Least Cost Route):** খাদ্য অধিদপ্তরের চসসা বিভাগের আওতায় Movement Manual, Least Cost Route, Stock in Transit, Movement Programming Software and Reviewing of Godown and Transit Loss-শীর্ষক সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ কার্যক্রমে Least Cost Route এর উপর ভিত্তি করে Movement Programming Software প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সফটওয়ারটি মাঠ-পর্যায়ে পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে।

**কৃষকের অ্যাপ:** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর মাধ্যমে প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহের অন-লাইন ভিত্তিক সফটওয়ার প্রণয়ন করা হয়েছে। যা আমন'২০১৯ মৌসুমে ১৬টি উপজেলায় এবং বোরো'২০১৯-২০ মৌসুমে ২৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আগামী আমন'২০২০ মৌসুমে ৬৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

**ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহ কার্যক্রম:** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চাল সংগ্রহের অন-লাইন ভিত্তিক সফটওয়ার প্রণয়ন করা হয়েছে যা আমন'২০২০ মৌসুমে ১৬টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

**অডিট ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ):** খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য অন-লাইন অডিট ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে যা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এবং মাঠ-পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। উক্ত সিস্টেম মাঠ-পর্যায়ে বাস্তবায়িত হলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে এবং দ্রুততর সময়ে অভ্যন্তরীণ অডিট নিস্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

**ই-নথি সিস্টেমঃ** খাদ্য অধিদপ্তর এবং নথি ব্যবস্থাপনায় ই-নথি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরসমূহেও ই-নথি সিস্টেম ব্যবহার শুরু হয়েছে।

**তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর খাদ্য ব্যবস্থাপনা (Food Storage and Market Monitoring System) FS&MM&S:** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক "আধুনিক খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের Sub-Component B2 এর আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এবং দেশব্যাপী অনলাইন ভিত্তিক খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

- খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ও নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা;
- খাদ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করা এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা;
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ইতোমধ্যে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ও নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

**খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটঃ** খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.dgfood.gov.bd (ডিজিফুড.বাংলা) জাতীয় ওয়েব-পোর্টালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ দরপত্র, খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণ, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, NOC ইত্যাদি তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের সেবা বক্সের মাধ্যমে সহজেই সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

# বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

**বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অর্জিত সাফল্য, গৃহীত কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন ২০২০**

মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদাসমূহ যথা- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মধ্যে প্রথম প্রয়োজন খাদ্য। বাকি সবগুলোর সাথে আপোষ করা গেলেও খাদ্য ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। জন্মলগ্ন থেকেই একটি শিশুর প্রাথমিক চাহিদা খাদ্য, যা তাঁর বেড়ে উঠার জন্য অপরিহার্য। আর খাদ্য যদি নিরাপদ ও পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ না হয়, তাহলে শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি তাঁর মেধা বা মননশীলতারও পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। শিশুটি তখন জাতির কাছে মানবসম্পদে পরিণত না হয়ে বোঝায় পরিণত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার সাথে খাদ্যের নিরাপদতা জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। একটি সুস্থ-সবল জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও সুষম পুষ্টি যা নিশ্চিত হয় নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি থেকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজন্ম লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেল্টা প্লান ২১০০ প্রনয়ণ করেছেন। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত MDG এর প্রায় সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে। তিনি জাতিসংঘ ঘোষিত SDG এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ২০৩০ এর মধ্যে অর্জনের নিরন্তর প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সদূর প্রসারী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্তে ৫৪ বছরের পুরাতন Pure Food Ordinance, 1959 রহিত করে যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ এ আইন কার্যকর হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

**কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলিঃ**

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা।

**কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে;**

১। **নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ:** নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের এ পর্যন্ত ৩ (তিন) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২। **কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি:** উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' গঠন করেছে। এ পর্যন্ত কমিটির ৫ (পাঁচ) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩। **বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি :** জনগণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে "নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি" গঠন করা হয়েছে।

৪। **কারিগরী কমিটি/Technical working group:**নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে ৮ টি কারিগরী কমিটি গঠনপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

**কর্তৃপক্ষের চলমান কার্যক্রমসমূহ:**

১। **জনবল নিয়োগ কার্যক্রম:** নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৬৫ জন জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার ইতোমধ্যে অনুমোদন দিয়েছে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল নিয়োগসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮ অনুমোদিত হয়ে গেজেট আকারে জারি হয়েছে; আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ১২৩ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের জন্য ইতোমধ্যে ৪২ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ৩য় শ্রেণির ১১৪ জন ও ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) ১০২ জনের নিয়োগকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

২। **বিধি-প্রবিধানমালা প্রণয়ন:** নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে:

(ক) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪;

(খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য (কারিগরি কমিটি) বিধিমালা, ২০১৭;

(গ) খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ প্রবিধানমালা, ২০১৭;
(ঘ) খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭;
(ঙ) মোড়কাবদ্ধ খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা, ২০১৭;
(চ) নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭;
(ছ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮;
(জ) খাদ্যের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ প্রবিধানমালা, ২০১৮;
(ঝ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯;
(ঞ) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য স্পর্শক) প্রবিধানমালা, ২০১৯।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত প্রবিধানমালাগুলো প্রণয়ণের কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই প্রবিধানমালাগুলো চূড়ান্তরূপে গেজেটে প্রকাশ করা হবে।

(ক) খাদ্য ব্যবসায়ীদের বাধ্যবাধকতা প্রবিধানমালা, ২০১৯;
(খ) নিরাপদ খাদ্য (রেস্তোরাঁ) প্রবিধানমালা, ২০২০;
(গ) নিরাপদ খাদ্য (প্রত্যাহার) প্রবিধানমালা, ২০২০।

৩। **বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন :** নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সারাদেশের জন্য ৭১টি বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলার ১ নং সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত এবং ৬টি মেট্রোপলিটন এলাকায় ৭টিসহ মোট ৭১টি বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন করা হয়েছে। মামলা পরিচালনার জন্য প্রতিটি আদালতে একজন করে পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রিট মামলাসমূহ মোকাবেলা করার জন্য ৬ জনের ১টি আইনজীবী পানেল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৪। **ল্যাব ডাইরেক্টরি প্রণয়ন:** সারাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার আওতায় মোট ৫০টি খাদ্য পরীক্ষাগারের তথ্য সম্বলিত (যথা:- টেস্ট প্যারামিটার, নিয়োজিত জনবল এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) একটি ল্যাব ডাইরেক্টরি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। **খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য ১০টি ল্যাবরেটরি সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান:** খাদ্যে ভেজাল নিরূপণ/পরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যে ১০টি ল্যাবরেটরি ও ১২৩টি টেস্ট প্যারামিটারকে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ল্যাবসমূহ হচ্ছে— পেস্টিসাইড এনালাইটিক্যাল ল্যাবরেটরি, ফিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি (সাভার), ফিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি (চট্টগ্রাম), ফিস কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি (খুলনা), এনালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি, ইনস্টিটিউট আব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস (ইনার্স), কেমিকেল টেস্টিং উইং (ফুড ডিভিশন), জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (মহাখালী), পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি (দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন) এবং আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার (চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন)।

৬। **মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:**

(ক) **জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক:** মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর আওতায় সকল জেলা প্রশাসকের সহায়তায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অপরাধ আমলে নিয়ে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে;

(খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অক্টোবর ২০১৮হতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর অধীনে এ পর্যন্ত ১৯১টি এবং জেলা পর্যায়ে ৮৫৪১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

৭। **নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান:** খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রেরণ, মামলা দায়ের, মামলা পরিচালনায় সহায়তা ইত্যাদি কাজে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ৫৭১ জন, খাদ্য অধিদপ্তরের ৪০ জন, সিটি কর্পোরেশনের ৩১ জন ও পৌরসভাসমূহ হতে ৮৬ জনসহ সর্বমোট ৭২৮ জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান পূর্বক নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;

৮। **প্রশিক্ষণ:**

(ক) Risk Based Food Inspection বিষয়ে ৬৮৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) ৭০ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ শীর্ষক ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) Training on Food Safety Management System ( FSMS), ISO/TS 22003 & ISO/IEC 17021 to officials from Regulatory Bodies, BAB Personnel, Laboratory Personnel (30 Nos.)

(ঘ) Training on the implementation of Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) program to the food industry personnel's (35 Nos.)

(ঙ) Workshop on possible hazards in the processed food and how to minimize them to Small & medium food business operators. (47 Nos.)

(চ) Awareness programs for the reporters of electronic and print media in order to sensitize them about the evidenced based reporting system. (50 Nos.)

(ছ) Training on Global GAP and Bangladesh GAP. (45 Nos.)

(জ) Training on good hygienic practice in poultry slaughter house to the DLS, BFSA & Private Food Industries. (41 Nos.)

(ঝ) Training on Safe Livestock Fattening, Food Safety, Nutrition & Economic benefit to the Cattle Farmers. (50 Nos.)

(ঞ) Basic Food Hygiene, HACCP and Inspection System, BFSA Officers & Food Safety Inspector. (36 Nos.)

(ট) Basic Food Hygiene, HACCP and Inspection System, BFSA Officers & Food Safety Inspector. (32 Nos.)

(ঠ) Basic Food Hygiene, HACCP and Inspection System, BFSA Officers & Food Safety Inspector. (32 Nos.)

(ড) খাদ্য নিরাপদতায় নিরাপদ উপায়ে পশুপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা (৩২ জন) ।

(ঢ) Training on Basic Food Safety & Risk based Food Inspection System.

**১৪। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালন:**

(ক) গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করা হয়েছে। প্রতিপ্রাদ্য বিষয় ছিল ''**নিরাপদ খাদ্যে ভরবো দেশ, সবাই মিলে গড়বো সোনার বাংলাদেশ**''। ২ ও ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বর্ণাঢ্য র‍্যালী, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, নিরাপদ খাদ্য মেলার আয়োজন, দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সেমিনার, নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ, বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এর বাণীসহ ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং প্রথিতযশা লেখক ও বিজ্ঞানীদের লেখনিসহ একটি নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আকর্ষণীয় প্রচ্ছদসহ সুভ্যেনির প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থান নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও আড়ম্বরপূর্ণভাবে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত হয়েছে।

(খ) ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে দ্বিতীয়বারের মত কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস সাড়ম্বরে পালন করা হয়েছে। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত করা হয়েছিল''**সুস্থ-সবল জাতি চাই, পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই**''। বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট (KIB) তে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৯ এ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপি, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাদ্য

মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদ। বর্ণাঢ্য র‍্যালী, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, দিনব্যাপী নিরাপদ খাদ্য মেলার আয়োজন, দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সেমিনার, জাতীয় দৈনিকে বহুল প্রচার, দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এর বাণীসহ ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং প্রথিতযশা লেখক ও বিজ্ঞানীদের লেখনিসহ একটি নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক আকর্ষণীয় প্রচ্ছদসহ সুভ্যেনির প্রকাশ করা হয়। ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও সাড়ম্বরে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত হয়।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস- ২০১৯ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯ উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

(গ) গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. তারিখে তৃতীয়বারের মত কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২০' উদযাপন করা হয়। তৃতীয় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২০ এর প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়'**সবাই মিলে হাত মেলাই, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত চাই**'। বর্ণাঢ্য র‍্যালী, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, দিনব্যাপী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সেমিনার এর আয়োজন করা হয়। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এর বাণীসহ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: আশরাফ আলী খান খসরু এমপি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন ড. মোছাম্মদ নাজমানারা খানুম, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ইনিস্টিটিউটসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও সাড়ম্বরে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২০ পালিত হয়।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস- ২০২০

১৫। **হোটেল রেস্তোঁরার ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতির প্রচলন:** ঢাকার মতিঝিল, দিলকুশা, ফকিরাপুল, গুলিস্তান, পল্টন, সচিবালয় ও অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত হোটেল-রেস্তোঁরা এবং মিষ্টির কারখানাসমূহকে নিরাপদ খাদ্য জোন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি পাইলটিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় হোটেল রেস্তোঁরাগুলোয় ইতোমধ্যে সার্ভে/অডিটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। হোটেল রেস্তোঁরাগুলোর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার প্রস্তুত, খাদ্য পরিবেশনা, ফুড হ্যান্ডলারদের ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির মানদন্ডে নম্বর ভিত্তিক গ্রেডিং পদ্ধতিতে নিরাপদ মান নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে নিরাপদতার নিরিখে ৯০-১০০ নম্বর প্রাপ্তদের সবচেয়ে ভাল মান **(গ্রেড-এ+)** সবুজ স্টিকার, ৮০-৮৯ নম্বর প্রাপ্তদের **(গ্রেড-এ)** নীল স্টিকার, ৫৫-৭৯ নম্বর প্রাপ্তদের **(গ্রেড-বি)** হলুদ স্টিকার এবং ৫৫এর নিচে নম্বর প্রাপ্তদের **(গ্রেড-সি)** কমলা স্টিকার প্রদানের কার্যক্রম চলছে। হলুদ স্টিকার প্রাপ্তদের মান উন্নয়নের জন্য তিন মাস সময় প্রদান নির্ধারণ করে দেয়া হচ্ছে এবং কমলা স্টিকার প্রাপ্তদের এক মাসের সময় দিয়ে নিরাপদ মান নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। হোটেল রেস্তোঁরাগুলোকে নিরাপদ খাদ্য জোন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পর নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হয়। যদি কোন হোটেল রেস্তোঁরা নিরাপদ মান বজায় না রাখতে পারে তাহলে সেগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়। QR কোডের মাধ্যমে জনগণের জন্য গ্রেডিং এর সত্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে জনগণকর্তৃক মান সম্পন্ন হোটেল রেস্তোঁরা সমূহের তথ্য জানার ব্যবস্থা রাখা হবে। এই পাইলটিং কার্যক্রম সফল হলে তা পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে।এপর্যন্ত ঢাকা শহরে ৮৭টি হোটেল-রেস্তোঁরা এবং মিষ্টির কারখানাকে গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৯টি **এ+,** ৫৪টি **এ,** ১০টি **বি** এবং ৪টিকে **সি** গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

১৬। **উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা:** বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠান লগ্ন থেকে একটি কার্যকর উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা টিম কার্যকর আছে। টিমের প্রধান হলেন কর্তৃপক্ষের সচিব। এ পর্যন্ত সেবা সহজিকরণে ৩৩৩ এ সংযোগ সাধন, নিরাপদ পথ খাবার, হোটেল-রেস্তোঁরায় গ্রেডিং করা হয়েছে। ডিজিটাল সেবার আওতায় তাপমাত্রা ডাটালগার, ইগলু আইসক্রীম কার্যালয়ে পাইলটিং করা হয়েছে। নতুন উদ্ভাবন এর ক্ষেত্রে Apps ভিত্তিক হোটেল-রেঁস্তোরা মনিটরিং এর পাইলটিং করা হয়েছে।

শহর এলাকায় পথ খাবার গ্রহণের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে বিধায় নিরাপদ পথ খাবার ভ্যান তৈরি, পথ খাবার বিক্রেতার প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনার একটি পাইলটিং কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

হিমায়িত খাদ্য দ্রব্য যেমন- তরল দুধ, হিমায়িত মাছ, মাংস, আইসক্রিম ইত্যাদি যে সকল খাদ্য দ্রব্যের Cool Chain Maintain করতে হয় সে সকল খাদ্য দ্রব্যের পরিবহন ও বিক্রয়কালে সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Cool Chain Maintain) মনিটরিং এর জন্য ডাটা লগার স্থাপনের pilot প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ইগলুআইসক্রিম এ ডাটালগারপাইলটিং

১৭। **জনসচেতনতা ও প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা:** ভেজাল রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিকল্পে প্রচারমূলক কর্মসূচির আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে সকল বিভাগে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে কর্মশালা করা হয়েছে। সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে পাবলিক মিটিং, ভিডিও প্রদর্শন, মাইকিং, লিফলেট ও প্যাম্পলেট বিতরণ ইত্যাদি প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে সাংবাদিকদের নিয়ে দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে ১৬ টি জেলায় কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও খুলনা জেলায় কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে। টিভি স্পট তৈরিপূর্বক বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে। দেশের প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে। পবিত্র রমজান ও কোরবানি উপলক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে টিভি, বেতার, ফেইসবুক ও মোবাইল বার্তার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। খাদ্য কর্মীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর প্রাথমিক ধারণা শীর্ষক একটি বুকলেট এবং নিরাপদ খাদ্যের ওপর একটি পকেট বুকলেট তৈরী করে বিতরণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভা

১৮। নকল ডিম এবং ফলমূল ও শাকসবজিতে ফরমালিনপ্রয়োগ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূরিকরণের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারি এবং বাংলাদেশে "এনার্জি ড্রিংকস" নামের কোন কোমল পানীয়ের জাতীয় মান (BDS) না থাকায় **এনার্জি ড্রিংকস** এর উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রয় বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯। **উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুশীলন:** নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, বিপণন ও পরিবেশনের উৎকৃষ্ট পদ্ধতিসমূহের যথাযথ অনুশীলনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কৃষিজ পণ্য যেমন খাদ্য শষ্য (ধান, চাল, গম, ডাল ইত্যাদি), শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে পরিমিত মাত্রায় ও যথাযথ উপায়ে সার, কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োগ এবং এসবের ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ নিয়ন্ত্রণের এবং উৎস-শনাক্তকরণের(Traceability) লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় বাংলাদেশ GAP (Good Agricultural Practices) প্রণয়নের কাজ চলছে।অনুরুপভাবে মাছ, মাংস , দুধ ও দুগ্ধজাত উৎস হতে প্রাপ্ত খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিরাপদ মৎস্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এন্টিবায়েটিক, হরমোন, স্ট্যারয়েড এবং মৎস্য ও প্রাণী চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধপত্রাদির পরিমিত মাত্রায় যথাযথভাবে প্রয়োগ, যথাযথ তাপমাত্রা বজায় রাখা, ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/ সংস্থার সমন্বয়ে নানামুখী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০। **GAP Analysis:**নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রায় ১২০ টি আইন, বিধি, নীতিমালা রয়েছে; এ সকল আইনসমূহের অসামঞ্জস্যতা পর্যালোচনাপূর্বক নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর সাথে Harmonization এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, বিএসটিআই এবং হরটেক্স ফাউন্ডেশন এর বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক খাদ্য শস্য, ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি কৃষি পণ্যের উপর বিদ্যমান আইনসমূহ পর্যালোচনা করে "Review of existing crop-sector related laws and identify gaps that impact food safety in Bangladesh" শীর্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

২১। **নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক Honours Course চালুকরণ:** নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে FAO- এর সহযোগীতায় ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে BSc Honours Course in Food Safety Management চালু করা হয়েছে।

২২। **খাদ্য দ্রব্য প্রাথমিক টেস্ট/স্ক্রিনিং: মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যানের** মাধ্যমে বর্তমানে ঢাকা শহরের বিভিন্ন খাদ্য স্থাপনা ও হাট-বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনিত খাদ্য দ্রব্য নিরাপদতার প্রাথমিক Screening/Test করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মোবাইল ভ্যান ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করছেন মাননীয় মন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মোবাইল ভ্যান ল্যাবরেটরি

২৩। **প্রাণিখাদ্যে মিট এন্ড বোন মিল (MBM) এর বিকল্প উপকরণ ব্যবহার:** সকলের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্যে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর MBM আমদানি, মজুদ, পরিবহন ও বিক্রয় বন্ধপূর্বক এর বিকল্প হিসেবে স্বাস্থ্যকর ফিস মিল ও উদ্ভিজ আমিষের ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

**কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা :**

১। **নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ:** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত উপকমিটির সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অধিকতর কার্যকর ও দক্ষতার সাথে প্রয়োগের লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন/ সংযোজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২। **আন্তর্জাতিক মানের ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন:** দেশে খাদ্যের মান নির্ণয়ের জন্য ল্যাবরেটরি থাকলেও খাদ্য নিরাপদতা (বিভিন্ন রাসায়নিক ও অনুজৈবিক) পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মানের কোন ল্যাবরেটরি নাই। তাই বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্যকর্তৃপক্ষের আওতায় একটি আন্তর্জাতিক মানের ফুড টেস্টিং রেফারেন্স ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩। **Healthy Market:** কাঁচা বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য পণ্য বিক্রয়, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে হাঁস- মুরগী জবাই ও ড্রেসিং ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর কয়েকটি Wet Market & Live Market কে পাইলটিং হিসেবে Healthy Market হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। Healthy Market গুলোতে প্রতিটি খাদ্যপণ্য স্ক্রিনিং করে নিরাপদ খাদ্য প্রবেশ করানো এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। **Artificial Ripening Chamber:** সারা বিশ্বে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে স্বীকৃত ripening agent দিয়ে ফল পাকানো হয়, যা স্বাস্থ্যসম্মত। বাংলাদেশে অজ্ঞতার কারণে উৎপাদক ও বিক্রেতারা অবৈজ্ঞানিকভাবে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণripening agent ব্যবহার করে ফল পাকিয়ে থাকে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ অবস্থায় ঢাকা শহরে পাইলটিং হিসেবে Artificial Ripening Chamber তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫। **উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ:** জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের তৃতীয় সভার নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বাড়ানোর কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

৬। **কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ:** নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

**কৌশলগত লক্ষ্য ১:**নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে স্টেট-অব-দ্যা-আর্ট এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি উপযুক্ত ও কার্যকর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা।

**কৌশলগত লক্ষ্য ২:**খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল নীতিমালা, আইন-কানুন এবং খাদ্য ও খাদ্যোপকরণের নিরাপদ মান জোরদার করা এবং পাশাপাশি সকল নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষতার সংগে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

**কৌশলগত লক্ষ্য ৩:**খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সংগে জড়িত সকল সরকারি সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফলপ্রসু ও ধারাবাহিকভাবে খাদ্য আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

**কৌশলগত লক্ষ্য ৪:**নিরাপদ খাদ্য নীতিমালা প্রণয়ন, বিধি-প্রবিধান প্রণয়ন,কার্যকর এবং প্রয়োগ করতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অনুশীলন করে যথাযথ ও নিরপেক্ষ পরামর্শ দেওয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক উপদেশ প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতিগত ব্যবস্থা প্রবর্তন বা কাঠামো গঠন।

**কৌশলগত লক্ষ্য ৫:**খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলির সমর্থনে খাদ্য পরীক্ষাগারের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা। পাশাপাশি খাদ্যবাহিত রোগ এবং পশুরোগ সৃষ্টি ও বিস্তারের (ডিফিউশন এবং ট্রান্সমিশন) উপর নজরদারি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।

**কৌশলগত লক্ষ্য ৬:** সর্বোচ্চমানে নিরাপদ খাদ্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের লক্ষ্যে উৎসাহ যোগাতে সকল অংশীজন বিশেষতঃ খাদ্যশিল্পের সাথে, প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ও সম্পৃক্ত থাকা এবং নিরাপদ খাদ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

## উপসংহার:

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ইকোনমিক সত্যা-বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিল-২০১৯ অনুসারে- ২০১৯ সালে বিশ্বের ৪১তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে ছিল ৪৩তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। এই ধারাবাহিকতায় ২০৩৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ২৪তম স্থান দখল করে বিশ্বের শীর্ষ ২৫টি বৃহত্তম অর্থনীতির তালিকায় প্রবেশ করবে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এশিয়ার অন্য অনেক দেশের মতো আগামী ১৫ বছরে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে বাংলাদেশের। গত এক বছরে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লীগ টেবিলের ৪৩তম অবস্থান থেকে ৪১তম অবস্থানে উঠে এসেছে। আগামী ১৫ বছরে আরও ১৯ ধাপ এগিয়ে যাবে। সে হিসেবে ২০২৩ সালে ৩৬তম, ২০২৮ সালে ২৭তম অবস্থানে এবং ২০৩৩ সালে ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে পারি দেশের খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন ধাপে বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন হতে খাবার টেবিল পর্যন্ত খাদ্যকে জনগণের জন্য নিরাপদ করা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পর্যায়ে সমস্যাবলি এবং চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে উত্তোরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দেশে মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য সংস্থানের মাধ্যমের নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত এসডিজি'র অভীষ্টসমূহ অর্জনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, বিএফএস এর কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারণ, স্বক্ষমতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য শৃঙ্খলের নিরাপদতার মান উন্নয়ন, তদারকি আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মাত্র ৫ বছরের একটি নবীন সংস্থা; এ সংস্থাকে যথাযথভাবে কার্যকর এবং শক্তিশালী করার জন্য সরকারের ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দিক নির্দেশনা মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর

আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল এদেশের গণমানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তব করার নিমিত্ত বর্তমান সরকার নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলশ্রুতিতে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্ম প্রকাশ করবে এবং দেশের সকল মানুষের পুষ্টি সম্মত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে- এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

সর্বশেষ বলা যায়-

**“প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগোপযোগী দুরদৃষ্টি**
**বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি”**

# একনজরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহ:

১. ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিববর্গের উপস্থিতিতে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির (এফপিএমসি) সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বোরো-২০১৯ সংগ্রহ মৌসুমে ৩,৯৯,৮৬২ মে.টন ধান, ৯,৯৯,৯৮৭ মে.টন সিদ্ধ চাল, ১,৪৯,৯৯০ মে.টন আতপ চাল ও ৪৪,১৫৮ মে.টন গম এবং আমন সংগ্রহ-২০২০ মৌসুমে ৬,২৬,৫৫৭ মে.টন ধান, ৩,৩৭,৪০৭ মে.টন সিদ্ধ চাল ও ৪৩,৪০১ মে.টন আতপ চাল সংগ্রহ করা হয়; যা সংগ্রহ লক্ষমাত্রার প্রায় শতভাগ। কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অর্থবছরের সর্বশেষ এফপিএমইউ সভায় বোরো সংগ্রহ-২০২০ মৌসুমে রেকর্ড পরিমাণ ১১,৫০,০০০ মে. টন চাল এবং ৮,০০,০০০ মে. টন ধান ও ৭৫,০০০ মে. টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ফলে কৃষকগণ স্মরণকালের মধ্যে ধানের সর্বোচ্চ মূল্য পাচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ আমন-২০২০ সংগ্রহ উপলক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

২. ধান ক্রয়ে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম্য ও দূর্নীতি লোপ করার লক্ষে কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত প্রকৃত কৃষকদের তালিকা হতে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতি তথা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে মহিলা ও প্রান্তিক চাষীদের অগ্রাধিকার দিয়ে লটারীর মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন করে ১০ টাকা দিয়ে খোলা কৃষকের একাউন্টের মাধ্যমে বিক্রয়কৃত ধানের টাকা পরিশোধ নিশ্চিত করা হয়েছে। সেই সাথে অ্যাপসের মাধ্যমে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় কৃষকের অ্যাপস উদ্ভাবন করে পাইলট হিসাবে ১৬টি উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। বোরো সংগ্রহ, ২০২০ মৌসুমে তা ৬৪টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে ২৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে তা সারাদেশে সম্প্রসারিত করা হবে। এছাড়া সরকার কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান সংগ্রহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্যাডি সাইলো নির্মাণের একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে নভেল করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও এ সংক্রমণ দেখা দেয়। এ সংক্রমণ প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গত ২৫.০৩.২০২০ খ্রি. তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অফিসসহ সকল স্থাপনা খোলা রেখে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিস্থিতিতে গ্রামে বসবাসরত সবচেয়ে হতদরিদ্র পরিবার যথা- ভূমিহীন, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, উপার্জন অক্ষম বিধবা/তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যক্তা/অস্বচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যে সব দুঃস্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধী রয়েছে সেসব পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি করে চাল বিক্রির খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী চালু রাখা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিশেষ বিবেচনায় বছরের কর্মাভাবকালীন নিয়মিত বিতরণকাল ০৫ মাস (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও মার্চ-এপ্রিল)এর অতিরিক্ত মে/২০২০ মাসেও ৫০ লক্ষ পরিবারের

মাঝে অতিরিক্ত প্রায় দেড় লাখ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। ফলে এ খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট চাল বিতরণের পরিমান প্রায় ৮.৮৭ লক্ষ মে. টন; যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৯.২৩% বেশী। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় করোনা পরিস্থিতিতে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ শ্রমিক, হোটেল শ্রমিক, দিনমজুর, পরিবহন শ্রমিক, রিক্সা চালক, ফেরিওয়ালা ও অন্যান্য সকল কর্মহীন মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর ও পৌরসভায় বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম চালু করা হয়। যার মাধ্যমে ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি হারে চাল এপ্রিল ও জুন মাসে বিতরণ করা হয়। এ খাতে প্রায় ২১ লক্ষ কার্ডের মাধ্যমে ৬৮ হাজার মে. টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। ওএমএস ও বিশেষ ওএমএস খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট প্রায় ৩.৩৭ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের ওএমএস খাতে বিতরনকৃত খাদ্যশস্যের চেয়ে ২৭.৭৬% বেশী।

৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ করোনা পরিস্থিতিতে সাধারন ছুটির সময় নিজ নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে জরুরী খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খাদ্যশস্য চলাচল, গ্রহণ ও বিতরণ নিশ্চিত করেছেন। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে খাদ্য অধিদপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণও করেন।

৬. অতি দরিদ্র জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে ০৬ ধরনের অনুপুষ্টি (ভিটামিন-এ, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-১২, আয়রণ, ফলিক এসিড ও জিঙ্ক) সমৃদ্ধ করে পুষ্টিচাল (ফর্টিফাইড রাইস) বিতরণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে দেশের ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল বিতরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ভিজিডি কর্মসূচিতেও দেশের ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল বিতরণের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে।

৭. সরকারী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট প্রায় ২৭.৭০ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে প্রায় ১০% বেশী।

৮. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় সরকারী পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল ১৪ লাখ মে. টন যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১.৫০ লাখ মে.টনে উন্নীত করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ধারণক্ষমতা ৩০ লাখ মে.টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়নে কাজ চলমান । এছাড়া দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯ জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫.০০ লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে আরও ৩.০০ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৯. **"১.০৫ লক্ষ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৩৪টি নতুন খাদ্য গুদাম (১০০০ মে.টনের ১২টি এবং ৫০০ মে.টনের ২২টি) নির্মাণ করে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। মোট ৭০০০ মে:টন ধারণ ক্ষমতার আরও ১০টি (১০০০ মে:টনের ৪টি এবং ৫০০ মে:টনের ০৬টি) খাদ্য গুদাম হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত আছে।

১০. **"সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ৮২,৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ১৫৮টি (১০০০ মে.টনের ৭টি এবং ৫০০ মে.টনের ১৫১টি) খাদ্য গুদামের মেরামত কাজ সম্পন্ন করে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উপযোগী করা হয়েছে। এছাড়া ১১১টি আবাসিক ভবন, ৮৫টি অনাবাসিক ভবন, ২৫,৭৪০ মিটার সীমানা প্রাচীর এবং ৫৫,৬০০ বঃমিঃ রাস্তার মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১. নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৩৬৬ জন জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার অনুমোদনপূর্বক প্রধান কার্যালয় এবং জেলা ও মেট্রোপলিটন পর্যায়ে পদায়নের জন্য ১৩-১৬ গ্রেডের ১১৪ জন কর্মচারী ও ৯ম গ্রেডের ১০২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

১২. ০২ ফেব্রুয়ারী-২০২০, তৃতীয় বারের মত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস আড়ম্বরপূর্নভাবে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উদযাপন করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে (ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের "নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য স্পর্শক) প্রবিধানমালা, ২০১৯" এবং সেই সাথে 'খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বদলি/পদায়ন নীতিমালা, ২০১৯" প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩. খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করতে অনস্পট স্ক্রিনিং মাধ্যমে ভেজাল খাদ্য সনাক্তকরণে FAO এর সহযোগিতায় ০১(এক) টি মোবাইল ল্যাবরেটরি ভ্যানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। খাদ্যের নিরাপদতা ও গুণগতমান পরীক্ষণের জন্য ০৬টি বিভাগে ০৬টি ল্যাবরেটরি নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

১৪. ভেজাল খাদ্য রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি কল্পে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে কর্মশালা ও পাবলিক মিটিং আয়োজন, ভিডিও প্রদর্শন, মাইকিং, লিফলেট, প্যাম্পলেট, পোষ্টার ও স্টিকার বিতরণসহ বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং টিভি স্পট তৈরিপূর্বক বিভিন্ন টিভি-চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।

১৫. হলুদের গুড়ায় মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে লেড (সীসা) সনাক্ত হওয়ায় এর উৎস সন্ধান করে হলুদে রাসায়নিক লেড ক্রোমেট

পাউডার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই লেড ক্রোমেট পাউডার পেইন্ট টেক্সটাইল শিল্পের ব্যবহারের জন্য অবাধে আমদানি করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে লেড ক্রোমেট পাউডারের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নিরাপদ পোল্ট্রি উৎপাদনের লক্ষ্যে পোল্ট্রি খাদ্যের মারাত্মক ক্ষতিকর উপাদান ট্যানারি বর্জ্যের ব্যবহার বন্ধে সাভার ট্যানারি পল্লী বা চামড়া শিল্প নগরী হতে এই ক্ষতিকর বর্জ্য যাতে এলাকার বাইরে পাচার হয়ে যেতে না পারে, তার জন্য ট্যানারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়নের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৬. কার্বনেট বেভারেজের নামে উচ্চমাত্রার ক্যাফেইনযুক্ত ক্ষতিকর এনার্জি ড্রিংক আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নকল ডিম এবং ফলমূল ও শাকসবজিতে ফরমালিন প্রয়োগ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে গবাদিপশু, হাস-মুরগি ও মাছের খাদ্যে মিট এন্ড বোন মিল্ক (এমবিএম) উপাদান আমদানি, মজুদ, পরিবহন ও বিক্রয় বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে ভোজ্যতেলের ক্ষতিকর উপাদান ট্রান্সফ্যাটি এসিড নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পণ্যের লেবেলে এবং পণ্য সম্পর্কে মিথ্যা বিভ্রান্তিকর এবং প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন ও তথ্য প্রচারের জন্য অনেক কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য বাজার হতে প্রত্যাহারপূর্বক জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের হটলাইন সেবা ৩৩৩ চালু করা হয়েছে।

১৭. খাদ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে রাজধানীর ৮৭টি হোটেল-রেস্তোঁরা, মিষ্টি দোকান ও বেকারী-কে ABCD ক্যাটাগরীতে গ্রেডিং করে কঠোর মনিটরিং করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম সারাদেশে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ছবি: হোটেল-রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির কারখানার গ্রেডিং প্রদান অনুষ্ঠান।

১৮. খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির বিবেচনায় বাংলাদেশ বিগত তিন দশকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। বিশেষ করে প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তবে এখনো অপুষ্টির নানা চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এ চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা ও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদনশীলতায় শ্লথ গতি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ফলে কৃষি শ্রমিকের সংকট বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনশীলতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, নগরায়ন বৃদ্ধির ফলে নগরবাসীর খাদ্য প্রাপ্তির সুযোগের ক্ষেত্রে বাজার শৃঙ্খলের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। এই প্রেক্ষাপটে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার পথে যেতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের চূড়ান্ত বছরের সাথে মিল রেখে 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং সিদ্ধান্তের আলোকে "জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি-২০২০" এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৯. দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-২) এর মনিটরিং রিপোর্ট, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০. জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা, ২০১৫ এর হালনাগাদকরণের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

২১. ত্রৈমাসিক Bangladesh Food Situation Report, Fortnightly Food Grain Outlook এবং দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতির প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২২. FAO এর সরাসরি কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন Meeting the Undernutrition Challenge (MUCH) প্রকল্পের Call for Proposal এর আওতায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ৬টি গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২৩. গত ২৭-২৯ আগষ্ট, ২০১৯ সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত OIC এর সহায়ক সংগঠন Islamic Organization Of Food Security(IOFS) এর দ্বিতীয় Assembly-তে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী OIC ভুক্ত দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য IOFS কে কার্যকর সংস্থা হিসাবে সঠিক রোডম্যাপের প্রস্তাব দেওয়ায় উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রশংসিত হন এবং বাংলাদেশ তিন বছরের জন্য IOFS এর Executive Board সদস্য রাষ্ট্র নির্বাচিত হয়।

# সমাপ্ত

# নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

## খাদ্য নিরাপদ রাখার ৫ চাবিকাঠি
## মেনে চলি, সুস্থ থাকি

**ব্যাকটেরিয়া প্রতিহত করি**

প্রচারে ঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

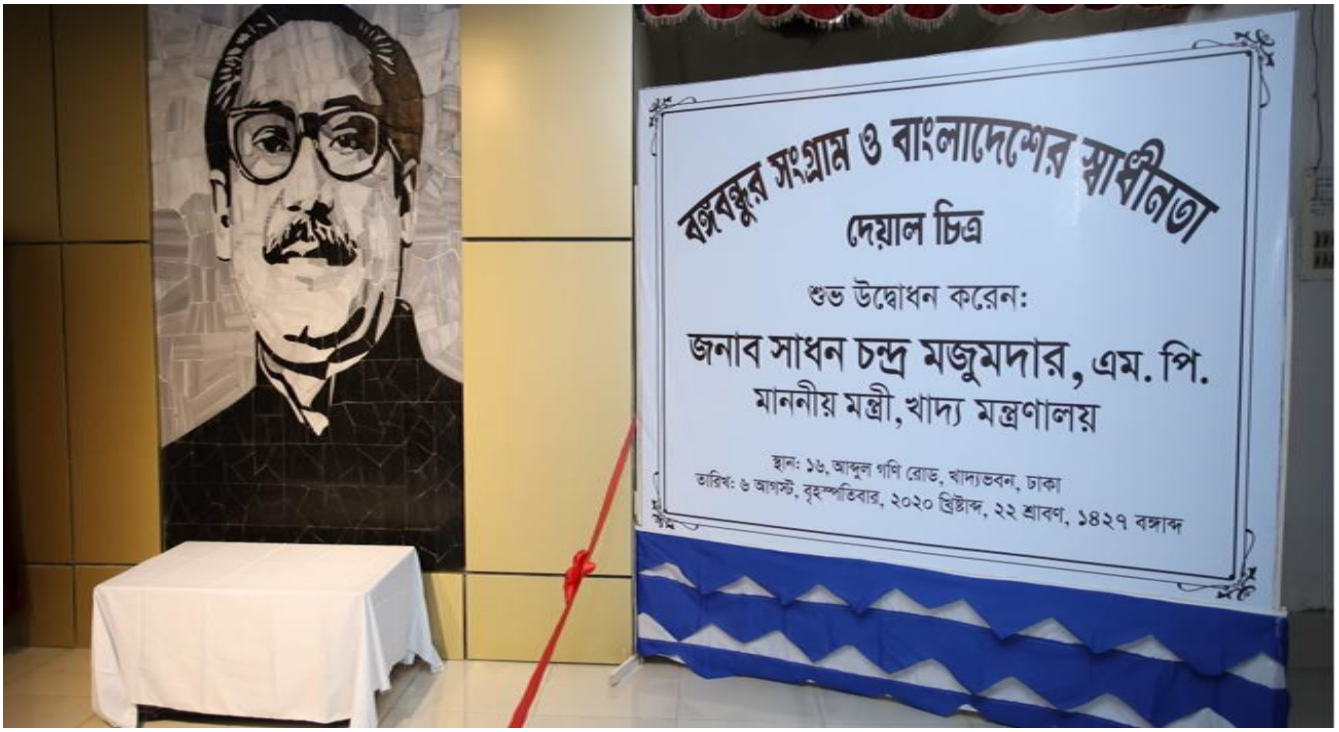


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ